ড. খালিদ আবু শাদি
অলসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
রিফাত হাসান
অনূদিত

অলসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

অলসতা দূরীকরণে কার্যকরী ১০টি পদক্ষেপ

মূল

ড. খালিদ আবু শাদি

অনুবাদ

রিফাত হাসান

সম্পাদনা

মাহদী হাসান

জাবির মুহাম্মদ হাবীব

তাজকিয়া পাবলিকেশন

অর্পণ—

অলসতার বিরুদ্ধে সফলতার এই যুদ্ধে যারা দৃঢ়প্রত্যয়ী, আত্মমর্যাদাশীল, প্রতিশ্রুত ভূমিকা রাখতে চায়—সেই সব তরুণ বন্ধুদের প্রতি..

প্রকাশকের জবানবন্দি

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি, দীর্ঘ পরিশ্রমেরর পর অবশেষে বইটি আলোর মুখ দেখছে।। পাঠকের অগণিত প্রশ্ন এবং দীর্ঘ উত্তরযাত্রার পথ মাড়িয়ে শেষপর্যন্ত বইটি প্রকাশিত হলো, এর চে' আনন্দের কিছু আর হতে পারে না; তাই হৃদয়ের গহীন থেকে মহান রবের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, আলহামদু লিল্লাহ।

আমাদের দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ব্যক্তিজীবন তো বটেই, আমাদের সামাজিক-জীবনও স্থবির হয়ে পড়েছে; দিনকে দিন আমাদের দেশের বিশাল সংখ্যক তরুণ বেকার হয়ে পড়ছে; শিক্ষিত বেকার তরুণের সংখ্যা হুহু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেন? একটিই কারণ—অলসতা।

অলসতা আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে; আমাদের ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে; আমাদের সমাজ ধ্বসংস করছে; এমনকি এর কারণে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজের কাছে আমাদের তরুণরা অহহেলার শিকার হয়ে একপর্যায়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে। অথচ একটু নড়চড়, একটু প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি। এই সমাজ, এই রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার কাণ্ডারিদের দেখিয়ে দিতে পারি, আমাদের তারুণ্য কী ধারণ করে, কী করতে পারে; কিন্তু তার আগে আমাদের দূর করতে একটা জিনিস—অলসতা!

কীভাবে দূর করবো অলসতা, কীভাবে এই নীরব ঘাতক থেকে রক্ষা করবো নিজেকে, কীভাবে গড়ে তুলবো একটি সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ কর্মজীবন; একটি

বহুল আকাঙ্ক্ষিত কর্মচঞ্চল পৃথিবী—সেই কথা ও পরামর্শগুলাই একজন দরদী দায়ি, একজন অন্তরমুখো মুরুব্বি, একজন মুখলিস অভিভাবকের ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে এই বইয়ে—*অলসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ*-এ।

আমরা প্রবলভাবে বিশ্বাস করি, বইটি পাঠ করার পর আপনার তারুণ্যে ঝড় উঠবে। আপনার সুপ্ত চেতনায় বারুদ জ্বলবে। আপনার স্বপ্নপূরণ ও দৃঢ়প্রত্যয়ে কাঠিন্য আসবে। অলসতা থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সব্বাইকে সত্য ও সরল পথে চলার তাওফিক দান করেন, আমিন।

—বিনীত নিবেদক

প্রকাশক, তাজকিয়া পাবলিকেশন

ভেতরে যা আছে..

স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো	গুপ্তঘাতক একটি শব্দ
নসিহত	খুব ভালো করে মনে রাখবেন যা
ক্ষতিকর ইলম!	আলিম কে?
লেখকের ভূমিকা	অলসতা কেন আসে?
এক. পার্থিব ক্ষতি	দাবার গুটির মতো হন
অলসতার প্রতিদান	অলসতার প্রতিদান
মুসলিমদের পিছিয়ে থাকার কারণ	দুই. ইবাদতের বিপদ
ক্ষতির দিক	তিন. চিরন্তর সংঘাতের দৈনন্দিন চক্র
ঘুমই যখন শত্রু-দুয়ার	শয়তানের চক্রান্ত
চার. নবীগণের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ	পাঁচ. অগ্রগতি ও অবনতি
বইটির লক্ষ্য	আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাএর কান্না-.
ছয়. ব্যাপক মহামারী	লক্ষ্যহীনতার সংস্কৃতি
অর্থনৈতিক লক্ষ্য	রাজনৈতিক লক্ষ্য
ঈমানি লক্ষ্য	সাত. কর্মোদ্যমী হওয়া
হাই তোলার না-পসন্দি	আট. অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব
কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি	সীমান্তপ্রহরীর মতো
বই থেকে কী নেবেন না	অলসতা কী?

প্রথম পদক্ষেপ

দুআ	অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা
নবীজির সকাল-সন্ধ্যার দুআ	শক্তির অনুপস্থিতি দুই প্রকার
শক্তির অনুপস্থিতি দুই প্রকার	আশ্রয় চাওয়ার অর্থ দুটি
সবচেয়ে সুস্বাদু গোশত	দৃঢ়তা ও সাহায্য প্রার্থনা
দৃঢ়তার দুআ	আমরা সবাই-ই নিঃস্ব!
নবীজির নিবেদন	যে দুআ করতেন তিনি
আপনার সমীপে প্রশ্ন	তুলনা করেন
প্রকৃত অক্ষম	তার অলসতা কতই না মারাত্মক
তার উদাসীনতা কতই না নিকৃষ্ট	তার দলিল কতই না দুর্বল
অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন	ইবনুল জাউজির নসিহত
এই দুআ ভুলো না	

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

নিফাকের ফাঁদের ভয়	নিফাকের সূতিকাগার
ক্ষতির শঙ্কা	এ-যুগের হুজাইফা
উদার প্রস্তাবনা	দুটি পথ, যা ভিন্ন তৃতীয় কোনো পথ নেই
একটি স্পষ্ট কথা	ঘাতক ভীতি
সালাফের নিফাকভীতি	ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য
প্রসন্ন হও শঙ্কিতজন	পরিবর্তনের কার্যকর নীতি

তৃতীয় পদক্ষেপ

প্রতিদানে নিশ্চিত বিশ্বাস	জান্নাতের মূল্যমান-সম্পন্ন আমল
একটু ভাবেন	অটল বিশ্বাস
অপরিণামদর্শী	প্রেরণাদায়ক ‘সম্ভাবনা’
নবীজি কাছে	দায়ির সফলতা
রবের নিরাপত্তা	শেষ প্রহরের প্রহরীরা
গোপনে সালাত	বিশ্বাস কষ্টকর কাজে উৎসাহী করে তোলে
নববী আদেশ কার্যকর হবেই	জান্নাত তরবারির ছায়াতলে

চতুর্থ পদক্ষেপ

লক্ষ্য স্থির করা	আমরাই অগ্রগামী
সুউচ্চ লক্ষ্য	আসমানি লক্ষ্য এবং শয়তানি লক্ষ্য
প্রতারিত প্রজন্ম	লক্ষ্যপূরণে অন্তরায়
লক্ষ্যে ছেড়ে মাধ্যম নিয়ে মনোযোগী হওয়া	নিয়ত নবায়নেরু অনুশীলন
লক্ষ্যপানে ছুটে চলার দুর্বলতা	অনুপকারী লক্ষ্য
লক্ষ্য পরিষ্কার না থাকা	লক্ষ্যের স্থবিরতা
ছোট [illegible] লক্ষ্য	লক্ষ্যহীনতা
অলসের [illegible]তি	সার নির্যাসের নোট

পঞ্চম পদক্ষেপ

হিসাব-নিকাশ	ছয়টি শব্দ
মুক্তোতুল্য নসিহত	হিসাবের হিসাব কেমন হয়
মনের ওপর লাগাম	হিসাব-নিকাশের ফল
এক. নেককারদের তাওবা	হে উদাসীন
পরাজিত মানসের হিসাব	কালোর গল্প
আপনার প্রতি প্রত্যাশা	সাদার গল্প
হিসাব-নিকাশের ফল-১	অগ্রগতির সংশোধন
আপনার ঈমানি লক্ষ্যে	আপনার জীবন লক্ষ্যে
হিসাব-নিকাশের ফল-২	অলসতার উৎস
অপচয়	ক্লান্তি
বাড়াবাড়ি	হিসাব-নিকাশের ফল-৩
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা	কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ধারাবাহিকতা রক্ষা
এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশগ্রহণ	সফল অভিজ্ঞতার কিছু দৃষ্টান্ত
হিসাব-নিকাশের ফল-৪	শ্রেষ্ঠদের প্রতিযোগিতা
শ্রেষ্ঠদের প্রতিযোগিতা	আপনার জীবনের লক্ষ্যে
আপনার ঈমানি লক্ষ্যে	প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরেই জ্ঞানী আছে

ষষ্ঠ পদক্ষেপ

পরিশ্রমীদের জীবনচরিত পাঠ	নবীজির শিক্ষা
সবচে বড়ো মাপকাঠি	নবীজির অলসতা ছিল
বইকে সঙ্গী করি	আলস্য বিতাড়নকারী কিছু জীবনীপাঠ
শেষ কথা	

সপ্তম পদক্ষেপ

মৃত্যুর স্মরণ এবং কল্পনা	আমি তো মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে
মৃত্যুর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা	ঘুম
প্রস্তুত হন	আমরা কেন মৃত্যুকে অপছন্দ করি
কবর	দুটি বাড়ি-ওপরে ও নীচে
মৃত্যু-পরবর্তী দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিদের কথা	দরজায় দাঁড়ানো অতিথি
কীভাবে	মৃত্যুর চতুর্ভুজ

অষ্টম পদক্ষেপ

উপদেশ	উপদেশ নাকি সম্পদ
উপদেশের সীমারেখা	উপদেশের উপযুক্ত সময় কখন
কে হবে আপনার উপদেশদাতা	অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি
ইলম ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি	উপদেশের চমৎকার কিছু দৃষ্টান্ত

নবম পদক্ষেপ

দুই সঙ্গের মাঝে	বিচারকের দরবারে বাদানুবাদ
এক সঙ্গ ছেড়ে আরেক সঙ্গে	সংরক্ষণ
সাহায্য	ঈর্ষা
উপদেশ	

দশম পদক্ষেপ

জবান ও অন্তরের সুধারণা	মুখের কথায় নিজেকে গড়েন
নীচুমানের কিছু শব্দ	কিছু উঁচুমানের শব্দ
প্রকাশিত বই	প্রকাশিতব্য বই
পাঠ-অনুভূতি	

স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো

একটি হাদিস

উপদেশ দিতে গিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

'শাদ্দাদ, যখন তুমি মানুষকে স্বর্ণ-রূপা জমিয়ে রাখতে দেখবে, তখন এই বাক্যগুলো মনে গেঁথে রেখো—

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আদেশপালনে দৃঢ়তা এবং ঠিক কাজে অবিচলতার শক্তি কামনা করি।
- আপনার অবশ্যম্ভাবী রহমত এবং মাগফিরাতের দৃঢ় ইচ্ছা আপনার কাছে চাই।
- আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় এবং উত্তম ইবাদতের তাওফিক আমি কামনা করি আপনার কাছে।
- আপনার কাছে চাই প্রশান্ত মন, সত্যবাদী জবান।
- আপনার কাছে চাই সমূহ জ্ঞানের কল্যাণ, পানাহ চাই জ্ঞানের অকল্যাণ থেকে।
- মাফ চাই জানার ভুলভ্রান্তি থেকে, অবশ্যই আপনি সকল অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।

➲ হাদিসের মান : সহিহ, আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ : ৩৮৮৮

গুপ্তঘাতক একটি শব্দ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু এই কথা বলতে অপছন্দ করতেন—

'আমি অলস।

মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩২০

নসিহত

নিজের মুখের কথা দ্বারা নিজের ওপর জুলুম করবেন না এবং জিহবাকে আপনার খামখেয়ালি কাজকর্ম ও ব্যর্থ আবেগের চালক বানাবেন না।

খুব ভালো করে মনে রাখবেন যা

বইয়ের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় কিছু বাক্য দেখতে পাবেন। যা আপনাকে পুরো বইয়ের কিছু কার্যকরী কথা মনে করিয়ে দেবে। আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে বইয়ের ভেতর থেকে আরও মণিমুক্তা আহরণে। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে—

- পুরো বইয়ের চুম্বকাংশগুলো আলাদাভাবে টুকে রাখা। যখনই আপনি লেখাগুলোর দিকে তাকাবেন, তখনই যেন বইয়ের ভেতরের মূলকথা আপনার স্মরণে এসে যায়।
- ঘুমের আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের হিসাব নেবেন।
- প্রতিটি কাজের আগে লক্ষ্য স্থির করবেন। কাজটি যদি হয় ইবাদত, তাহলে নিয়ত ঠিক করে তা আরও মজবুত করে নেবেন। আর কাজটি যদি অভ্যাসবশত হয়ে থাকে, তবে অভ্যাস থেকে পালটে তা কোনো ইবাদতের জন্য স্থির করেন। অতঃপর নিজেকে জিজ্ঞেস করেন—কী লক্ষ্য স্থির করলে?
- আপনার সবচে আপন, সবচে কাছের, প্রিয় রবের কাছে প্রার্থনা করেন, প্রত্যেক সালাতের পর এবং দুআ কবুলের সময়গুলোতে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অলসতা মোকাবেলায় এবং অবিচল থাকার জন্য যে দুআগুলো করতেন, সেসব দুআগুলো আপনিও করেন। এগুলো আপনাকে অগ্রসর করবে আর আপনি কিতাবের পৃষ্ঠাগুলোতে মগ্ন হয়ে থাকবেন।
- ভাই ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা হলে এবং ঈমানি মজলিস খোঁজেন এবং উপদেশ তালাশ করেন।

ক্ষতিকর ইলম

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> ইলম তোমার উপকার না করলে নিশ্চিত তোমার ক্ষতি করবে।[১]

কেননা, তুমি ইলম অনুযায়ী আমল না করলে সেই ইলম তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে থাকবে। আর সে অনুযায়ী কিয়ামতের দিন তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইবনু উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করা হলো—

: আলিম কে?

: যে ব্যক্তি প্রতিটি কথার হক আদায় করে।

: কথার হক কী?

: তদানুযায়ী আমল করা।[২]

---

[১] *আজ-জুহদ*, ইমাম আহমাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৭

[২] *ইকতিজাউল কাউলিল আমাল*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৪

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। ক্ষমা প্রার্থনাও করি তাঁরই কাছে। আমাদের অন্তরের অনিষ্ট এবং আমলের মন্দ দিকসমূহ থেকে আমরা তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই। তিনি যাকে সুপথের দিশা দেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার মতোও কেউ নেই। এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি—

> আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার অংশীদার কেউ নেই।

আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—

> মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

কুরআনে কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মুমিনগণ শোনো, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে যথার্থ ভয় করো এবং প্রকৃত মুসলিম না হয়ে কিছুতেই যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।[৩]

কুরআনে কারিমে আরও ঘোষিত হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

হে মানবজাতি, তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন মাত্র একটি প্রাণ থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গীকে। পরিশেষে এ-দুজন থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেক নর-নারী। ভয় করো সেই আল্লাহকে, যার উসিলা ধরে তোমরা একে অন্যের কাছে চেয়ে থাকো। আরও ভয় করো আত্মীয়তার সম্পর্ককে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকলের পর্যবেক্ষক।[৪]

সূরা আহজাবে ঘোষিত হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

'ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং ঠিক কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আমল সংশোধন

---

[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২

[৪] সূরা নিসা, আয়াত :১

করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে সে-ই মহা সফলতা অর্জন করে নিয়েছে।[৫]

পর কথা

মানবজীবনে 'দৃঢ়তা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অথচ অধিকাংশ মানুষই রমজান মাসে আল্লাহর আনুগত্যে যে পরিমাণ আগ্রহী ও মনোযোগী থাকে, রমজান শেষ হলে আমলের সেই জোয়ার আর থাকে না, ভাটা পড়ে যায়; আমলে অধঃপতন নেমে আসে। আমলি এই অধঃপতন দেখে আমার ভেতরে উদ্বেগ জাগল। রমজানের পরও যেন আমরা আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারি, সে বিষয়ে একটি ছোট পুস্তিকা লেখার মনস্থ করলাম আমি। তবে পরপরই আবার মনে হলো—সমস্যাটা যেহেতু ব্যাপক, তাই এর সংশোধনও ব্যাপক আকারে প্রয়োজন। এজন্য উচ্চ মনোবল অর্জন এবং অবসন্নতা ও অলসতার মোকাবেলায় একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। এমন সময় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় একটি দ্বীনি মজলিসে এই বিষয়ে 'দ্বীনি আলোচনা'র দাওয়াত এলো। আমিও আল্লাহর তাওফিকে তাদের দাওয়াতে সাড়া দিলাম। সেখানে আল্লাহ তাআলা অধমের জবানে অনেক কল্যাণকর কিছু কথা বের করে দিলেন। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর আরও অধিকতর ফায়দা এবং ব্যাপক উপকারের আশায় সেগুলো বই আকারে মলাটবন্ধ করার ইচ্ছা করি।

অলসতা এমন এক কঠিন ব্যাধি, যা কারও ওপরে চেপে বসতে পারলে তার ইহকাল-পরকাল সবই বরবাদ করে দেয়, এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই; বরং কালের পরিক্রমায় অলস ব্যক্তি তার মানবিক বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে। তার মেধাশক্তি অকেজো হয়ে পড়ে এবং মনুষ্যত্বের গুণাবলী হ্রাস পেতে থাকে। ইমাম রাগিব রাহিমাহুল্লাহু কী বলেন দেখেন—

---

[৫] সূরা আহজাব, আয়াত : ৭০-৭১

> যে ব্যক্তি কর্মহীন ও অলস জীবন যাপন করে সে মনুষ্যত্বের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়; বরং প্রাণীর কাতার থেকেই তার নাম কেটে যায়। সে নিজের নাম লিখিয়ে নেয় মৃতের কাতারে। যেহেতু 'অবসর' মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিঃশেষ করতে থাকে, তাই অব্যবহৃত প্রত্যেক প্রতিভা—বরং প্রতিটি অঙ্গা—তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে অন্ধ চোখ এবং অবশ হাতের মতো হয়ে পড়ে। তা কোনো কাজেই আসে না। এভাবে অলসতার কারণে মানবদেহ বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ঠিক তেমনি গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা না করার ফলে অন্তর হয়ে যায় নির্বোধ। পৌঁছে যায় চতুষ্পদ প্রাণির স্তরে।[৬]

অলসতা এমন এক রোগ, যা কোনো ব্যক্তিত্ব দেখে আসে না। কারও পরোয়া করে এর আগমন ঘটে না। ব্যক্তি বৃদ্ধ হোক কিংবা যুবক, পুরুষ হোক কিংবা নারী, দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার—সবাই-ই এর দৃষ্টিতে এক। তাই প্রত্যেকেরই সচেতন থাকা উচিত। অলসতা কাউকেই তার তালিকার বাইরে রাখে না। এমনকি পরিশ্রমী ও কর্মঠ লোকদেরও সে ছাড় দেয় না। ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহু বড় সত্য কথা বলেছেন—

> কোনো কিছুর অর্জনে পরিশ্রমকারী সকল ব্যক্তিকেই বিরতি ও অলসতার সম্মুখীন হতে হয়।[৭]

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমার এই খিদমতটুকু কবুল করেন এবং যেসব কাজ থেকে মানুষকে আমি নিষেধ করছি সেসব থেকে যেন তিনি আমাকেও বাঁচিয়ে রাখেন! এই বইটি যারা যারা পড়বেন, আমাকে যেন তাদের সবার নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন! নিশ্চয়ই তিনিই এসবের কর্মবিধায়ক। তিনিই এ-সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

---

[৬] *আজ-জারিয়াহ ইলা মাকারিমিশ-শারিয়াহ* : ২৬৯-২৭০

[৭] *মাদারিজুস সালিকিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৮

অলসতা কেন আসে?

এক. পার্থিব ক্ষতি

অলসতা কী?

অলসতা হচ্ছে পরকালীন পরিতাপে ক্লান্ত হওয়ার পূর্বেই ইহকালীন অনুতাপে পুড়তে থাকা এবং অত্যাসন্ন ভয়াবহ ক্ষতির অবতরণিকা। ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> নিজ বন্ধু-বান্ধবদের অজানা ইলমের সন্ধানে এবং দারিদ্রের কারণে স্বচ্ছলতার তাগিদে বের হতে দেখেও যে ব্যক্তি অলসতা করে, তার জীবনের অর্থ কী? অলসতার ছলনাময়ী মরিচিকার স্বাদ ও প্রশান্তির কোনো মানে আছে তার![৮]

অলসতা তো বিরাট লাভ এবং মহাসুযোগ হাতছাড়া করে ফেলার নাম। আবুল ফাতহ আল-বুস্তি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> তুমি কি এমন কারও কথা শুনেছ, যে অলসতার ঝুলি থেকে মধু আহরণ করেছে?

---

[৮] সাইদুল খাতির :৩১৪, ইবনুল জাওজি, দারুল কলম

তাই প্রত্যেক অকর্মণ্য নারী পুরুষকেই বলছি—

> যে অলসতা পুষে রাখে, সে কখনো মধু সংগ্রহ করতে পারে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অলসতা ডেকে আনে লাঞ্চনা।

দাবার গুটির মতো হন

অলসতা দূরে ঠেলে দিতে পারলেই কাজে আসবে বরকত এবং লাভ হবে উচ্চ মনোবলের কার্যকরী ফলাফল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি দাবার চালেও রয়েছে এর জ্বলন্ত প্রমাণ। ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> দাবার গুটির গতি খুব ধীর হয়। তবে যখন তা উঠে দাঁড়ায়, সবকিছু ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।[১]

দাবা খেলার নিয়ম হলো, গুটি যখন চলতে চলতে সর্বশেষ ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন সে মন্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। কর্মোদ্যমতা, অলসতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, উচ্চ মনোবল এবং হীনম্মন্যতায় না ভোগার কারণেই এই উন্নতি সম্ভব হয়।

অলসতার প্রতিদান

অতএব, আপনি যদি আকাশ এবং ভূমির সর্বত্র মুখে মুখে চর্চিত এবং আলোচিত হতে চান, তবে এর সবচেয়ে সহজ পন্থা আমি আপনাকে বাতলে দিতে পারি।

যদি সকালে আপনি অলসতার চাদর গায়ে জড়ান আর সন্ধ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে যান বিলাসিতার আবরণে, তবে গ্রহণ করেন আপনার অখ্যাতি, মর্যাদাহীনতা এবং জীবনযুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সুসংবাদ। আপনার অলসতার সবচেয়ে উত্তম প্রতিদান এটিই।

---

[১] আল-ফাওয়ায়িদ : ৪৫; ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ

ব্যাবসা ও কর্মক্ষেত্রের ওপর চালানো বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত যে, পৃথিবীজুড়ে যত কোটিপতি আছে, তাদের বিরাট অংশ নিজস্ব প্রতিভা এবং প্রচেষ্টাবলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের সবার শুরুটা হয়েছে শূন্য থেকে। গবেষণায় প্রমাণিত যে, এসকল কোটিপতির সন্তানদের ৯৫ % এরও বেশি বাবাদের রেখে যাওয়া অঢেল সম্পদ খুব দ্রুতই নষ্ট করে ফেলে। কেবল ৫ % সন্তান সেই সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন করতে জানে।

মুসলিমদের পিছিয়ে থাকার কারণ

রাষ্ট্রের ওপর চালানো জরিপ অনুযায়ী, জাপান আয়তনে ছোট এবং আয়ের সীমিত উৎস থাকা সত্ত্বেও গোটা বিশ্বে অর্থনীতির বিরাট এক অংশকে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোকে আল্লাহ তাআলা জনবল এবং প্রাকৃতিকভাবে সীমাহীন সমৃদ্ধি দান করেছেন; কিন্তু তাদের ইচ্ছাশক্তি ছিনতাই হয়ে গেছে। মনোবল গেছে দমে। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হয়ে পড়েছে ত্রুটিযুক্ত। তাই ব্যর্থতা তাদের সঙ্গী হয়েছে এবং তাদের নামের সাথে জড়িয়ে গেছে হীনম্মন্যতা।

অলসতা প্রতিটি গোত্র ও জাতির পতনের কারণ। প্রতিটি রাষ্ট্র ও সভ্যতার অবক্ষয়ের প্রবেশদ্বার। এজন্যই বারামেকা সম্প্রদায়ের কোনো এক ব্যক্তিকে তাদের সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তর দিয়েছিল—

ভোরের ঘুম এবং সন্ধ্যার পানীয় গ্রহণ।[১০]

দুই. ইবাদতের বিপদ

ক্ষতির দিক

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

---

[১০] *রওজুল-আখইয়ার আল-মুন্তাখাব মিন রবীয়িল-আবরার* : ১/৩৮৭, মুহাম্মদ ইবনু কাসিম ইবনু ইয়াকুব আল-আমাসী আল-হানাফী, দারুল কলম

প্রতিটি বস্তুর জন্যই আছে বিপদ। জ্ঞানের বিপদ হলো ভুলে যাওয়া। আর ইবাদতের বিপদ হলো অলসতা।[১১]

- রমজান মাসে মানুষ পাল্লা দিয়ে ইবাদত করে। পৌঁছে যায় একাগ্রতা এবং নির্মলতার সর্বোচ্চ শিখরে। রমজান যেতে-না-যেতেই আবার সেই সুউচ্চ চূড়া থেকে গহীন খাদে নিক্ষিপ্ত হতে খুব বেশি দেরি হয় না। পুনরায় ফিরে যায় রমজানের পূর্বের অবস্থায়।
- হজ বা উমরা শেষে মানুষ রবের সাথে করা একগাদা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাড়ি ফেরে। সময়ের পরিক্রমায় তার প্রতিশ্রুতিগুলো বাতাসের ধূলিকণার সাথে উড়ে যায়। ফলে অলস ও অকর্মণ্য হয়ে যায় ইবাদতের ব্যাপারে!
- কেউ কুরআনে কারিম হিফজ করার দৃঢ় সংকল্প করে। মাসখানিক কিংবা অর্ধমাস মোটামুটি ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে সাথে চালিয়ে যায়। এরপর থেমে যায় গতি। এমনকি যেটুকু মুখস্ত হয়েছিল তাও ভুলে যায়। ফলে পুনরায় শুরু করা হয়ে যায় আরও জটিল এবং কষ্টসাধ্য।

এ তো গেল অলসতার ক্ষতির মাত্র একটি দিক—ইবাদতের দিক। বান্দা ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করে প্রথমে এই অলসতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। অতঃপর ইবাদত হারিয়ে ফেলে তার প্রাণ। যদ্দরুন দেহের মৃত্যু ঘটার আগেই কর্মফলের ক্ষেত্রে বান্দা মৃততুল্য হয়ে যায়। কারণ, সে ইবাদত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং ইবাদতের প্রতি যত্নশীল হয়ে উঠতে পারে না।

---

[১১] *কুতুল-কুলুব*, আবু তাহের আল-মাক্কি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

অলসতার সঙ্গী হয় কাজের বোঝা। অলস যদি কষ্ট ও পরিশ্রমের মূল্য বুঝত, তবে সে অলসতা ছুড়ে ফেলে দৌড়ে পালাত। যেমন, ইমাম জামাখশারি রাহিমাহুল্লাহু *রবিউল-আবরার* গ্রন্থে বলেন—

> ইবাদতকারীর ওপর ইবাদত খুব ভারী হয়, যেভাবে তা ওজনের পাল্লায়ও হবে ভারী। আর অলসের জন্য অলসতা হয় হালকা, যেমন তা ওজনের পাল্লায়ও হবে হালকা।[১২]

তিন. চিরন্তর সংঘাতের দৈনন্দিন চক্র

ঘুমই যখন শত্রু-দুয়ার

মানুষের ওপর শয়তান টার্গেট করে ঘুমের সময়। কেননা, ঘুমে থাকাবস্থায় প্রতিপক্ষের নড়াচড়া থাকে না এবং কর্মতৎপরতাও থেমে যায়। আর এই সময়েই শয়তান মানুষের সবচে বেশি কাছে আসতে পারে; বরং এই সময়েই সে মানুষের ওপরে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। কারণ, ঘুমানোবস্থায় আপনি হয়ে পড়েন একেবারেই দুর্বল।

এই মোক্ষম সুযোগ কাজে লাগিয়েই শত্রুরা রাতের বেলা হামলা করে থাকে। শয়তান রাতের বেলায় কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই বান্দার নাকের ছিদ্রের গভীরে গিয়ে তিনটি গিট দেয়; যে ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন।[১৩] মানুষের সারা দিনের অলসতা এবং কর্মোদ্যমতা এই তিনটি গিট বিবেচনায়ই হয়ে থাকে। যখন বান্দা ভোরে বিছানা থেকে উঠে

---

[১২] *রবিউল আবরার ওয়া নুসুসুল আখইয়ার*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০২

[১৩] হাদিসে আছে, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে, সে যেন অজু করে নেয় সাথে সাথে তিনবার নাক পরিষ্কার করে নেয়; কেননা, শয়তান তার নাকে রাত কাটায়। *আস-সিলসিলাতুস-সহিহাহ* : ৩৯৬১; *সহিহুল জামে* : ৩৩০

দাঁড়ায়, শয়তান তখন দৌড়ে পালায়। খুলে যায় একটি গিট তথা বাঁধন। তখন বান্দা থেকে সেই পরিমাণ অলসতাও দূর হয়ে যায়। এবার বান্দা যদি উঠে গিয়ে অজু সেরে নেয়, তবে দ্বিতীয় বাঁধনটিও যায় খুলে। ফলে আমলের প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়। শত্রুর ওপর তার এ বিজয়যাত্রা যদি আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়, সে যদি ফজরের সালাতও আদায় ফেলে; তখন তৃতীয় এবং সর্বশেষ বাঁধনটিও খুলে যায়। এতে করে শয়তানের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়; তার এতসব দৌড়ঝাঁপ হয়ে যায় বিফল। আপনি বেঁচে যান তার চক্রান্তের ফাঁদ থেকে। প্রশান্ত মনে কর্মোৎসাহী হয়ে শুরু হয় আপনার দিনলিপি।

• শয়তানের চক্রান্ত

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের দিকে বসে তিনটি গিট দেয়। প্রত্যেক গিটের জায়গায়ই সে এই বলে আঘাত করে, 'তোমার জন্য আরও দীর্ঘ রাত পড়ে আছে। তুমি ঘুমাও।' সে যদি ঘুম থেকে জেগে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিট খুলে যায়। অজু করলে খুলে যায় আরেকটি। আর সালাত পড়ে নিলে সবগুলো গিট খুলে পড়ে যায়। তখন সে উদ্যমী ও প্রফুল্ল মনে তার দিনটা শুরু করতে পারে। অন্যথায় তার সকালটা শুরু হয় গোমড়ামুখো ও অলসভাবে।[১৪]

আপনি যখন বুঝতে পারবেন—আপনি ইবলিসের দৈনন্দিন ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন; যে ফাঁদ আপনার সামনে তার শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবে, আপনার সাজানো ইচ্ছাগুলো ধুলোয় মিশিয়ে দেবে এবং সূচনাতেই টেনে দিতে চাইবে সেদিনের যুদ্ধযাত্রার সমাপ্তি, তখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। হয়তো আপনি অলসতা ও প্রভুর বিমুখতার মাধ্যমে আত্মসমর্পণের পতাকা তুলে ধরবেন,

---

[১৪] মুসনাদে আহমাদ; সহিহ বুখারি; সহিহ মুসলিম; সুনানু আবি দাউদ; সুনানুন নাসায়ি; আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহ-এর সূত্রে বর্ণিত; সহিহুল জামে : ৮১০৭

নয়তো জিকর তথা প্রভুর স্মরণের তলোয়ার কোষমুক্ত করে প্রভাবশালী সেই শত্রুর মোকাবেলায় বীরদর্পে ঈমানী বলে লড়াই করার লক্ষ্য স্থির করবেন। যে শত্রু প্রতি রাতে আপনাকে তার প্রতারণার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা থেকে নিবৃত হচ্ছে না। সুতরাং হে নির্ভীক! আপনি দেখিয়ে দিন আপনার বীরত্ব!

চার. নবীগণের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে বলেন—

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.

আপনি যখনই অবসর পাবেন, ইবাদতে দাঁড়িয়ে যাবেন।[১৫]

মুহাম্মাদ, এই দুনিয়ায় আপনার বিশ্রাম নেই! বিশ্রাম হবে কেবল জান্নাতে! মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে অবসর হওয়ার পর আপনার জন্য অপেক্ষায় আছে সালাতের দীর্ঘ রাকাত।

তাই দায়িত্বের শেষ নেই। কর্তব্যের তালিকার হবে না সমাপ্তি। অবসর আসবে কেবল পরকালে। পার্থিব আরাম মূলত পরকালের পুরস্কারপ্রাপ্তির পথে উদাসীনতার পরিচায়ক।

এ-তো চির অবিচল রাসুলদের জন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। মুসা ও তার ভাই হারুন আলাইহিস সালামের কাছে আসমানি নির্দেশ এসেছে—

اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي

আপনি ও আপনার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যান;
এবং আমার স্মরণে অবহেলা করবেন না।[১৬]

---

[১৫] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত : ৭

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> ‘তোমরা ঢিলে হয়ো না।’

ইবনু যায়েদ বলেন—

> ‘ওয়ানি অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত উদাসীন।’

সুতরাং, এই আয়াতে শরয়ি বিধান হলো—

আল্লাহর স্মরণে অলসতা না করা এবং তাঁর থেকে উদাসীন না হওয়া; বরং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এবং গুরুত্ব সহকারে আল্লাহকে স্মরণ করা আবশ্যক। এই আদেশ যেহেতু সদা অবিচল রাসূলগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবে তো তাদের নীচু স্তরের সবার ক্ষেত্রে আরও আগে প্রযোজ্য হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, তাদের জন্য উপদেশ আরও বেশি প্রয়োজন।

পাঁচ. অগ্রগতি ও অবনতি

সময় কাটুক সুন্নাহর সাথে

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

প্রতিটি কাজেই ‘উদ্দীপনা’ থাকে; তবে সেই উদ্দীপনারও ‘বিরতি’র সময় আছে। সুতরাং যার সেই বিরতি কাটবে আমার

---

[১৬] সূরা ত্বহা :৪২

> সুন্নতের পাবন্দিতে, সে হিদায়াতের দিশা পাবে। অন্যথায় তার ধ্বংস অনিবার্য।[১৭]

মানুষের স্বভাবই এমন যে, ধারাবাহিকতার সাথে কোনো কাজ সে করতে চায় না। বিরক্তি আসে। ক্লান্তি চলে আসে। অপরদিকে ইবলিস ওঁৎ পেতে থাকে, সুযোগের অপেক্ষায়; যদিও জান্নাত 'অপছন্দনীয়' বিষয়াদি দিয়েই বেষ্টিত।

আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার অবসর মুহূর্তের প্রতিটি নিঃশ্বাসের মূল্য দিয়ে নিজেকে শান্ত করে; অবসরে নেককাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রবোধ দেয় এবং অবৈধ কাজ থেকে দূরে থেকে সত্যের পক্ষ আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

তো, অলসতা-দুর্বলতার সময় নিজেকে বুঝতে পারার ক্ষমতা আপনার দুর্বলতা কমিয়ে দেবে; আপনার ক্ষতি কমাবে। এতে করে আল্লাহ তাআলা আপনাকে আরও দুটি বিরাট ক্ষতি থেকে বাঁচাবেন—

- এক. অলসতার দীর্ঘ অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন; যার ফলে আপনাকে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়; যার পরিণতিতে জান্নাতের সুখশান্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো মারাত্মক সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হয়।

- দুই. যে অলসতা আপনাকে হারাম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, তা থেকে রক্ষা করবেন। যে কোনো দীর্ঘ অবসরই মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে এবং কর্তব্যপালনে অবহেলার মানসিকতা সৃষ্টি করে। কারণ, অলসতা হচ্ছে এমন এক 'ইয়োলো-সাইন'—যা আপনাকে নির্দেশ করে, আপনি বিপজ্জনক 'রেড-জোনে' প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। নিষিদ্ধ নগরীতে আপনার পদচারণা হতে যাচ্ছে। সুতরাং অলসতার মনোভাব গোপনে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠার

---

[১৭] সহিহ, ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহু ইবনু উমর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনড়সহিহুল জামে : ২১৫২ নং হাদিস

সময়েই যে ব্যক্তি সতর্কীকরণ ঘণ্টার আওয়াজে জেগে ওঠে, তার সজাগ অন্তর এর সর্বনাশা পরিণতি বুঝতে পেরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঈমান হরণকারী ইবলিসের চক্রান্ত মাঝপথেই আটকে দেয়।

বইটির লক্ষ্য

এজন্যই এই বইটির অন্যতম লক্ষ্য হলো—

- পাঠককে দুর্বলতা ও অলসতা-মুক্ত করে এর কু-প্রভাব শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা;
- একান্তই যদি অনাহূত এই অতিথি চলেই আসে, তাহলে তার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, কীভাবে তাকে নিজের থেকে তাড়ানো যাবে—সেই পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর কান্না

একবার অসুস্থাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু কাঁদছিলেন। তার কাছে কাঁদার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন—

> আমি তো অসুস্থতার জন্য কাঁদছি না; কারণ, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—'অসুস্থতা পাপমোচন করে।' তবে আমি এজন্য কাঁদছি—অসুস্থতা আমার ওপর আপতিত হয়েছে 'অবসরে'র সময়। কাজের সময়ে আমি অসুস্থ হই নি। কারণ, বান্দা অসুস্থ হয়ে গেলে সে সুস্থ অবস্থার মতো আমল করতে সক্ষম হয় না। ফলে তার আমলনামায় সুস্থ অবস্থার আমলই লিপিবদ্ধ করা হয়।[১৮]

---

[১৮] আবু মুসা আশআরি রা.-এর সূত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন—

ছয়. ব্যাপক মহামারী

লক্ষ্যহীনতার সংস্কৃতি

মুসলিম উম্মাহ আজ ব্যাপকভাবে লক্ষ্যহীনতায় ভুগছে। হতাশা ও ব্যর্থতায় পূর্ণ সংস্কৃতিতে, অযোগ্য নেতৃত্বে এবং ভঙ্গুর ব্যবস্থাপনায় তারা নিজেদের শক্তি প্রস্তুতের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ফলে অনেকের জীবনেই অলসতা এক ব্যাপক মহামারীরূপে দেখা দিচ্ছে। এজন্য মুসলিমদের যোগ্য হিসেবে প্রস্তুত করতে তাদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে এভাবে—

☞ অর্থনৈতিক লক্ষ্য :

পাশ্চাত্য বিনিয়োগে নির্ভরশীল হওয়ার মনোভাব থেকে মুসলিম জাতিকে বেরিয়ে আসতে হবে। নিজস্ব পুঁজিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। নিজেদের উৎপাদিত খাবার খেতে হবে। নিজেদের বানানো পোশাক পরতে হবে। শত্রুদের সামনে নিজেদের অভাবের ভান করা যাবে না।

☞ রাজনৈতিক লক্ষ্য :

স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংঘ গড়ে তুলার দৃঢ় সংকল্প লালন করতে হবে। প্রচলিত অন্যান্য রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন স্বতন্ত্র এক নীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। যে নীতি এবং যে রাষ্ট্র ইনসাফপূর্ণ

বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা সফরে বের হলে আল্লাহ তাআলা মুকিম ও সুস্থ অবস্থার আমলের সওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেন।

হাদিসের হাদিসের মান : সহিহ, আবু মুসা আশআরি রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি ও আহমদ র০াহিমাহুমাল্লাহ বর্ণনা করেছেন;—*সহিহুল জামি* : ৭৯৯

সমতার কথা বলবে। যেখানে নেতা আর প্রজার রীতিতে শাসন চলবে না; বরং শাসন হবে আল্লাহ তাআলার নীতিতে।

☞ ঈমানি লক্ষ্য :

সৃষ্টজীবের হিদায়াত তথা সুপথ-লাভ কামনা করতে হবে। তাদের হাত ধরে আল্লাহ তাআলার দয়ার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

যখনই এই লক্ষ্যগুলো হারিয়ে যাবে তখনই জাতির মেরুদণ্ডে জেঁকে বসবে অলসতার ঘুণপোকা। অতঃপর ধীরে ধীরে তারা বিপত্তি, হীনম্মন্যতা এবং অশ্লীলতার দিকে এগিয়ে যাবে। যারা নিজেদের জন্য উন্নত লক্ষ্য স্থির না করবে, তারা নিশ্চিতভাবে ব্যর্থতার অন্ধকার খাঁদে গিয়ে নিপতিত হবে।

সাত. কর্মোদ্যমী হওয়া

হাই তোলার না-পসন্দি

সহিহ বুখারির বর্ণনা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন।[১৯]

এর রহস্য হলো—হাঁচি শারীরিক চঞ্চলতা ও উদ্যমের প্রমাণ। বিপরীতে হাই তোলা শারীরিক ভারত্ব, স্থুলতা ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার প্রমাণ; হাই তোলার ফলে মানুষ অলসতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এটা মানুষকে শয়তানের সাথে যুক্ত

---

[১৯] হাদিসের হাদিসের মান : সহিহ; আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি, আবু দাউদ ও তিরমিজি রাহিমাহুমুল্লা হাদিসটি উল্লেখ করেছেন; *সহিহুল জামি* : ১৮৮৩

করে। আর শয়তান এর সাথে বেঁধে দেয় মানুষের মনের সুতো। কারণ, এজাতীয় কাজ শয়তানকে খুশি করে, তাকে সফলতা এনে দেয়; আর মানুষকে টেনে নিয়ে যায় প্রবৃত্তির দিকে।

সুতরাং হাই তোলা হচ্ছে অলসতার লক্ষণ, ঘুম এবং অমনোযোগিতার ভূমিকা; হাই তোলা শয়তানের সমূহ হাতিয়ারের একটি এবং এটা শয়তানের দুষ্ট বাহিনীর সদস্য। তবে হাঁচি সব সময় এর বিপরীত। হাঁচি অলসতার ধুলোবালি ঝাড়ে এবং আপনার প্রাণশক্তিতে নবচেতনা আনে। এজন্যে আল্লাহ তাআলা হাঁচির সম্পৃক্ততা নিজের সাথে করেছেন। ফলে কোনো কোনো আলেমকে দেখা যায়, হাই আটকে রাখা সম্ভবপর না-হওয়া সত্ত্বেও লোকালয়ে হাই তোলা অপছন্দ করেন। যদি একান্তই অসম্ভব হয়ে যায়, তাহলে মানুষের সামনে থেকে সরে এসে হাই তোলেন।

আট. অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> এমন কিছু মানুষ আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের তালা হয়ে থাকে। আবার কিছু মানুষ হয় অকল্যাণের চাবি এবং কল্যাণের তালা। সুসংবাদ সেসকল লোকের জন্য, যাদের হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি দিয়েছেন। আর ধ্বংস তাদের জন্য, যাদের হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি দিয়েছেন।[20]

---

[২০] হাদিসের মান : হাসান, আনাস রা. এর সূত্রে সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত, সহিহুল জামে : ২২২৩ নং হাদিস

সীমান্তপ্রহরীর মতো

জাতির সীমান্তপ্রহরী সৈন্যরা সর্বদা সজাগদৃষ্টে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা কখনো উদাসীন হয় না। হাজার ক্লান্তিতেও ঘুমিয়ে পড়ে না। কেননা, তারা যদি ঘুমিয়ে পড়ে, ঝিমিয়ে পড়ে, তাহলে সেটা হবে প্রথমত তার নিজের ওপর অবিচার; এরপর গোটা জাতির ওপরেও অবিচার। এতে করে তারা নিজেরাও ধ্বংস হবে এবং গোটা জাতিকেও ধ্বংস করবে।

পথের দিশা দেওয়া নাবিকই যদি বিপথগামী হয়ে যায়, জাহাজের পথ তো হারাবেই; শুধু এতটুকুই না, অজানা পাথরের সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণও হবে। রাতের প্রহরী যদি ঘুমিয়ে থাকে, তবে তো ধনভান্ডার চোরদের সহজলভ্য খাবারে পরিণত হবেই। তাই আপনি কখনো ক্লান্ত হবেন না বা ঝিমিয়েও পড়বেন না।

বই থেকে কী নেবেন না

এই বই থেকে আপনি এমন লক্ষ্য স্থির করবেন না, এমন কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের শিক্ষা নেবেন না—যা শুধু আপনাকেই অলসতা থেকে বাঁচাবে; আপনার থেকেই উদাসীনতা ছুড়ে ফেলবে; বরং অন্যকেও বাঁচানোর এই দায়িত্ব আপনি অন্যদের ভেতরও প্রসারিত করেন। জাতির উন্নতিসাধন তখনই সম্ভব, যখন কেউ নিজে সচেতন হয়ে এই বার্তা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। একটি বিজয়ী দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো—

> উদাসীন অন্তরকে জাগিয়ে তোলা এবং অলসদের মনে প্রাণশক্তির সঞ্চার করা।
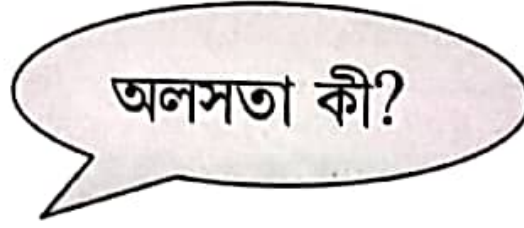
অলসতার আভিধানিক অর্থ হলো—

এমন কাজে গড়িমসি এবং বিলম্ব করা; যাতে বিলম্ব এবং গড়িমসি করা অনুচিত।

পারিভাষিক অর্থ—

ইমাম নাবাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

অলসতা হচ্ছে, কল্যাণকর কাজের ব্যাপারে মনে উদ্দীপনা জাগ্রত না হওয়া এবং কাজ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাজে আগ্রহ না থাকা।[২১]

আল্লামা তিবি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

যে বিষয়ে ঢিলেমি করা সাজে না, সে বিষয়ে ঢিলেমি করে বসে থাকিই হলো অলসতা।[২২]

---

[২১] শরহে মুসলিম, ইমাম নববী রহ. : ১৭/২৮।

[২২] মিরকাতুল মাসাবিহ : ৪/১৬৫১, দারুল ফিকর, বৈরুত

অলসতা দূরীকরণে
১০ টি
পদক্ষেপ

প্রথম পদক্ষেপ

দুআ

প্রথম পদ্ধতি : অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহু আনাস ইবনু মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন—

> ভালো দেখে একজন ছেলেকে ডেকে আনো; যে খায়বারে যাওয়া পর্যন্ত আমার খেদমত করবে।

আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু আমায় (আনাস ইবনু মালিক রা.-কে) নিয়ে বের হলেন। (তিনি বলছেন,) আমি তখন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি ছিলাম। খায়বার পর্যন্ত আমি তার খেদমত করেছি; আমি তাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, তিনি বলছেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে পানাহ চাই দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং (আমার ওপর) মানুষের প্রভাব বিস্তার থেকে।[২৩]

নবীজির সকাল-সন্ধ্যার দুআ

নবীজির খাদেম আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত এই দুআটি পড়তেন—

رَبِّ أَسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এই দিন রাতের কল্যাণ চাই এবং এরপর যেই কল্যাণ আছে তা-ও। এই দিন রাতের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই এবং এরপর যেই অনিষ্ট আছে তা থেকেও। হে আমার রব, আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও বার্ধক্যের মন্দত্ব থেকে। হে আমার পালনকর্তা, আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবর ও জাহান্নামের আজাব থেকে।[২৪]

শক্তির অনুপস্থিতি দুই প্রকার

- এক. সাধ্যাতীত শক্তির অনুপস্থিতি; যা প্রতিরোধ করার কোনো উপায় নেই। আর তা হলো বার্ধক্যের মন্দত্ব, বৃদ্ধ

---

[২৩] হাদিসের মান : সহিহ, আনাস ইবনু মালেক রা. এর সূত্রে সহিহ বুখারিতে বর্ণিত, ২৮৯৩ নং হাদিস
[২৪] হাদিসের মান : সহিহ, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. এর সূত্রে ইমাম তিরিমিজি রহ.ভ্আল-কালিমুত-তইয়্যিব, ৩২২৮

বয়সের প্রতিক্রিয়া এবং বয়স বাড়তে থাকা।

- **দুই.** অর্জিত শক্তির অনুপস্থিতি। তা হলো অলসতা; যা উদ্যমতাকে ব্যাহত করে এবং উদাসীনতা ও শিথিলতায় উৎসাহী করে তোলে।

এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুই ধরনের সমস্যা থেকেই পানাহ চাইতেন। সকালবেলা এই দুআ করে তিনি দিনের কাজ তথা দাওয়াত, জিহাদ এবং শত্রুর মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদিতে ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হওয়া থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। আর রাতের বেলা এই দুআ করে সালাত, জিকর এবং মুনাজাতসহ রাতের অন্যান্য আমলে ভুল-ত্রুটি হওয়া থেকে সাহায্য চাইতেন।

আশ্রয় চাওয়ার অর্থ দুটি

- **এক.** অন্য কারও সাথে একজোট হওয়া এবং অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করা।
- **দুই.** মিলিত হওয়া।

সবচেয়ে সুস্বাদু গোশত

এক বেদুইন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো—সবচেয়ে সুস্বাদু গোশত কোনটি? সে বলল, عوذه (উওয়াজুহু)। অর্থাৎ, হাড়ের সাথে লেগে থাকা গোশত।

কোনো মহিলা সন্তান প্রশব করলে আরবের লোকেরা তাকে عائذ 'আয়িজ' বলে। তাকে এই নামে ডাকা হয় তার সন্তান তার সাথে মিলে থাকার কারণে।

এখানে এর অর্থ হলো—

> বিপদ ঠেকাতে আল্লাহর প্রশস্ততা ও উদারতার রাজ্যে রওয়ানা হওয়া।

আমর ইবনু আফফান আল-মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> আল্লাহ তাআলা তার নবীকে রোগের আরোগ্যলাভ, ব্যাপক সাহায্য ও ইবাদত সূচনার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—
>
> وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
>
> তোমাকে যদি শয়তানের কোনো চক্র পেয়ে বসে তবে তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রুত ও সর্বজ্ঞ।[২৫]

সুতরাং পানাহ চাওয়ার মানে হলো—আপতিত ক্ষতি প্রতিরোধে দুআ করা। এর সাথে যদি তোমার কলবের উপস্থিতি পাওয়া যায় তাহলে এই ঔষধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং সুস্থতা তরান্বিত হবে। ঔষধের মাত্রা যত বাড়বে, প্রতিক্রিয়া হবে তত বেশি এবং সমস্যার সমাধান হবে তত দ্রুত। এজন্যই হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাজিয়াল্লাহু আনহু আপনাকে দুআর সময় অন্তরের উপস্থিতি এবং ভয়ের আদেশ দিয়েছেন; যেন তা কবুলের নিকটবর্তী হয় এবং উদ্দেশ্যপূরণে আশা বেড়ে যায়। তিনি বলেছেন—

> তোমরা একসময় এমন এক যুগে উপনীত হবে যখন একমাত্র সেই ব্যক্তিই বাঁচতে পারবে, যে পানিতে ডুবতে থাকা ব্যক্তির মতো করে অনবরত দুআ করতে থাকবে।[২৬]

---

[২৫] *তারিখু বাগদাদ* : ১৪/১৩৬, আবু বকর আল-বাগদাদী, দারুল আরাবিল ইসলামী, বৈরুত

[২৬] *সিলাহুল মুমিন ফিদ-দুয়া ওয়ায-যিকর* : ৩৯, তাকিউদ্দীন ইবনুল ইমাম , দারু ইবনি কাসীর, দামেস্ক, বৈরুত।

দৃঢ়তা ও সাহায্য প্রার্থনা

দৃঢ়তার দুআ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহিস সালাম উপদেশ দিয়েছেন—

শাদ্দাদ ইবনু আউস, শোনো, যখন তুমি লোকদের স্বর্ণ-রূপা জমা করে রাখতে দেখবে, তখন এই কথাগুলো স্মরণে রেখো—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

হে আল্লাহ, আপনার কাছে চাই কাজের দৃঢ়তা, সঠিক পথে অবিচলতা। চাই আপনার নিয়ামাতের শুকরিয়া এবং উত্তম পন্থায় ইবাদতের তাওফিক। চাই আপনার রহমতের নিশ্চয়তা এবং ক্ষমা লাভের দৃঢ়সংকল্প। চাই প্রশান্ত অন্তর এবং সত্যবাদী জবান। চাই কল্যাণকর জ্ঞান। আর পানাহ চাই অকল্যাণকর জ্ঞান থেকে। পানাহ চাই যা শিখেছি তার ভুলত্রুটি থেকে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।[২৭]

---

[২৭] হাদিসের মান : সহিহ, আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ : ৩৮৮৮

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লেখিত এগারোটি বিষয়ের দুআর মাঝে প্রথম দুআ ছিল কাজের দৃঢ়তালাভের জন্য। এর অর্থ, দৃঢ়তা হচ্ছে প্রত্যেক কল্যাণের চাবিকাঠি এবং যে-কোনো মর্যাদালাভের অবতরণিকা। দৃঢ়তার বিপরীতে আসে অবসান। আর অবসানের প্রথম ধাপ অলসতা। সুতরাং যে ব্যক্তি অলসতার পথে হাঁটবে সে দৃঢ়তার গন্তব্যের পথে হোঁচট খাবেই।

যেহেতু সকল কল্যাণের চাবিকাঠি আল্লাহ তাআলার হাতে, আর সৃষ্টজীবের প্রত্যেকেরই রয়েছে কল্যাণের প্রয়োজন। তাই মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। যেন আমরা তার কাছ থেকে দৃঢ়তা চাইতে পারি পরিপূর্ণভাবে। যেমন দৃঢ়তা আমার চাইব—

- দ্বীনের ওপর দৃঢ়তা, যাতে নেই কোনো সন্দেহের ছিটেফোঁটা।
- আনুগত্যের ওপর দৃঢ়তা, যাতে নেই দুর্বলতা ও অবনতি।
- হিদায়াতের ওপর দৃঢ়তা, যাতে নেই কোনো ভ্রান্তি ও বক্রতা।
- সূচনায় দৃঢ়তা, যাতে নেই দোদুল্যমানতা কিংবা মাঝপথে ছিটকে পড়ার আশংকা।
- ওয়াদা পূরণে দৃঢ়তা, যাতে নেই কোনো বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোঁকা।
- সংযম ও লজ্জার ওপর দৃঢ়তা, যাতে নেই সর্বধ্বংসী পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গের প্রশ্রয়।

আমরা সবাই-ই নিঃস্ব!

নবীজির নিবেদন

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর কাছে এমন মহান মর্যাদার অধিকারী; যে মর্যাদা দুনিয়ার অন্য কারও অর্জিত হয় নি। তিনি ছিলেন

মহান রবের সবচেয়ে একান্তজন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর বিশেষ তাওফিকের কল্যাণেই তিনি হকের ওপরে অটল ছিলেন। তাঁর রব তাঁকে সম্বোধন করে বলেন—

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.

> আমি আপনাকে অবিচল না রাখলে আপনি তাদের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। এমনটি হলে আমি আপনাকে অবশ্যই জীবন ও মৃত্যুর দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করাতাম। এরপর আমার বিরুদ্ধে আপনার পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পেতেন না।[২৮]

অথচ তিনি ছিলেন নবুওয়াতের মর্যাদা এবং নির্বাচিতদের স্তরে অধিষ্ঠিত। তাঁর অবস্থাই যদি হয় এমন, তবে তার অধঃস্তরের লোকদের কী দশা হবে! তাদের অন্তর তো প্রতিনিয়ত বাঁক নিচ্ছে এবং প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে ধরাশয়ী হচ্ছে।

যে দুআ করতেন তিনি

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই এই দুআ করতেন—

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

> হে আল্লাহ, হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপরেই অটল রাখেন!

এ হলো দ্বীন সংশোধনের দুআ। অথচ এই বিষয়টি তাঁর মাঝে পূর্ণমাত্রায়ই ছিল। তাহলে যাদের কৃতকর্মের বোঝা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে থাকা সত্ত্বেও

---

[২৮] সূরা ইসরা, আয়াত : ৭৪-৭৫

এই দুআ থেকে উদাসীন, তাদের কী অবস্থা হবে? এমনকি কখনো যদি তাদের জবান দুআর জন্য নড়েও উঠে, তা-ও হয়ে থাকে পার্থিব কোনো স্বার্থ সিদ্ধির মতলবেই। তখনো সে দ্বীনকে ভুলেই থাকে!

আপনার সমীপে প্রশ্ন

তুলনা করেন

পাপহীন প্রিয় নবীজির সাথে নিজেকে তুলনা করে দেখেন তো, তার তুলনায় আপনার জন্য এই দুআ কতটা বেশি প্রয়োজন?

অন্যথা আপনি কীভাবে দুর্বলতার অভিযোগ তুলতে পারেন, যেখানে আপনি নিজেই দয়াময় ও ক্ষমাকারী প্রভুকে ডাকতেই ভুলে যান?

একজন আহত ব্যক্তি সাহায্য কামনায় 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করে। অথচ আপনার ঈমান তো অনেকদিন ধরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। তবে আপনি কেন সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করছেন না? কেন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে কাকুতি-মিনতি করছেন না?

আল্লাহর কাছে সবকিছুরই ভান্ডার আছে। দৃঢ়সংকল্প, সঠিক পথ, হিদায়াত ও ঠিক পদ্ধতি অবলম্বন—সবই আছে সেই ভান্ডারে। আর এ কারণেই মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়—

- ১ম শ্রেণি : যারা দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে। ফলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন এবং সুপথ দেখান।
- ২য় শ্রেণি : যারা না চেয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ফলে তারা বক্রতা এবং অবাধ্যতার মাঝেই ডুবে থাকে। কল্যাণ বঞ্চিত থেকেই নিজেদের মূল্যবান জীবন কাটিয়ে দেয়।

প্রকৃত অক্ষম

তার অলসতা কতই না মারাত্মক

যে ব্যক্তি দয়াময় রবের আশা এবং সর্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য দুআ থেকে চুপ থাকে। সে কেবল মুখে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণেও সক্ষম হয় না।

তার উদাসীনতা কতই না নিকৃষ্ট

যে সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার থেকে উদাসীন হয়ে থাকে। পাশাপাশি অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া কেবল জবান নাড়ানোতে তার কোনো খারাপ লাগে না!

তার দলিল কতই না দুর্বল

যে আনুগত্যের সুউচ্চ শিখর থেকে উদাসীনতার অতল গভীরে নিপতিত হয়। এরপর আসমান-জমিনের প্রতাপশালী সত্তার কাছে ফিরেও আসে না! এজন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন—

> সবচেয়ে অক্ষম তো সেই ব্যক্তি, যে দুআ করতে পারে না'।[২৯]

সিংহের ভয় মানুষকে নিয়ে যায় দুর্গের আশ্রয়ে; কিন্তু অলসতার আক্রমণ ঠেকাতে মহান প্রভুর তত্ত্বাবধান ভিন্ন বিকল্প কোনো পথ নেই। কেননা, সৃষ্ট সম্পর্কে স্রষ্টার চেয়ে ভালো কেউ জানেন না। শিল্প সম্পর্কে শিল্পীর মতো করে আর কেউ বোঝেন না।

---

[২৯] হাদিসের মান : সহিহ, তাবরানী, বাইহাকি/সহিহুল জামে : ১৯২৪।

অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন

আমাদের পূর্ববর্তি নবীগণকে কে সাহায্য করেছেন? বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্ররোচনার মুহূর্তে সৎকর্মশীলদের আনুগত্যের তাওফিক কে দিয়েছেন? আল্লাহ তাআলার সাথে কি আরও ইলাহ আছে?

ঐশী দয়ার আকর্ষণ এবং খোদায়ী অনুগ্রহের ধারাবাহিকতা প্রত্যেক বিমুখ ব্যক্তিকে অগ্রসর হতে আগ্রহী করে তোলে। হতাশাগ্রস্তদের জড়ো করে মুক্তির বাঁধনে। নাড়িয়ে তোলে বহু বছরের জমে যাওয়া অন্তরগুলোকে। সকল দয়াময়ের দয়াশীল যিনি, তার চেয়ে মহানুভব আর কে আছে!

ইবনুল জাওজির নসিহত

ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহু এই বিষয়টি অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি প্রায়ই অকর্মণ্য অলসদের ক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াতেন—

> সেই সত্ত্বার সামনে নিজেকে পেশ করো, যিনি তাদের (দুনিয়ার দাতাদের) দান করেন। সবকিছু তাঁর কাছেই চাও। যিনি তোমার মালিক, সেই তিনিই তো তাদের মালিক।[৩০]

এই দুআ ভুলো না

সাহাবি মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন—

> মুয়াজ, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। মুআজ, তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, প্রত্যেক সালাতের পর এই দুআ করতে ভুলো না—
>
> اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
>
> হে আল্লাহ, আপনার জিকর, শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং উত্তম পন্থার ইবাদতে আমাকে সাহায্য করেন।[৩১]

---

[৩০] আল-মুদহিশ ৪২৮, ইবনুল জাওজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

এই দুআ এক নববী উপহার—যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় এবং কাছের মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এমনকি প্রিয় হওয়ার ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কসমও করেছেন। মানুষ তার প্রিয় ব্যক্তির জন্য সবচে কল্যাণকর বিষয়েরই পরামর্শ দিয়ে থাকে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। মুআজ ইবনু জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি নসিহত করার আগেই ভালোবাসার বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন; যেন তাকে দেওয়া নসিহত গ্রহণে সর্বোচ্চ নির্ভরতা আসে। নসিহত প্রদানেও গুরুত্ব বাড়াতে এবং অবহেলার ভয়াবহতা বুঝাতে 'নুন'[৩২] ব্যাবহার করেছেন।

সারমর্ম কী

এই নসিহতের সারমর্ম হলো, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া। যদি দুর্বলতা ও অলসতা আপনার ওপর চেপে বসে তবে এই দুআ হবে আপনার জন্য নিরাময়ের এক চুমুক কার্যকরী ঔষধ। আপনি যদি হন দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন এবং কর্মঠ, তবে আপনার বেলায় এই দুআ হবে এক চামচ প্রতিরক্ষামূলক ঔষধ। আপনি যদি সংকল্পের দৃঢ়তায় অবনতি এবং শক্তিহীনতার নগ্ন হামলা থেকে বেঁচে থাকতে চান, তবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর এই মহৌষধের পাঁচ চুমুক গ্রহণ করেন। এটিই আরোগ্যলাভের নববী মহৌষধ, যা প্রিয়নবী আপনাকে বলে দিলেন। এই পাঁচ চুমুক ঔষধ আপনাকে আরোগ্য দেবে এবং এর মাধ্যমেই আপনি খুঁজে পাবেন সঠিক পথের দিশা।

বান্দার পক্ষ থেকে অধিক হারে দুআ তাকে কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষায় অধিকতর সফল, অবিচল, উচ্চ মনোবলের অধিকারী এবং উদ্যমী করে

---

[৩১] হাদিসের মান : সহিহ, মুয়াজ ইবনু জাবাল রা. এর সূত্রে আহমদ আবু দাউদ ও নাসায়ি রহ; সহিহুল জামে : ৭৯৬৯, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুয়ায় কলব এবং জবান ও অঙ্গের আমলকে একত্র করেছেন (তোমার জিকর) জবানের ইবাদত, (তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন) অন্তরের ইবাদত, (ইবাদতের উত্তম পদ্ধতি) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইবাদত

[32] এর নাম নূনে তাকিদ; যা অধিক গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়

তোলে। যে-কোনো অবস্থাতেই বান্দা সাহায্য-সহযোগিতার প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আর এই দুআ থেকে বিমুখ হওয়া মানে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। অতএব, আপনার জন্য যে পদ্ধতি উপযোগী মনে হয় সেটাই বেছে নেন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

নিফাকের ফাঁদের ভয়

নিফাকের সূতিকাগার

যদি অলসতার অন্য কোনো মন্দ দিক নাও থাকত, তারপরও এটা যে মুনাফিকদের সুস্পষ্ট আলামত, বা অলসতা থেকেই নিফাকের সূচনা হয়, এটাই অলসতাকে মন্দ প্রমাণিত করার জন্য ছিল যথেষ্ঠ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের তিরস্কার করে বলেছেন—

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ.

তারা সালাতে আসে আলস্য ভাব নিয়ে এবং দান করে মনতুষ্টির বিপরীতে।[৩৩]

আপনি এই আয়াতে দু-ধরনের অলসতা দেখতে পাবেন—

- **১ম প্রকার :** ইবাদত না করার শারীরিক অলসতা। যা মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলে সালাতে বিলম্ব করার প্রতি। এটি সবচেয়ে বেশি

---

[৩৩] সূরা তওবা, আয়াত : ৫৪

প্রকাশ পায় ফজর এবং এশার সালাত, এই দুই পরীক্ষার সময়। এজন্যই মুনাফিকরা পেছনে রয়ে যায়।

- **২য় প্রকার :** অন্তরের অলসতা। যা খরচ করায় গড়িমশি করা, কল্যাণের কাজে অগ্রসর না হওয়া ও দ্বিধায় ভূগা এবং প্রতিরক্ষীদের তালিকায় সর্বশেষ সারিতে আসন গ্রহণে উৎসাহ যোগায়। তাদের গলার ফাঁস সংকীর্ণ হয়ে এলে তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আনুগত্য করে। এতেও তারা কোনো মতলব নিহিত রাখে। এজন্যই মুনাফিকরা লৌকিকতাকারী।

ক্ষতির শঙ্কা

শয়তানের সাথে আমাদের সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের এই বার্তা দেয় যে, (দোষ ত্রুটি জন্মদানকারী) শয়তানের বিভ্রান্তিকর ধোঁকায় পড়ে আমাদের প্রবৃত্তি এক বা দুটি অপরাধেই ক্ষান্ত হয় না। যদি না আপনি আপনার সমস্যার সমাধা করেন এবং অবাধ্যতার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষতে পট্টির ব্যবস্থা করেন। কেননা, ক্ষত দিন দিন বাড়তেই থাকবে। এই ক্ষত বড় হয়ে গেলে আশংকা করি, আপনি আপনার ঈমানকে উদাসীনতার অতল গহীনে আবিস্কার করবেন। পাপের আঘাতে জর্জরিত হতে হতে আপনার অন্তর হয়ে যাবে মৃত। যদি না আপনি শীঘ্রই জেগে ওঠে শত্রুর নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি প্রচার ও ধারাবাহিক হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

এ-যুগের হুজাইফা

হায়, এখনো যদি সবার জন্য জিহাদের দরজা খোলা থাকত, তবে জিহাদে যাওয়া-না-যাওয়ার বিবেচনায় আমরা আমাদের অন্তরে নিফাকির গোপন অনুপ্রবেশ পরখ করে দেখতে পারতাম!

হায়, যদি আকাশ থেকে ওহি আসার ধারা বন্ধ না হতো! তবে ওহি এসে মুনাফিকদের নামগুলো বলে তাদের লাঞ্চনায় ফেলত! ওলট-পালট করে দিত মিথ্যা দাবিদারদের কাতার!

হায়, প্রিয় নবীজির গোপন বার্তার রক্ষক হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান যদি আমাদের মাঝে থাকতেন! তাহলে তিনি মুমিন ও মুনাফিকদের নামগুলো আমাদের সামনে উন্মোচন করে দিতেন![৩৪] তাদের ওপর বদদুআ করে হোক কিংবা না করে।

কিন্তু আজ আমাদের ঈমান ও নিফাকি, সততা ও দোষ-ত্রুটি নির্দেশক প্রমাণ হিসেবে আমাদের ব্যক্তিগত আমল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। হয়তো এব্যাপারে সবচে গুরুত্বপূর্ণ আমল সেটাই, যে ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশনা দিয়েছেন—

> আমরা কাউকে এশা ও ফজরের সালাতে না পেলে তার (ঈমানের) ব্যাপারে মন্দ ধারণা করতাম।[৩৫]

মন্দ ধারণার অর্থ হলো, তারা মনে করতেন যে, সে মুনাফিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করছে, তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সুতরাং আজ এ বিষয়ের বাস্তবতা খুঁজতে আমাদের করণীয় হবে (এই যুগের হুজাইফা) তথা এমন কিছু আমল—যা গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করতে পারে। কেননা, মুনাফিকদের

---

[৩৪] হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোপন বিষয়ের সংরক্ষক ছিলেন তিনি তাকে মুনাফিকদের নামগুলো বলেছিলেন উমর রা. প্রত্যেক জানাজায় তার অপেক্ষায় থাকতেন তিনি নামাজে আসলে উমর রা. সেই ব্যক্তির নামাজ পড়তেন; এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে যে, সে মুসলমান হুজাইফা রা. কোনো জানাজায় না আসলে উমর রা. সেই জানাজা পড়তেন না; কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন উমর রা. হুজাইফা রা. কে জিজ্ঞেস করেছেন, হে হুজাইফা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আমার নামও বলেছেন? তিনি বললেন, না তবে আপনার পর অন্য কাউকে (এভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়ে) আমি পরিশুদ্ধ করে দিব না

[35] সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব : ৪১৭

তালিকা জানা একমাত্র মানুষটিকে মৃত্যু অদৃশ্য করে দিয়ে এই রহস্য চিরতরে গোপন করে রেখেছে।

উদার প্রস্তাবনা

দুটি পথ, যা ভিন্ন তৃতীয় কোনো পথ নেই

একটি পথ মুনাফিকদের, যা তাদেরকে জাহান্নামের অতল গহীনে নিয়ে ফেলবে। আরেকটি মুমিনদের পথ, যা তাদের নিয়ে যাবে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে এবং সৎকর্মশীলদের কাতারে। সুতরাং যে পথ বেছে নিতে চান বেছে নেন। এই প্রস্তাবের উপস্থাপনা আমি করছি না; বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

> কাঁটাগাছ থেকে যেমন আঙুর আহরণ করা যায় না, ঠিক তেমনি সৎকর্মশীলদেরকে পাপাচারীর কাতারে নামিয়ে আনা হবে না। সুতরাং তোমরা যে পথ ইচ্ছা বেছে নাও! তোমরা যে পথে চলবে, সে পথের লোকদের সাথেই অবতরণ করবে।[৩৬]

একটি স্পষ্ট কথা, যা পৃথকীকরণ অসম্মানজনক

যে মুমিনদের পথে চলবে সে মুমিনদের মতোই প্রতিদান লাভ করবে; জান্নাতের আবাসগৃহে মিলিত হবে তাদের সাথে। আর যে অলসতা ও পিছলে পড়ার মাধ্যমে নিফাকির পথ বেছে নেবে, তার ভেতরে নিফাকির ব্যাধি সংক্রমিত হবে। যার ফলশ্রুতিতে সেও জাহান্নামের অতল গহীনে পিছলে পড়বে। আর যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে-ও তাদের একজন হয়ে যায়।

---

[৩৬] হাদিসের মান : হাসান, আবু নুয়াঈম, হিলয়াহ, আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ : ২০৪৬

ঘাতক ভীতি

সালাফের নিফাকভীতি

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহুর একজন ভাই ছিলেন। যিনি খুব নেককার ছিলেন। তিনি খিলাফতের আসনে বসে ভাইকে ডেকে বললেন—

➤ সালেম, আমি আশংকা করছি যে, আমি রক্ষা পাব না।

তাঁর ভাই বললেন—

➤ আপনি আশংকা করে থাকলে তো ভালো কথা। তবে আপনার ব্যাপারে আমার ভয় ছিল—আপনি এই আশংকাটিই করবেন না।[৩৭]

এটি এমন এক আশংকা—যা সকল অলসতার লক্ষণ ও উদাসীনতার প্রস্তুতিকে নস্যাৎ করে দেয়। তৈরি করে দেয় একজন মানুষের মধ্যে সৎকর্ম করার এবং যে-কোনো পদস্খলনের ব্যাপারে দ্রুত উপলব্ধি সৃষ্টি হওয়ার যোগ্যতা।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহু নিজের ওপর নিফাকির আশংকা করতেন। অথচ তিনি নিজ কানেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখ থেকে সুসংবাদ শুনেছেন—

উমর জান্নাতি।[৩৮]

---

[৩৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া* : ৫/৩২৯, আবু নুআয়িম আল-ইস্পাহানি, দারুল কুতুবিল আরবি; নসিহতের বাকি অংশ—

> আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে একটি বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন; সে মাত্র একটি ভুল করায় সেই বাড়ি থেকে তাকে বেরও করে দিয়েছেন। অথচ আমরা. অগণিত গুনাহ করেও সেই বাড়িতে জায়গা পাওয়ার আশা করি!

কেননা, এটিই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তার ভেতর থাকবে এমন ভয়—যা তাকে আমলে উৎসাহ জোগায়। ভেতরে শঙ্কা জাগায়; এমন শঙ্কা—যা অলসতা দূর করে তাকে চাঙ্গা থাকতে সহযোগিতা করে।

ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য

সুতরাং যে ব্যক্তি নিফাকের শঙ্কায় থাকে সে নিফাক লালনকারীদের থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং কথার আগেই কাজের মাধ্যমে তাদের থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শাকিক আল-বালখি ঈমান ও নিফাকির মাঝে এভাবে পার্থক্যরেখা স্পষ্ট করেছেন—

> মুমিনের উপমা হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে একটি খেজুর গাছ রোপন করে কাঁটা গাছ বহন করার শংকায় থাকে। আর মুনাফিকের উপমা হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে কাঁটা গাছ রোপন করে খেজুর কেটে আনার আশায় থাকে।[৩৯]

আপনার জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, যারা সালাতের ব্যাপারে শিথিলতা করে এবং সালাতে মনোযোগী হয় না তাদের ব্যাপারে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা কিয়ামতের দিন কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে একত্র হবে। সুতরাং, ফরজ আদায়ে বিলম্ব করা এবং মনোযোগী না হওয়া বান্দাকে কাফেরদের শীর্ষ নেতাদের দলে ভিড়িয়ে দেবে। তাদের সাথে তাকেও একই শিকলে বেঁধে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। এতে বুদ্ধিমানদের জন্য স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, 'যে ব্যক্তি কাজে কর্মে কোনো দলসদৃশ হয়, সে তো তাদের মতোই প্রতিদান পাবে।' তাহলে আমাদের অন্তরগুলো দীর্ঘ অবসাদ ও উদাসীনতার তিক্ত পরিণতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের শঙ্কা কীভাবে

---

[৩৮] হাদিসের হাদিসের মান : সহিহ, সায়িদ ইবনু জায়িদ রা.-এর সূত্রে *মুসনাদে আহমাদ*-এ বর্ণিত হয়েছে; *সহিহুল জামি* : ৫০

[৩৯] সিফাতুস সফওয়া : ২/৩৩৯, ইবনুল জাওজি, দারুল হাদিস, কায়রো

দূর হয়ে যেতে পারে? একেই কিছু বুজুর্গ বলেছেন সাদৃশ্যনীতি। যার মূল কথা হলো—

(প্রত্যেকে তার অনুরূপ ব্যক্তির নিয়মই গ্রহণ করে থাকে। অনুরূপ দুজনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রয়োগে তারতম্য করা অসম্ভব। যেভাবে পরস্পরবিরোধী দুজনের ক্ষেত্রে আইনপ্রয়োগে অনুরূপ করা অসম্ভব।)[৪০]

- আমরা যদি ফজরের সালাতে অবহেলা করি তবে আমরা বিছানার আরামের দিক থেকে মুনাফিকদের কাতারে চলে যাব। সুতরাং, প্রতিদান প্রদানেও কঠিন শাস্তি ও কড়া হিসাব গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মুনাফিকদের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হবে। তবে যদি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু প্রভু আমাদের প্রতি রহম করেন তা ভিন্ন কথা।
- আমরা যদি ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করি, অথবা মিথ্যা কথা বলি তবে আমরা নিফাকির এক তৃতীয়াংশকে আবশ্যক করে নিলাম।
- আমরা যদি লৌকিকতার নিয়তে দান করি অথবা দান করে কষ্ট ও খোঁটা দিই তবে আমরা মুনাফিকি চক্রের অনুসারী হয়ে গেলাম।

তাই যেদিন বিশ্বজগতের মালিক সকল দলকে একত্র করবেন সেদিন আমরা সেই মুনাফিকি চক্রের কাতারে থাকাটা কী অসম্ভব কিছু?

প্রসন্ন হও শঙ্কিতজন

অবনতির শঙ্কা আপনার মন থেকে অলসতা তাড়িয়ে দেবে। তখন আপনি জেগে উঠবেন নিদ্রার চাদর ফেলে। অলসতা তাড়িয়ে দেবে আপনার মেধা থেকে। তখন আপনি জ্বলে উঠবেন আপন প্রতিভায়। অলসতাকে তাড়িয়ে

---

[৪০] মাজাম্মাতুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া :২৬, কিতাবুল মানতেক থেকে চয়িত

দেবে আপনার দেহ থেকে। তখন আপনি হয়ে উঠবেন উদ্যমী। নিম্নমুখি স্খলন থেকে হয়ে উঠবেন উচ্চমনোবলের অধিকারী।

আমাদের কি আগ্রহ আছে নিফাকমুক্ত উদ্যানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার? আগ্রহ আছে এসকল পাপাচারের পঙ্কিল জলাশয়ে পতিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করার? যদি আগ্রহ থাকে, তবেই তো আমরা অর্জন করতে পারব উচ্চমনোবল—জান্নাত।

পরিবর্তনের কার্যকর নীতি

> নিজেকে যে জ্বালাতে পারে, সে-ই সৃষ্টি করে আলোড়ন,
> সেই হয় গতিশীল।

দর্শন : অতএব, আগুনের প্রতি আপনার নিকটবর্তিতাই আপনাকে মূল আগুন থেকে অনেক অনেক দূরে নিয়ে যাবে। অন্তর যার দগ্ধ হবে শঙ্কাগ্নিতে, সে-ই ছড়াবে আলো; সে-ই স্থায়ী লাঞ্চনাগ্নির পোশাক পরা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। আর নিজেকে যে গতিশীল করতে পারবে না, সে তো বেছেই নিল লাঞ্ছনার জীবন, তার জীবন তো জীবিত কিছু নয়, অনুভূতিশূন্য এক মৃত আত্মার বসতবাড়ি।

এই শঙ্কাই হচ্ছে এক মহৌষধ, যা দিয়ে অলসেরা আরোগ্যলাভ করতে পারে এবং দুর্বলেরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। যেমন ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহু *তিব্বুর-রুহানি* নামক গ্রন্থে বলেন—

> ভয় এমন এক চাবুক, যা দিয়ে অলসদের তাড়িয়ে নেওয়া যায়।[৪১]

---

[৪১] আত-তিব্বুর রুহানি :৪৯; ইবনুল জাওজি, মাকতাবাতুস সাকাফাতিত দ্বীনিয়া, কায়রো

তৃতীয় পদক্ষেপ

প্রতিদানে নিশ্চিত বিশ্বাস

জান্নাতের মূল্যমান-সম্পন্ন আমল

হে বিনামূল্যে সর্বস্ব বিক্রেতা শূন্যহস্ত লোক, একটু শোনেন আপনার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন; তিনি বলেছেন—

> কোনো ব্যক্তি যদি জন্ম থেকে নিয়ে বয়োঃবৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সিজদায় লুটিয়ে থাকে তবুও তা কিয়ামতের দিন নিতান্তই তুচ্ছ হিসেবে পরিগণিত হবে।[৪২]

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি দীর্ঘ সিজদায় পার করে দেওয়াটাও এমন মূল্যবান কোনো আমল নয়—যা জান্নাতের বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা, জীবন তো এক নির্ধারিত সময়ের নাম। আর জীবনে আপনার আমলও সীমিত; অথচ এর প্রতিদান সীমাহীন। যে প্রতিদান দেখে নি কোনো চক্ষু। তাঁর বর্ণনা শোনে নি কোনো কান। এমনকি তা মানুষের উন্নত মস্তিস্কের কল্পনাতেও ভেসে ওঠে নি কখনো।

---

[৪২] হাদিসের মান : সহিহ লিগাইরিহি, উতবাহ ইবনু আব্দুল্লাহ রা. এর সূত্রে তাবরানীতে বর্ণিত; সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩৫৯৬

“

পরিশেষে যখন আমরা সেই প্রতিদান দেখব
নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করব সেই সৌন্দর্য
তখন স্পষ্ট বুঝতে পারব যে, এর বিপরীতে
আমি ছিলাম নিতান্তই খেলতামাশায় মত্ত।

”

একটু ভাবেন

- অলসতায় নিমজ্জিত প্রিয় ভাই আমার, দিন এভাবে কাটতে থাকলে আপনার সামনে জান্নাতের সুঘ্রাণও যদি ছড়িয়ে পড়ে, তবুও আপনি সেই ঘ্রাণ অনুভব করতে পারবেন না।

- জান্নাতের আরাম-আয়েশ ভুলে গিয়ে, জান্নাতি হুরদের সংশ্রব-বিমুখ মিথ্যা আরামের নেশায় চুর হয়ে যদি পড়ে থাকেন এভাবে, কীভাবে তবে জান্নাতের অধিবাসী হবেন আপনি? অলসতায় নিমজ্জিত লোকেরা কী করে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে, বলেন! কোনো পণ্যের মূল্য পরিশোধ ব্যতীত কীভাবে তা অধিকারে আসে, বলেন!

- লেনদেনের নীতি-সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থা কী হতে পারে লেনদেন করতে গেলে!

- নফসের চাওয়া-পাওয়া, অন্যায়-অবাধ্যতা ও অনুভূতিহীনতার মাধ্যমে যে লোক আগুন কিনছে, আখেরে তার কী হবে তার দশা!

- ❂ যার প্রাপ্তির ঝুলিতে নিঃস্বতা ছাড়া আর কিছুই নেই, কিয়ামতের দিন কী করুণ অবস্থাই না হবে তার!
- ❂ ভেবেছেন, যার জন্য আল্লাহ তাআলা আট জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন, সেই ভাগ্যবান যদি আপনি না হতে পারেন, কী হবে তখন?
- ❂ যে দরজা আপনি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছেন, কী মনে করেন—তা কি এমনিতেই খুলে যাবে আপনার জন্য?
- ❂ আপনি যদি নিজেই জান্নাতের প্রতি আগ্রহী না হন, কী মনে হয়, জান্নাত কি নিজেই আপনাকে স্বাগত জানাবে?
- ❂ আপনি যদি জান্নাতবিমুখ হন, তবে জান্নাত কি নিজেই আপনার কাছে চলে আসবে?

অটল বিশ্বাস

প্রতিদান-প্রাপ্তির বিশ্বাস মানুষকে তার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করে এবং রক্ষা করে অলসতার নগ্ন হামলা থেকে। একইভাবে ইবাদতের প্রতিদানলাভের বিশ্বাস ইবাদাতে অবহেলা করা থেকে বাধা দেয়। হাদিসের বর্ণনা দেখেন—

> 'তাহজিরে'[৪৩] সালাতে যাওয়ায় কী পরিমাণ সাওয়াব, তা যদি লোকেরা জানত, 'তাহজিরে' তবে দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত।[৪৪]

---

[৪৩] দুপুরের প্রখর রোদের সময়

[৪৪] হাদিসের হাদিসের মান : সহিহ, আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বুখারি ও মুসলিম রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন; *সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব* : ২৩১

'তাহজির' মানে প্রখর রোদে চলা। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সালাতের জন্য চলে যাওয়া-ও এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত। তাহজিরের কারণ হলো, বান্দা যেন সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকার সওয়াবটুকুও লাভ করতে পারে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতিদানপ্রাপ্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ব্যক্তিকে অলসতা বর্জনে সাহায্য করে। নিজের কাজের তাকে উৎসাহী করে তোলে।

অপরিণামদর্শী

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলা আসে তখন, অর্পিত কাজের প্রতিদান সম্পর্কে যখন তার জানা থাকে না। এজন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর ও এশার সালাতে বিলম্বকারীদের ব্যাপারে বলেন—

> এই দুই সালাতে যে পরিমাণ সাওয়াব আছে—তা যদি লোকেরা জানত, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সালাতে আসত।[৪৫]

অর্থাৎ, যদি তারা এই দুই সালাতের সওয়াব সম্পর্কে জানত তাহলে তারা সালাতে অনুপস্থিত থাকত না। যদিও তারা প্রচণ্ড অসুস্থতার দরুণ বিছানায় কাতরায় বা ভালোভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু মরণাপন্ন অবস্থায় বলেছেন—

> একটি কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দিয়ো—
>
> > ফজর ও এশা—এই দুই সালাত জামাতে পড়ার ব্যাপারে যত্নবান হও। তোমরা যদি এই দুই সালাতের সওয়াব সম্পর্কে জানতে তবে তোমরা বাহু ও হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও চলে আসতে।[৪৬]

---

[৪৫] হাদিসের মান : সহিহ, আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে ইবনু মাজাহ, ৭৯৭

[৪৬] আল-ইস্তিজকার : ১/৩৭৯, ইবনু আব্দির বার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

মুনাফিকরাও জানে। তবে তা কেবল তাদের মস্তিষ্ক পর্যন্তই আটকে থাকে। তাদের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে না। অর্থাৎ, তারা মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করে না। তাই অবহেলা করে। কথা তো সত্য বলে; কিন্তু কাজে-কর্মে মিথ্যাচারের ভেতরে মিথ্যাচার করে বেড়ায়।

খামখেয়ালিপনা

যাকে উপদেশ দেওয়া হলে বলে আমি এসব জানি; অথচ কাজ করে এমন ব্যক্তির মতো—যে কিছু বোঝেও না, জানেও না; তার ধ্বংস অনিবার্য! আপনি সেই ব্যক্তির মতো, যার ব্যাপারে বলা হয়েছে—

আমি তাকে বললাম 'জায়েদ', আর সে শুনল 'খালেদ';
লিখল 'উমর' আর পড়ল 'বকর'!

প্রেরণাদায়ক 'সম্ভাবনা'

নবীজি কাছে

➢ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আমার সবচে কাছের হবে সে ব্যক্তি, যে আমার ওপর সবচে বেশি দরুদ পড়বে।[৪৭]

এই সওয়াবের কথা শোনার পরও কীভাবে একজন বান্দা নবীজির ওপর দরুদ পড়তে অলসতা করতে পারে? এরপরও কি কেউ সকাল-সন্ধ্যা নবীজির ওপর দুরুর পড়তে অলসতা করবে![৪৮]

---

[৪৭] হাদিসের মান : সহিহ, তিরমিযী: ৪৮৪, যয়ীফুল জামে : ১৮২১, সহিহ লিগাইরিহী-সহিহুত তারগিব : ১৬৬৮।

[৪৮] হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকালে দশ বার এবং সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর দুরূদ পড়বে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে।—আবু দারদা রা. এর সূত্রে তবরানীড়সহিহুল জামে : ৬৩৫৭

দায়ির সফলতা

➤ তিনি আরও বলেন—

> আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকে হিদায়াত লাভ তোমার জন্য লাল উট লাভ করার চেয়েও বেশি কল্যাণকর।[৪৯]

এই সওয়াবের কথা শোনার পরেও কীভাবে একজন বান্দা আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে অলসতা করতে পারে?

➤ এরপরও কি কেউ আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজে সময় ও সম্পদ ব্যয় করতে অলসতা করবে?

➤ স্ত্রীর বারণ বা পরিবারের বাঁধায় কান দিয়ে রাখবে? ক্লান্তির সামনে দমে যাবে কিংবা হেরে যাবে দুর্বলতার কাছে?

➤ বাণিজ্যের লাভ কি তাকে উদাসীন নর-নারীদের সুপথ দেখানোর প্রয়োজনীয়তা ভুলিয়ে দেবে?

রবের নিরাপত্তা

➤ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

> যে ব্যক্তি ফজরের সালাত পড়বে সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে।[৫০]

এই সওয়াবের কথা শোনার পরও কীভাবে একজন বান্দা ফজরের সালাত পড়তে অলসতা করতে পারে? যার পর তার সারাটা দিন স্রষ্টা কর্তৃক নিযুক্ত পাহারায় নিশ্চিন্তমনে কেটে যাবে।

---

[৪৯] হাদিসের মান : সহিহ, সাহল ইবনু সা'দ রা. এর সূত্রে আবু দাউদ রহঃসহিহুল জামে : ১৫১১

[৫০] হাদিসের মান : সহিহ, আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে তিরমিজি রহঃসহিহুল জামে : ৬৩৩৮

শেষ প্রহরের প্রহরীরা

➤ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন—

> যারা অন্ধকারে মসজিদের দিকে হেঁটে যায়, তাদের সুসংবাদ দাও কিয়ামতদিবসে পূর্ণ জ্যোতির।[৫১]

এই সুসংবাদ শোনার পরও একজন বান্দা কীভাবে গা ডুবিয়ে রাখতে পারে বিছানার ভেতরে? বান্দা দিনের পর দিন অন্ধকারে মসজিদের দিকে হাঁটার বদৌলতে জমা করে যাবে প্রভুর প্রশস্ত আলোকজ্যোতি। যে সঞ্চয় নিয়ে বান্দা হাশরের ময়দানে সকল মানুষের মাঝে গর্ব করবে। আর তারা তার চারপাশে হাজার বছরের অন্ধকারে ডুবে থাকবে!

গোপনে সালাত

➤ তিনি আরও বলেন—

> যেখানে কেউ দেখে না এমন জায়গায় কোনো বান্দার নফল সালাত আদায়, প্রকাশ্য স্থানে সালাত আদায়ের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি সওয়াবের।[৫২]

এমন বহুগুণ সওয়াবের কথা শুনেও কীভাবে একজন বান্দা বাড়িতে নফল সালাত পড়তে অলসতা করতে পারে?

বিশ্বাস কষ্টকর কাজে উৎসাহী করে তোলে

এজন্যই ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[৫১] হাদিসের হাদিসের মান : সহিহ, বুরাইদা রা.-এর সূত্রে আবু দাউদ ও তিরিমিজি, আনাস ও সাহল ইবনু সাদ রা.-এর সূত্রে ইবনু মাজাহ ও হাকিমড়সহিহুল জামে : ২৮২৩

[৫২] হাদিসের হাদিসের মান : সহিহ, সুহাইব আর-রুমি থেকে আবু ইয়ালা, সহিহুল জামে : ৩৮২১, এজন্য রবী ইবনু খাইসামকে একবার ছাড়া আর কখনোই মসজিদে নফল পড়তে দেখা যায়নি আমের ইবনু আবদে কায়েসকে কখনোই মসজিদে নফল পড়তে দেখা যায়নি তারা বাড়িতে পড়তেন সকলের চোখের আড়ালে থেকে

> যে আমলের সওয়াব সম্পর্কে অজ্ঞ, তার ওপরে সেই আমল সবসময়ই ভারী মনে হয়।[৫৩]

কেউ কেউ এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি তার সঠিক ধারণার মাধ্যমে বুঝতে পারে, কী হতে যাচ্ছে?

অলসতার বিপরীত হচ্ছে কর্মোদ্যমতা। আর প্রত্যেক উচ্চমনোবলের অধিকারী কর্মঠ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে সওয়াবে বিশ্বাসী ও প্রতিদানে নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> যে সওয়াব নিয়ে দম্ভ করে তার আমল হালকা হয়ে যায়।[৫৪]

প্রিয় ভাই,

পরিশ্রম কখনো আলস্যময় পথের সম্ভাবনা রাখে না।

সে-ই ফায়সালা করুক!! এই দুর্বলতা এবং পরিশ্রম ও উদ্যমতা হুরের মোহর হতে পারে!!

হে বিভ্রান্ত! গৃহীত (মকবুল) আমল কোথায়!

কোনো খাঁটি আমল নেই। কোনো মুত্তাকি কলব নেই!!

বরং ধোঁকায় থেকেই প্রফুল্ল, খেলতামাশাতেই মত্ত।

সুতরাং, এমতাবস্থায় আপনার জান্নাত লাভ হতে পারে কেবল অলৌকিকতার মাধ্যমেই।

---

[৫৩] আল-জামে লি তাফসীরিল ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি : ২/১৫৮, দারুল আসিমা, আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস-সাউদিয়্যাহ।
[৫৪] যাম্মুল হাওয়া : ৫৯, ইবনুল জাওজি

আপনার জন্য দুর্ভোগ!

আনুগত্যের ব্যাপারে আপনার অলসতা পাপের ক্ষেত্রে অলসতার সমান নয়।

জান্নাতের ব্যাপারে উদাসীনতা আপনাকে বিনাশের দিকে ঠেলে দেবে।

এ ধরনের আমলে কেউ-ই খুশি হতে পারে না। তবে কীভাবে এমন আমলে অদ্বিতীয় সেই সত্ত্বা খুশি হয়ে যাবেন!!

নববী আদেশ কার্যকর হবেই

ভেবে দেখেন তো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের কাউকে সরাসরি সম্বোধন করে বলেন—

> এই শোনে, তোমার এই কাজটি এইভাবে করো, ওইটা ওইভাবে করো।

তাহলে আমাদের কেউ সেই কাজ বাস্তবায়নে গড়িমশি করার দুঃসাহস দেখাব? তো এই জায়গা থেকেই প্রশ্ন হলো—

⇒ নবীজি আমাদের সরাসরি বলা আর তার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি পাঠানোর মাঝে পার্থক্যটা কী?

⇒ তাঁর নিজ মুখের আদেশ আর লিখিত কিতাব আকারে আসা নির্দেশ—যা শেষে গিয়ে একই বিষয়; দুটোর মাঝে কী ব্যবধান?

⇒ আপনারা কি এমন কোনো ব্যাবসায়ী দেখেছেন, যে লাভবান হতে হতে ক্লান্ত হয়ে যায়?

⇒ অথবা মূলপুজির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি লাভ হবে—এমন কোনো চুক্তির মাঝপথে গিয়ে ঘুমিয়ে যায়?

⇒ তাদের কাউকে কি এমন কথা বলতে শুনেছেন যে, আমি এত সম্পদ ও এত এত লাভে বিরক্ত?

⇒ তবে কী হলো আপনাদের? পরকাল উপার্জনে অলসতা করছেন যে? পরকালের সওয়াব লাভে বিমুখ হয়ে আছেন যে!

এভাবে দুর্বলতা আপনাদের মনে স্থায়ী আসন গেড়ে নেবে, অলসতা হয়ে যাবে আপনার একান্ত অতিথি। যে কদিন পরপরই আসবে আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য।

জান্নাত তরবারির ছায়াতলে

আমল যত কঠিন হবে, সওয়াব ততই বেশি হবে। আর জিহাদের চেয়ে কঠিন কোনো আমল নেই। জিহাদ হলো, জান-মাল খরচ করা, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করা। এজন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মহাপুরস্কার রণাঙ্গণে নির্ধারণ করে বলেছেন—

জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে।[৫৫]

আমাদের কেউ যখন শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে তখন আমরা যেন জেনে নিই, তার রক্তকে যদি কথা বলার অনুমতি দেওয়া হতো, তবে সে চিৎকার করে বলত—

> আমার জন্য ব্যথিত হয়ো না; বরং তোমরা নিজেদের জন্য আফসোস করো যে, তোমরা আমার মতো আশ্রয়স্থলের সন্ধান এখনো পেলে না।

---

[৫৫] হাদিসের মান : সহিহ, আবু মূসা আশয়ারী রা. এর সূত্রে বুখারি,মুসলিম ও হাকিমড়াহিহুল জামে : ৩১১৭

> আমার জন্য শোকাহত হয়ে অশ্রু ঝরাতে যেয়ো না; বরং আমার কাছে যা আছে সে জন্য আনন্দের অশ্রু ঝরাও।

একে আপনার যাত্রার শেষ গন্তব্য অথবা উপন্যাসের সমাপ্তি মনে করবেন না। বরং, আল্লাহর শপথ, এ হচ্ছে যাত্রার প্রথম গন্তব্য এবং উপন্যাসের সূচনা পৃষ্ঠা। এক নতুন গল্পের শুরু। যে গল্পের নাম, জান্নাত। যার চেয়ে নেই চমৎকার কোনো কিছু।

শাস্তির ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস

আখিরাতের বিশ্বাসের প্রথম অংশ জান্নাতের; দ্বিতীয় অংশ হলো—শরয়ি আদেশ অমান্যকারীর জন্য শাস্তির বিশ্বাস। আর পরকালীন শাস্তির এই বিশ্বাস সকল অপরাধের মূল উস্কানিদাতা 'অলসতা'র সমাপ্তি টেনে দেয়। এক্ষেত্রে ফজরের সালাতের চেয়ে স্পষ্ট কোনো উদাহরণ নেই। কারণ, ফজরের সালাতে অনেকেই অবহেলা করে। তারা যদি ফজরের সালাতের পুরস্কার এবং তা ত্যাগ করার শাস্তি সম্পর্কে জানত, তাহলে পরকালের শাস্তি থেকে জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াত। পরকালের শাস্তি পরে, আগে জামাআত ত্যাগকারীর ব্যাপারে কী বলেছেন নবীজি সা., জেনে নেন, কেমন সতর্কবার্তা আছে এ ব্যাপারে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> আমার ইচ্ছে করে, সালাতে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়ে অন্য কাউকে সালাতের ইমামতি করতে বলি। এরপর সাথে কিছু লাকড়ি বহনকারী মানুষ নিয়ে সালাতে অনুপস্থিত লোকদের কাছে গিয়ে, তাদের বাড়িসহ তাদের পুড়িয়ে দিই।[৫৬]

এই শাস্তি পৃথিবীর সবার জন্য হতে পারত। যেমন শাদ্দাদ ইবনু আউস রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

---

[৫৬] হাদসিরে মান : সহিহ, আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বুখারি মুসলিম, মুখতাসারু ইরওয়াইল গলিল : ৪৮৬

> যে ব্যক্তি কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুক যাদের উসিলায় তিনি পৃথিবীর সবার শাস্তিকে উঠিয়ে নেবেন, তবে সে যেন এশা ও ফজরের সালাত জামাতে পড়ার প্রতি যত্নশীল হয়।[৫৭]

এ-তো গেল অনেক ইবাদতের একটিতে অলসতা করার কথা। তাহলে ভেবে দেখেন, অন্যান্য ফরজ বিধানগুলোতেও কী ভয়াবহ অলসতা থাকতে পারে? বিশেষত যদি তা হয় বান্দার সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়!

চুরির যত সাজাই হোক, যত লাঞ্চনা ও লজ্জারই হোক, তা কখনো 'হদ[৫৮]' প্রয়োগ এবং হাত কাটার শাস্তির সমান হতে পারে?

শোনেন,

আবু মাসউদ বাদরি রাজিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

আমি আমার এক গোলামকে চাবুক দিয়ে মারছিলাম। পেছন থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'আবু মাসউদ, জেনে রেখো'। বেপরোয়া রাগের কারণে কথাটা ঠিকমতো আমার কানে এলো না। কিছুই বুঝতে পারলাম না তখন। একটু পর যখন তিনি আমার কাছে এলেন, দেখলাম তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বলছেন—

> আবু মাসউদ, মনে রেখো, তুমি তোমার গোলামের ওপর যতটা ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ তোমার ওপর এর চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতাবান।

একথা শুনে বললাম—

> আমি আর কখনো কোনো গোলামের গায়ে হাত তুলব না।

---

[৫৭] আল-ইসতিজকার : ২/১৪৪

[৫৮] শরয়ি দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তিপ্রয়োগকে হদ বলা হয়।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—আমি বললাম, ইয়া রাসুলালাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে আজাদ। একথা শুনে নবীজি বললেন—তুমি এমনটা না করলে তোমাকে আগুন স্পর্শ করত।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

- মাত্র একটা অপরাধই অপরাধীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর কারণ বনে যেতে পারে। সুতরাং, আজকের পর থেকে কোনো পাপকেই ছোট করে দেখা যাবে না। কোনো অপরাধকেই তুচ্ছ মনে করা যাবে না।
- তাওবা একটি আমল, নিছক কথা নয়। কেননা, পাপ কোনো কথা ছিল না; বরং তাও ছিল আমল। তাই অনুরুপ একটি আমলই তা মুছতে পারে।
- দ্রুততম তাওবাহ কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশি আশা করা যায়। তাওবায় বিলম্ব করা কবুলকে দূরবর্তী করে দেয়। কেননা, সময়ের সাথে সাথে মানুষ তার পাপ ভুলে যায়। তখন আর তাওবা করা হয়ে ওঠে না। তাছাড়া শয়তান বান্দার উদাসীনতার সুযোগকেই কাজে লাগায়। তাই তাকে অন্য আরেকটি পাপে দ্রুত লিপ্ত করে দেয়, যা পূর্বের চেয়ে আরও বেশি মারাত্মক। ফলে তার অন্তরের পাপব্যাধি আরও বেড়ে যায়।
- আর পাপ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তাওবা করে নেওয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কাউকে সাপ দংশন করলে তৎক্ষণাৎ তা আটকে ফেলা, এরপর চিকিৎসক কালক্ষেপণ না করে বিষ বের ফেলার মতো। অন্যথায় দংশনকৃত ব্যক্তিকে মরতে হতো এবং পরিজনদের তাকে নিয়ে কবরে যেতে হতো।

- সবচে স্পষ্ট শিক্ষা হলো, শাস্তিতে বিশ্বাস দ্রুত তাওবায় উৎসাহী করতে কার্যকরী এক নীতি; যা তাওবায় অলসতা থেকে বিরত রাখে। বিশেষত সতর্কবার্তা যখন সবচে সত্যবাদী জবান থেকে বের হয় তখন সে শাস্তি যেন নিজের চোখেই দেখতে পায়।

আপনারা কি আবু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে এ কথা কল্পনা করতে পারেন যে, তিনি এরপর আর কখনো গোলামের গায়ে হাত তুলেছেন! অথবা জুলুমের দুঃসাহস দেখিয়েছেন! সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী নবীজির কাছ থেকে সতর্কবার্তা শোনার পরেও কি তিনি এমনটি করতে পারেন?
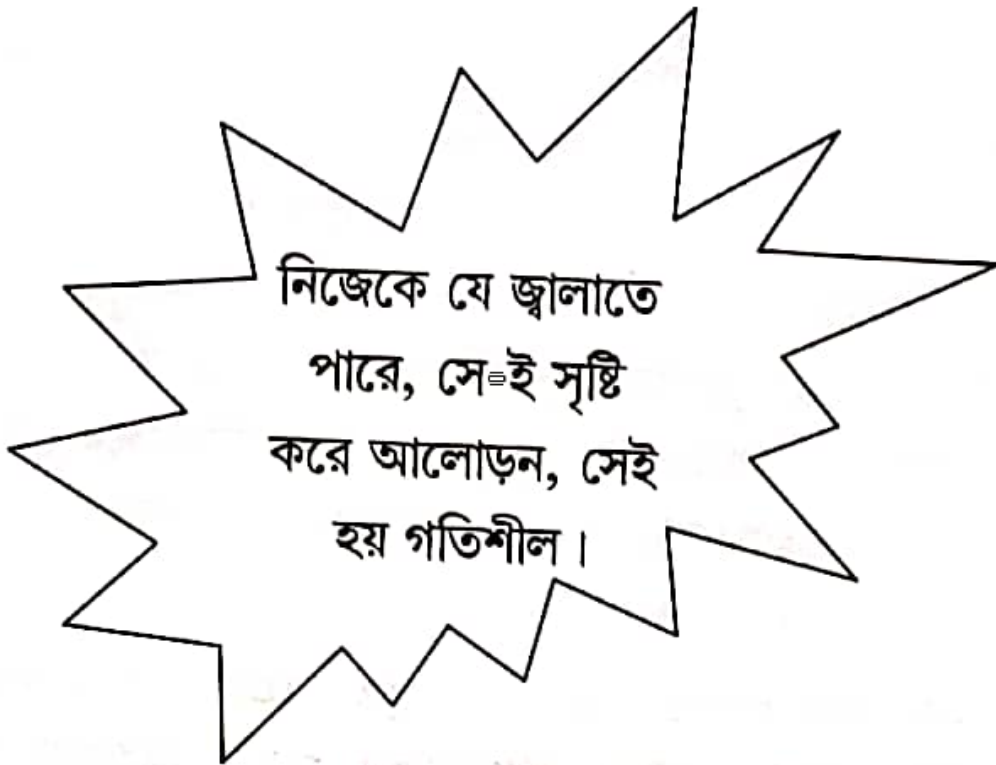
চতুর্থ পদক্ষেপ

অবিচল লক্ষ্য

লক্ষ্য স্থির করা

যে কোনো কাজে লক্ষ্য নির্ধারণ করাটাই পথের দূরত্ব অনেকাংশ কমিয়ে দেয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য লালন করা মনের সুপ্ত প্রেরণাশক্তিকে আরও জাগিয়ে তোলে। বিশেষত, লক্ষ্য যদি হয় গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মিলিত। যেমন—

> আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এই ব্যাপারে খুব আকাঙ্ক্ষী ছিলেন—তিনি এমন কোনো বড়ো লক্ষ্য স্থির করবেন, যাতে আমেরিকান জনগণ অনুপ্রাণিত হবে এবং সবজায়গা থেকে মানুষ সে লক্ষ্যপূরণে আকৃষ্ট হয়ে জমায়েত হবে। সেই লক্ষ্যে তিনি ১৯৬০ সালে ঘোষণা করেন—
>
> > আমি বিশ্বাস করি, এই জাতি কোনো মানুষকে চাঁদে নামানো ও নিরাপদে পৃথিবীতে নিয়ে আসার লক্ষ্য বাস্তবায়নকে নিজেদের ওপর অপরিহার্য করে নেবে।
>
> গোটা জাতি এই মিশনকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। প্রত্যেকেই তা বাস্তবায়নে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে। শুধু মহাকাশ-বিজ্ঞানীরাই নয়, বরং রাষ্ট্রের সকল সেক্টরের বিজ্ঞানীরাই এতে অংশ নেয়। এ সময় এক সাংবাদিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা পরিদর্শনের জন্য যায়। দেখতে পান, বিজ্ঞানী

ও প্রকৌশলীরা খুব দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে তাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করে একজন পরিচ্ছন্নকর্মী। সাংবাদিক গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে কী করছ? তখন সেই পরিচ্ছিন্নকর্মী মাথা উঁচু করে সরাসরি সাংবাদিকের চোখের দিকে তাকিয়ে জাবাব দেয়, আমি মহাশূন্যে প্রথম মানুষ প্রেরণে সহযোগিতা করছি।

১৯৬৩ সালে জন এফ কেনেডি মারা গেলেও তার স্বপ্ন তার সাথে মাটির নীচে দাফন হয়ে যায় নি। আমেরিকার সকল জনগোষ্ঠি তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে একজোট হয়ে ১৯৬৯ সালে তা বাস্তবায়ন করে ফেলে; যাতে একজন পরিচ্ছন্নকর্মীও শরিক ছিল।

দলের ছোট থেকে ছোট সদস্যও লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জেনেছে। এটা বুঝতে পেরেছে—'কী' এবং 'কীভাবে'র সম্পর্কে জানার চেয়ে 'কেন' সম্পর্কে জানা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে এবং নিজেদের কল্পনার সাথে আলিঙ্গান করতে পেরেছে।

লক্ষ্য সম্পর্কে জানা প্রাণশক্তিকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। যা মন থেকে অলসতা দূর করে দেয় এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নে অন্তরে উৎসাহের শলতে প্রজ্বলিত করে।

আমরাই অগ্রগামী

আমি কেন দূরবর্তী পাশ্চাত্যের উপমা টানতে যাব? অথচ আমার সামনেই তো সমৃদ্ধ প্রাচ্যের দারুণ সব দৃষ্টান্ত আছে। বলি তবে—

পারস্য বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর এক সাদাসিধে সাধারণ সৈনিকের কথা। তার সারল্য ও দারিদ্র এতই প্রকট ছিল যে, তার তরবারিটা পর্যন্ত একটি পুরাতন কাপড়ে মোড়ানো ছিল!!

হ্যাঁ। সেই সাধারণ সৈনিক রাবই ইবনু আমের সামনে এগিয়ে গিয়ে বসলেন পারসিক সেনাপতি রুস্তমের সম্মুখে। রুস্তম তার সাথে আলাপ শুরু করল :

- আপনাদের এনেছে কে এখানে?

- আল্লাহ আমাদের এনেছেন। আমাদের মাধ্যমে তিনি যাকে চান তাকে বান্দার গোলামি থেকে মুক্ত করেন। আল্লাহর নিজের গোলামির দিকে নিয়ে যান। অন্যান্য মতাদর্শের অত্যাচার থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে যেতে। সুতরাং যে তা গ্রহণ করে নেবে, আমরাও তাঁকে গ্রহণ করে নেব। আর যে অস্বীকার করবে, আমরা তার সাথে লড়ব, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর ওয়াদা পর্যন্ত পৌঁছুই।

- আল্লাহর ওয়াদা কী?

- অবিশ্বাসীর সাথে যুদ্ধ করে যে মারা যাবে তার জন্য জান্নাত আর যে বেঁচে যাবে তার জন্য বিজয়।

- আপনারা কি এমন স্থির লক্ষ্য আর কোথাও দেখেছেন? অথবা প্রতিদানের ব্যাপারে এই বিশ্বাসের মতো দৃঢ় বিশ্বাস দেখেছেন কারও?

- আমরা তো এমন জাতি, যারা পরাজয় কী—তা জানি না; আমরা দু দলে বিভক্ত এক সফল জাতি। একদল জান্নাত লাভে সফল, একদল ময়দানে সফল।

লক্ষ্য সম্পর্কে একজন সাধারণ সৈন্যের জ্ঞান যদি এই পর্যায়ের হতে পারে তবে সেই দলের বাকিদের, তদুপরি নেতার অবস্থা কী হতে পারে?

এমনই ছিল দলের প্রতিটি সৈন্যের অবস্থা। এই ছিল তাদের লক্ষ্য, তাদের স্বপ্ন পূরণের গন্তব্য। যে লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিজন সদস্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন। এমনকি একজন মুসলিম বন্দী, যার নাম আমরা ইতিহাসের পাতায়

খুঁজে পাই নি, তাকে রুস্তমের সামনে আনা হলে তিনি মূল দীপাধার থেকে যে বাক্যমালা উচ্চারিত হয়েছিল, সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন। তাকে রুস্তম প্রশ্ন করলে তিনি মূল লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন।

রুস্তম জিজ্ঞাসা করল—

- কেন এসেছেন আপনারা? আর কী চান?
- আমরা আপনাদের ও আপনাদের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বে আল্লাহর ওয়াদা খুঁজতে এসেছি; যদি আপনারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তবে।
- এর আগেই যদি আপনাদের মৃত্যু এসে যায়?
- আমাদের কেউ মারা গেলে জান্নাতে যাবে। বেঁচে থাকলে আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় ওয়াদামাফিক পুরস্কার দেবেন। এটিই আমাদের নিশ্চিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস।
- তবে তো আমরা তোমাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবো!
- আপনাদের কৃতকর্মই আপনাদের ক্ষতি ডেকে আনবে। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আপনাদের অনুগত করে নেবেন। আপনার আশেপাশে যাদের দেখছেন, তাদের পেয়ে ধোঁকায় পড়ে থাকবেন না। আপনি মানুষদের জমা করতে পারেন না। তা জমা করে আপনার ভাগ্য এবং খোদার ফায়সালা।

অতঃপর রুস্তম সেই মুসলিম বন্দির গর্দান ছিন্ন করে দেয়।[৫৯]

---

[৫৯] তারিখুত তাবারি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫০৮

সুউচ্চ লক্ষ্য

একক ও চূড়ান্ত লক্ষ্যই পারে সব রকমের অলসতা দূর করতে এবং সকল কষ্ট তাড়াতে। আর সহজবশ্য লক্ষ্য কখনো সুপ্ত প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে জানে না, অলসতায় ফেলে দেয় এবং হীনম্মন্যতায় ভোগায়।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করতে শুনলেন, সে নিজের জন্য এই দুআ করছে, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করেন। তখন নবীজি তাকে বললেন—

> তবে তো তোমার রক্ত ঝরাতে হবে এবং তোমার দ্রুতগামী ঘোড়াকে মৃত্যুর জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

এটিই কার্যকরী নীতি।

যে ব্যক্তি ওপারে গিয়ে জান্নাতের সুউচ্চ অবস্থান কামনা করে, তাকে তো এপারে সর্বোচ্চ শ্রম দিতেই হবে। পরিশ্রম অনুপাতেই আরাম মিলবে। পরিশোধিত মূল্যের বিবেচনায়ই অবস্থানের উচ্চতা বাড়বে। উচ্চ অবস্থান প্রত্যাশাকারী ব্যক্তির উচ্চমূল্যের শ্রম দেওয়ার বিকল্প নেই।

তাহলে কি বোঝা গেল, সর্বোচ্চ ত্যাগই হচ্ছে সুউচ্চ মর্যাদার বিনিময়। অন্য কিছু নয়। আর ভীরু মানসিকতা শৈথিল্য ও আশায় ডুবে থাকারই প্রেরণা যোগায়।

> সে গৌরব অর্জন করতে চায়, অথচ তার তলোয়ার কোষবন্ধ রাখে;
> সে উঁচু মর্যাদা লাভ করতে চায়, অথচ থাকে ঘুমিয়ে।

সুতরাং, নিজের জন্য কোন পথ দরকার, বেছে নেন নিজের পছন্দমতোই; যা আপনি লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন; আপনাকে যা অমর করে রাখবে, হাজার বছর পরও যা আপনাকে স্মরণ করাবে, উন্নীত রাখবে।

আসমানি লক্ষ্য এবং শয়তানি লক্ষ্য

আপনার জীবনে যদি কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য না থাকে, তাহলে এর অর্থ যেন আপনার জীবনের লাগাম আপনি শয়তানের হাতে তুলে দিলেন। আর শয়তানই আপনার লক্ষ্য স্থির করে দেবে। ফলত, জানা কথা, শয়তানের লক্ষ্য আপনাকে জাহান্নামের পথ দেখাবে এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত করবে।

আপনার চিরন্তন শত্রু শয়তানের উদ্দেশ্য শুধু অলসতাই না, বরং অলসতার আড়ালে স্খলন এবং পাপাচারের প্রবণতা তৈরি করাই হচ্ছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য। যতক্ষণ না আপনি আপনার মহৎ লক্ষ্য সামনে নিয়ে না এগোবেন, ততক্ষণ যেন আপনি নিজের জন্য ধ্বংসাত্মক সেই লক্ষ্য নিয়েই সন্তুষ্ট আছেন। সুতরাং, আপনার কল্যাণ আপনিই বেছে নেন।

প্রতারিত প্রজন্ম

• মুস্তফা সাদিক আর-রাফিয়ি এই প্রজন্মের বিরুদ্ধে একটি সমীক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

> সেই প্রজন্ম চলে এসেছে, যারা গর্ব করার মতো তেমন কোনো আমল খুঁজে পাবে না। ইবলিস তাদের জন্য এমন কিছু শব্দ তৈরি করে দিয়েছে যেগুলো নিয়েই তারা মত্ত হয়ে থাকে।[60]

যখন কোনো যুবককে প্রতারণার চক্রে আবর্তিত করা হয়, তখন সুন্দরী নারীর ভালোবাসাই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ কিংবা তুচ্ছ কোনো চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জনই তার অভিষ্টলক্ষ্যে পরিণত হয়। বাড়ি-গাড়ি

---

৬০ ওহিউল কলাম : ১/৮৫, মুস্তফা সাদিক আর-রাফেয়ী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

কেনাই তার জীবনসাধনা বলে বিবেচিত হয়। এমনকি চাহিদাপূরণে পরকাল বিক্রী করতে হলেও তাতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না।

লক্ষ্যপূরণে অন্তরায়

এখানে আমরা কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরব—যা অলসতা দূরীকরণ ও কর্মোদ্যমী হওয়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালনকারী লক্ষ্যগুলোর পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। অভিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছুতে নিরুৎসাহিত করে। হীনবল করে তোলে এবং দৃঢ় সংকল্পকে করে বাধাগ্রস্ত। বেশ কিছু কারণে এমনটি হয়ে থাকে।

♦ লক্ষ্য ছেড়ে মাধ্যম নিয়ে মনোযোগী হওয়া

উদাহরণস্বরূপ, এই বইটি পাঠের পেছনে আপনার কী লক্ষ্য? শুধু কি পড়তে হবে বলেই পড়া?

কোনো কোনো পাঠক বলবেন—আমার লক্ষ্য অজানাকে জানা এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটানো।

দ্বিতীয়জন বলবেন—আমার লক্ষ্য ঈমান বৃদ্ধি করা এবং আত্মিক শক্তি ও উপলব্ধিকে আরও শক্তিশালি করা।

তৃতীয়জন বলবেন—এতে যা আছে সে অনুযায়ী আমল করার জন্য।

চতুর্থজন বলবেন—অন্যকে শেখানোর জন্য।[৬১]

অধিকাংশ সময় মানুষ মাধ্যম নিয়েই ডুবে থাকে। লক্ষ্য ও গন্তব্য থাকে অজানা। ফলে তারা যা ইচ্ছা করে তা বুঝতে পারে না। যা বহন করে তা

---

[৬১] তৃতীয় ও চতুর্থ লক্ষ্য অর্থাৎ আমল করা. ও শিক্ষা দেওয়া আপনার ইলমের যাকাতসদৃশ নফল নয়, বরং ফরজ যাকাত যেমন : মুহাম্মদ ইবনু সালিম আস-সাফারিনী আল-হাম্বলী বলেন, 'জেনে রাখুন, ইলমের জাকাত প্রদানের পদ্ধতি দুটি ১-আলেম অন্যকে শিখানো এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার ইলম বাড়িয়ে দেন এবং তাকে পরিশুদ্ধ করেন ২-ইলম অনুযায়ী আমল করা কেননা ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে আমল তার জন্য ইলম তথা জ্ঞানের দরজাগুলো উন্মোচন করে দেয় এবং ধোঁয়াশা দূর করে দেয়

নিয়ে গন্তব্য পর্যন্ত যেতে পারে না। পরিশেষে ফলাফলের ঝুলিতে আসে দুর্বলতা ও অলসতা।

নিয়ত নবায়নের অনুশীলন

প্রতিটি কাজে দৈনন্দিন নিয়ত ঠিক করে নেওয়া এক কার্যকরী অনুশীলন। এতে লক্ষ্য সামনে থাকে এবং সকল কাজের ভিড়েও গন্তব্যের কথা মাথায় থাকে। শুধু লক্ষ্য সামনে রাখা এবং মনে মনে অনুভব করা কাজের প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। মর্যাদা ও প্রতিদানলাভে পরিশ্রমী ও অকর্মণ্যের মাঝে বিশাল ব্যবধান গড়ে দেয়। তাই নিয়তের তারতম্যে বান্দার প্রতিদানের সংখ্যা বেড়ে যায়।

- সালাতের লক্ষ্য হলো : অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা।
- সাদকার লক্ষ্য হলো : অন্তরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা।
- রোজার লক্ষ্য হলো : তাকওয়া অর্জন করা।

এই ইবাদতগুলো যদি তার লক্ষ্য পর্যন্তই না পৌঁছে, তবে এর মূল অর্থই হারিয়ে যাবে। সওয়াব শূন্যে উড়ে যাবে। আর সেই আমলকারী হবে এমন দুষ্ট ব্যক্তির ন্যায়, যে দিনের শুরুভাগে মুত্তাকি বন্ধুদের সাথে থেকে তাদের মতো করেই কাজ চালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টিকে ধোঁকায় ফেলে এবং তাদের অন্তর জয় করে নেয়। এরপর দিনের শেষভাগে গিয়ে সেই মুখোশ খুলে ফেলে। মত্ত হয় কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে। সুতরাং, লক্ষ্যহীন ইবাদত হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো, যে জামা গায়ে দিয়ে আবার খুলে ফেলে। সেতু পার হয়ে আবার চলে আসে। প্রকৃত মুমিন কখনো এমন শূন্য মজলিসে বসতে পছন্দ করতে পারে না, যার কোনো লক্ষ্য নেই কিংবা কোনো উপকার নেই।

♦ লক্ষ্যপানে ছুটে চলার দুর্বলতা

জাহাজ চালানোর সময় একজন নাবিক ভালোভাবেই বুঝতে পারে, শুধু লক্ষ্য স্থির করাই তার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে—জাহাজকে লক্ষ্যের পথে চালিত করা। লক্ষ্যপানে ছুটে চলা ব্যক্তিও এমনই। গন্তব্যপানে

মন্থর পথচলা সময়ের পরিক্রমায় গন্তব্যই ভুলিয়ে দেয়। পরে যখন সে কথা মনে পড়ে তখন হাতছাড়া হওয়াতে খানিকটা আক্ষেপ করে। এরপর ঘুমিয়ে পড়ে। আর এই ঘুমেই কেটে যায় সারাটা জীবন।

অনুপকারী লক্ষ্য

- এক. এমন কিছু মানুষ দেখবে—কাজে ও পেশায় খুব কর্মঠ। মনিব যা যা বলে, সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একের পর এক পালন করে যাচ্ছে; কিন্তু এই উদ্যমতা সত্ত্বেও ব্যস্ততার চাপে তার কয়েক মিনিট সময় হয় না ফরজ সালাতটা আদায় করার!!
- দুই. অন্যজন ইবাদতে খুব শ্রম ব্যয় করেন। দ্বীনি বিধানাবলী পালন করেন। নফল সালাতেও বেশ গুরুত্বারোপ করেন। তবে তিনি কাজের বেলায় ঢিলেমি করেন। পেশার ক্ষেত্রে করেন টালবাহানা। সবসময় এই অবহেলার কারণে তাকে হতে হয় তিরস্কারের শিকার।
- তিন. তৃতীয়জন লোকদের উৎসাহ প্রদান, দাওয়াত দেওয়া এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশ পরিচালনায় ব্যস্ত। অথচ তিনি নিজের সন্তানদের শিষ্টাচার ও লালনপালনে উদাসীন!
- চার. চতুর্থ ব্যক্তি জ্ঞানের জগতে অনেক এগিয়ে, জ্ঞানার্জন উপকার লাভে খুব আগ্রহী; কিন্তু তার সামাজিক সম্পর্কগুলো এসে দাঁড়িয়েছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবেশীকে দেখতে যাওয়া এবং আত্মীয়তা রক্ষার গুরুত্ব ক্রমেই তার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য অর্জনে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। আপনার ওপর আরোপিত কর্তব্যের বিবেচনায়ই আপনার উদ্যমতা ও সাহসিকতা যাচাই হবে। অন্যথায় এক ময়দানে আপনার সাফল্য অন্যান্য ময়দানে হোঁচট খাওয়ার ভূমিকা হয়ে যাবে। কখনো কখনো ময়দান অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে।

◆ লক্ষ্য পরিষ্কার না থাকা

প্রতিটি লক্ষ্যে সময় নির্ধারণ কঠিন ব্যাপার এবং এক্ষেত্রে অগ্রগতির অনুমান করা লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাকে অসম্ভব করে তোলে। লক্ষ্যের ছক আঁকা এবং তা সুনির্দিষ্টকরণে আমরা লক্ষ্য অর্জনের পথে বিরাট একটি সময় নষ্ট করে ফেলি।

এ্যথনি রোবেঞ্জ লক্ষ্য স্থিরকারী এবং লক্ষ্যহীন ব্যক্তির উপমা দিয়েছেন এমন শিশুর সাথে, যে পাজল মেলানোর খেলা খেলে। প্রথমে বড়ো ছবিটি দেখে, এরপর এক এক করে পাজল মেলাতে থাকে। সুতরাং, যার জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, সে হলো সেই শিশুর মতো, যে মূল ছবিটি না দেখেই পাজল মেলানো শুরু করে। তখন তার কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যদিও তা অসাধ্য কিছু নয়।

◆ লক্ষ্যের স্থবিরতা

লক্ষ্য যদি চলমান না হয়ে মন্থর হয়ে যায় তবে তা খুব জটিল হয়ে দাঁড়াবে এবং ভারী বোঝায় পরিণত হবে। প্রেরণা জোগানোর বদলে তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। ফলে উপহার দেয় ব্যর্থতা। তুমি লক্ষ্যপানে চলার পথে যে কোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে। হয়তো পুরোপুরি ধরে রাখবে, নয়তো একেবারে ছেড়ে দেবে। যদি লক্ষ্য চলমান থাকে; তাহলে এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দিক—দুটোই আছে। যেন তা আমাদের এভাবে নির্দেশনা দিয়ে দেয়—

> তুমি প্রতিদিন একপারা বা আধপারা কুরআন পড়বে। সপ্তাহে এক বা দু রাত কিয়ামুল লাইল করবে। প্রতি এক বা দু মাসে একটি করে বই পড়বে। এই পদ্ধতি তোমার লক্ষ্যের সকল জটিলতা ভারসাম্যপূর্ণভাবে সহজ করে তুলবে; যা হীনম্মন্যতার পরিবর্তে দৃঢ়মনোবলের অধিকারী করে তুলবে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসের আড়ালে কী আছে খেয়াল করেন—

> যে সালাতে দাঁড়িয়ে দশ আয়াত তিলাওয়াত, তার নাম উদাসীনদের তালিকা থেকে মুছে যায়। যে একশ আয়াত

তিলাওয়াত তার নাম অনুগতদের তালিকায় লেখা হয়। যে হাজার আয়াত পড়ে তাকে ভান্ডারের অধিপতিদের মাঝে গণ্য করা হয়।[৬২]

নববী তরবিয়তের চমৎকারিত্বের প্রতি লক্ষ্য করেন। নফল বিধানে সমন্বয়সাধনের ধারাবাহিকতায় মনোযোগী হন। সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবকের কাছ থেকে নেন চমৎকার প্রেরণা ও আকর্ষক দাওয়াতের শিক্ষা। সবাই তো আর সর্বোচ্চ লক্ষ্য তথা রাতের বেলা হাজার আয়াত পড়তে পারবে না। তবে এরচেয়ে ছোট লক্ষ্য তথা একশ আয়াত তো পড়া যেতেই পারে। আর এর নীচের দশ আয়াত পাঠে লক্ষ্য তো আরও সহজ। সবার সক্ষমতার বিচারে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে; বরং মানুষের হিম্মতের তারতম্য এর মাঝে পার্থক্যরেখা গড়ে দেবে।

হাদিসে সর্বনিম্ন লক্ষ্যের ব্যাপারেও উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এব্যাপারে কিছুটা জোর দেওয়া হয়েছে। যেন কেউ অলসতায় অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে। 'কিয়ামুল লাইল' (তাহাজ্জুদ বা) রাতের (অন্যান্য) ইবাদাতে যদি কারও অবহেলা পেয়ে বসে, তবে আমরা তাকে বলব, সর্বনিম্ন যতটুকু সম্ভব হয় পাঠ করেন। খামখেয়ালি করে দূরে সরে থাকবেন না। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

◆ছোট লক্ষ্য

সবসময় বড়ো লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি আপনার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না। তাছাড়া, আমাদের জীবনে সর্বোচ্চ ছাদ অনুসন্ধানে সাফল্য বলতে কেবল আমাদের মস্তিস্কে আমাদের নির্মিত এই নকল ছাদই পাওয়া যায়! আমরা যার নির্দেশনা পেয়েছি আমাদের নবীজির নসিহত থেকে—

---

[৬২] হাদিসের মান : সহিহ, ইবনু আমরের সূত্রে আবু দাউদ ও ইবনু হিব্বানে বর্ণিত; সহিহুল জামে : ৬৪৩৯

আল্লাহর কাছে চাইলে ফিরদাউস-ই চেয়ো।[৬৩]

কাফুর আল-ইখশিদি এবং তার বন্ধু দুজনই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস। তাদের দুজনকে তৎকালীন মিশরের রাজা আহমদ বিন তুলুনের বিক্রয়দলে নেওয়া হয় বাজারে বিক্রি করার জন্য। কাফুরের বন্ধুর আকাঙ্খা ছিল, তাকে একজন বাবুর্চি ক্রয় করুক। যেন সারা দিন মনের মতো করে খেয়ে দেয়ে পেট ভরা রাখতে পারে। তবে কাফুরের মনের আশা এই শহরের মালিক হবে। অতঃপর দুজনই যার যার পরিকল্পনা ও আশানুরূপ অবস্থানে পৌঁছে যায়। কাফুরের বন্ধু বিক্রীত হয় বাবুর্চির কাছে আর কাফুরকে কিনে নেয় মিশরের এক নেতা। অতঃপর সে নিজের সক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রদর্শন করে যায় অবিরাম। পরিশ্রম ও সাধনা করতে করতে সে একসময় মিশর ও শামের রাজা বনে যায়।

কাফুর একবার তার সেই বন্ধুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাকে সেই বাবুর্চির কাছে খুব করুণ অবস্থায় দেখতে পায়। এই অবস্থা দেখে সে তার সফরসঙ্গীকে বলে, ভীরুতার কারণেই আজ তার এই শোচনীয় পরিণতি। আর আমার মনোবল আমাকে নিয়ে উড়েছে। তাই আজ আমি এ অবস্থায় উন্নীত হতে পেরেছি। আমার আর তার ভেতরে যদি একই হিম্মত থাকত তবে দুজনের অবস্থা একই থাকত।

♦ লক্ষ্যহীনতা

এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দশ বছরে স্নাতক সম্পন্ন করা ছাত্রদের মধ্যে গবেষণা চালনো হয়। গবেষণার ফলাফল ছিল এমন—

- ৮৩% ছাত্রের কোনো লক্ষ্য নেই। তারা বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ করে। ভবিষ্যতের কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই।
- ১৪% ছাত্রের লক্ষ্য তো আছে, তবে তা তারা লিখে রাখে না। তারা লক্ষ্যহীনদের চেয়ে তিন গুণ বেশি অর্জন করতে পারে।

---

[৬৩] হাদিসের মান : সহিহ, ইরবাজ রা. এর সূত্রে তবরানীতে বর্ণিত; সহিহুল জামে : ৫৯২

➢ ৩ % ছাত্রের কাছে লিখিত লক্ষ্য ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার ছক আঁকা আছে। তারা লক্ষ্যহীনদের চেয়ে দশ গুণ বেশি অর্জন করতে পারে।

অলসের প্রতি

আপনার জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। তবেই আপনারা পৌঁছতে পারবেন গন্তব্যে এবং অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হবেন। আপনাদের অক্ষমতাকে ছুড়ে ফেলে দেন না ফেরার দেশে।
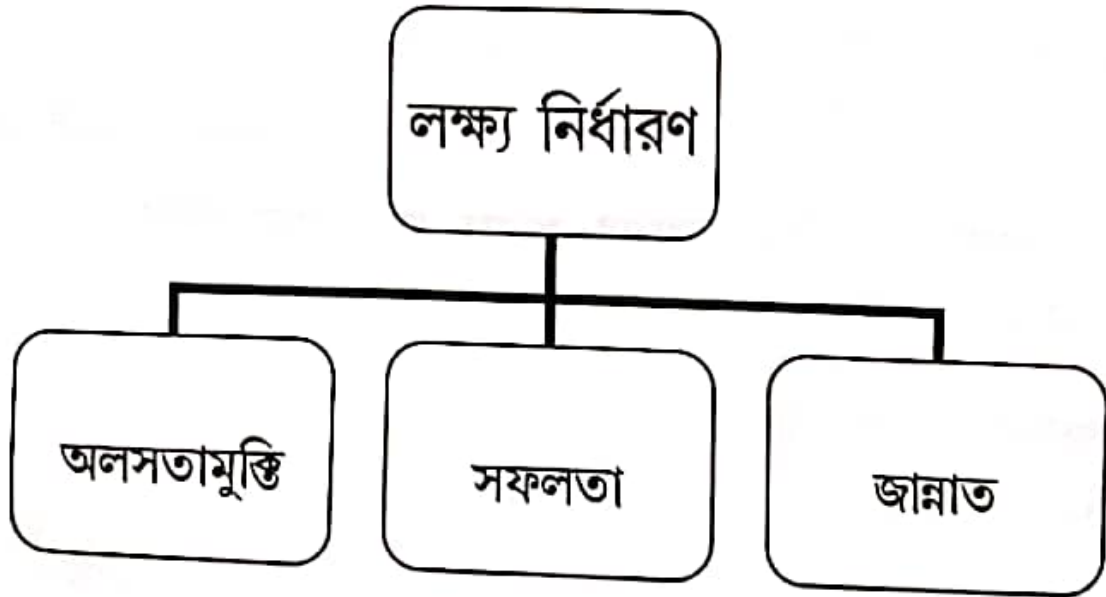
পঞ্চম পদক্ষেপ

হিসাব-নিকাশ

ছয়টি শব্দ

আপনার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ করতে হবে মাত্র ছয়টি শব্দের মাধ্যমে। সেই শব্দ ছয়টি কী? খেয়াল করেন—

> 'আগামীকে বিশুদ্ধকরণের লক্ষ্যে গতকালের হিসাব উদঘাটন।'

উদ্ধৃত বাক্যে দেখেন, মাত্র ছয়টি শব্দ আছে। এর বিস্তারিত এবং চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লামা মাওয়ারদি রাহিমাহুল্লাহু। তিনি বলেন—

> মানুষের উচিত—দিনের কাজগুলো রাতের বেলা খুঁটিয়ে দেখা। কারণ, রাতে মানুষের হৃদয় থাকে প্রশস্ত এবং চিন্তাশক্তি থাকে একতাবদ্ধ। যদি দিনের কাজগুলো হয় প্রশংসনীয়, তবে এই পথ ধরেই হবে আগামীকালের যাত্রা। আর যদি হয় নিন্দনীয়, তবে

> সম্ভব হলে তা সংশোধন করে নেবে এবং ভবিষ্যতে এই ভুল থেকে বেঁচে থাকবে।[৬৪]

নিজের মনের ক্লাস নিজেই নেওয়া এবং কৃতকর্ম নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার উৎসাহ যোগায় কুরআনে কারিমের এই আয়াত—

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ.

> তোমাদের ওপর আরোপিত বিপদগুলো তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই এসে থাকে।[৬৫]

ইমাম জাহহাক রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

আমি এমন কারও সম্পর্কে জানি না, যে কুরআন হিফজ করার পর গুনাহ করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে তা ভুলে গেছে। এরপর তিনি উল্লিখিত এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এবং বলেন—

> কুরআনে কারিম হিফজ করার পর তা আবার ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড়ো বিপদ মানুষের জীবনে আর কী হতে পারে?[৬৬]

এ কারণেই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তার *কায়িদাতুন ফিস সবর* (ধৈর্যধারণের নীতিমালা) গ্রন্থে আমাদের প্রত্যেককে উপদেশ দিয়েছেন, যেন আমরা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে নিই। আল্লাহ তাআলা মানুষের গুনাহের কারণেই তার ওপর বিপদ চাপিয়ে দেন। যেমনটি তিনি কুরআনে কারিমে ঘোষণা করেছেন।

---

[৬৪] আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দীন : ১/৩৫৬, আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাবীব আল-বাসরী আল-বাগদাদী-যিনি মাওয়ারদী নামে প্রসিদ্ধ, দারু মাকতাবাতিল হায়াত
[৬৫] সূরা শূরা : ৩০
[৬৬] তাফসীরুল কুরআনিল আজিম লি-ইবনি আবী হাতিম : ১০/৩২৭৯, মাকতাবাতু নাযযার মুস্তফা আল-বায-সৌদি আরব

বান্দা যখন এ-ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, তার ওপর যত বিপদ এসেছে এর কারণ হলো তার পাপ। তাহলে সে পাপ ছেড়ে তাওবা ও ইস্তিগফারে মনোযোগী হবে; যে পাপ তাকে বিভিন্ন বিপদাপদে আপতিত করেছিল। যার কারণে সে মানুষের কাছে নিন্দা ও তিরস্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছিল। আপনি যদি এমন কাউকে দেখতে পান যে, মানুষের কাছ থেকে সে অনেক কষ্ট পায়; কিন্তু নিজেকে নিন্দা করা ও ইস্তিগফারে মনোযোগী হয় না, তবে জেনে রাখেন, তার বিপদ প্রকৃতপক্ষেই বিপদ। যখন সে তাওবা ও ইস্তিগফার করে বলে—এসব আমার পাপের ফল, তবে তা হবে তার ক্ষেত্রে নিয়ামত।

মুক্তোতুল্য নসিহত

আলি রাজিয়াল্লাহু আনহু এই বিষয়ে একটি মুক্তোতুল্য কথা বলেছেন—

> বান্দা শুধু তার রবের কাছেই চায়। শুধু তার পাপকেই ভয় পায়।

তার আরও একটি নসিহত হলো—

> যে-কোনো বিপদই পাপের ফলে আসে। আর তা উঠিয়ে নেওয়া হয় কেবল তাওবার কল্যাণে।[৬৭]

হিসাবের হিসাব কেমন হয়

আমাদের কেউ কেউ বছরে একবার বাৎসরিক হিসাব করতে বসে। নিজের আমল ও জীবনের লক্ষ্যের কথা কেবল রমজানেই তার মনে পড়ে।

কেউ কেউ প্রতি মাসে হিসাবে বসে। যেভাবে ব্যবসায়ীরা প্রতি মাসে লাভ-ক্ষতির হিসাব কষে। মাইমুন ইবনু মিহরানের সংজ্ঞা অনুযায়ী পরহেজগার ব্যক্তি হবেন তিনি, যার ব্যাপারে তিনি বলেন—

---

[৬৭] কায়িদাতুন ফিস-সবর : ৯৪,৯৫, তকিউদ্দীন আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়াহ আল-হাম্বলী , আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া-মাদীনা মুনাওয়ারা.

> কোনো মানুষ ততক্ষণ দ্বীনদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে ব্যবসায়ী অংশিদারদের পারস্পরিক হিসাব মেলানোর চেয়েও কঠোরভাবে নিজের হিসাব না মেলাবে।

তৃতীয়জন প্রতিদিন নিজের হিসাব মেলায়। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> সূর্য অস্ত যাওয়ার পর গত হয়ে যাওয়া দিনের জন্য আমি যেমন অনুতপ্ত হই, এমনটি অন্য কোনো কারণে হই না। কারণ, সেই দিনটি আমার জীবন থেকে কমে গেল, কিন্তু আমার আমলনামায় যোগ হলো না বাড়তি কোনো আমল।[৬৮]

কেননা, গতকাল ও আজ দুই ভাই। তাদের একজন আপনার কাছে অতিথি হয়ে এসেছে; কিন্তু আপনি তাকে স্বাগত জানাতে ত্রুটি করেছেন। তাকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি। তাই সে আপনাকে নিন্দা জানাতে জানাতে বিদায় নিয়েছে। এরপর আপনার বাড়ির মেহমান হয়েছে তার ভাই। সে আপনাকে বলছে, আমার ভাইয়ের সাথে করা দুর্ব্যবহারের দাগ মুছে ফেলেন এবং আমার সাথে ভালো আচরণ করেন। আর যদি তা না করেন, তবে আগামীকাল আপনার বিরুদ্ধে দুজন অভিযোগকারী দাঁড়াবে। তারা দুজনেই মহান প্রভুর সামনে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক অগ্রগামী। তারা প্রতিদিনই নিজেদের নিয়ে বসে এবং বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। এবার বলেন, আপনি কোন প্রকারের?

প্রিয় ভাই, হিসাব নিকাশ লক্ষ্যপানে ছুটে চলার নানান রঙের একটি। যখনই আপনার নিজের আদালতে আপনার দ্রুত বিচার হবে তখনই সংশোধন হবে

---

[৬৮] মিফতাহুল আফকার লিত-তাআহহুবি লি দারিল করার : ২২১, আব্দুল আজীজ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল মুহসিন আস-সালমান।

অধিকতর সহজ, শয়তান দমন হবে আশাব্যাঞ্জক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি হবে নিকটবর্তী। কেননা, মানুষ নিজেকে হিসাবের মুখোমুখি করলে এক-দুই দিনের অলসতা সংশোধিত হয়ে যায়। তবে এক-দুই মাসের অলসতার চিকিৎসা তুলনামূলক কঠিন এবং পিছু নেওয়া অলসতা থেকে মুক্তি লাভ ও স্তূপীকৃত কাজগুলো থেকে বেরিয়ে আসা আরও কঠিন। এজন্যই দায়িত্ব পালনে তৎপর, দৃঢ়সংকল্পকারী ও অলসতার প্রতি কঠোর ব্যক্তিরাই নিজেদের অধিক পরিমাণে আপন আদলতে দাঁড় করায়। অলসতার শিকার প্রত্যেক ভাইকে লক্ষ্য করে বলছি—

- আপন হিসাবনিকাশের দরজা খুলে দেন।
- মন খেয়ানত করলে বা উদাসীন হলে মনের ওপর লাগাম দেন।
- বিলম্ব হওয়াতে ক্ষত যেন বড়ো না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সচেতন হন। অন্যথায় আপনার সংশোধন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বিফল হবে সব প্রচেষ্টা। হতাশা আপনাকে ঘিরে ধরবে। অলসতা আপনার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেবে।

মনের ওপর লাগাম

আবু মুসলিম আল-খাওলানী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> সেই মনের ব্যাপারে আপনাদের কী মন্তব্য, যাকে আমি সম্মান দিলে কাল আল্লাহ তাআলার কাছে আমাকে দোষারোপ করবে। আর এখন আমি তার ওপর রাগান্বিত হলে, তাকে কষ্ট দিলে এবং কাজে লাগিয়ে রাখলে কাল আমার ওপরে সে সন্তুষ্ট থাকবে?

লোকেরা বলল—

আবু মুসলিম, কে সে?

তিনি বললেন—

আল্লাহর কসম, সে তো আমার নিজেরই আত্মা।[69]

সাধ্যের দিনগুলোতে আপনাদের মনের ওপর কঠোরতা করেন। মনের ওপর লাগামকে শক্ত করেন। তবেই আপনার এসব কাজ মহাসমাবেশের দিন আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। আপনার সাফল্যই আপনার অগ্রগামীতার সাক্ষী হবে। আপনার আচার-আচরণ, সংশ্রব ও চরিত্রের ব্যাপারে আপনি নিজেই হিসাব করতে পারবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মুকাফফির কথাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ি, তার উপদেশটি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি; প্রত্যেক বুদ্ধিমানকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন—

> বুদ্ধিমানের জন্য করণীয় হলো, ধর্ম, চরিত্র ও আদব—সবক্ষেত্রেই সমানভাবে মনকে হিসাবের দাড়িপাল্লায় দাঁড় করানো। অতঃপর এগুলোকে হৃদয়ে সংরক্ষণ করে রাখা অথবা লিখে রাখা। এরপর সেগুলোকে বেশি বেশি মনের সামনে নিয়ে আসা। সংশোধনের চেষ্টা চালানো। এরপর এক-দুই-তিন করে দিন-সপ্তাহ-মাস ভুলগুলো সংশোধনে ব্রতী হওয়া। একটা ভুল সংশোধন হলে সেটিকে মুছে দেওয়া। মুছে ফেলা জায়গায় চোখ পড়লে মনে খুশি লাগবে। রয়ে যাওয়া ভুলগুলোতে নজর গেলে মন বিষণ্ণ হবে।[৭০]

হিসাব-নিকাশের ফল

কার্যকরী হিসাবনিকাশ অবশ্যই চারটি ফলাফলের যেকোনো একটি ফল বয়ে আনবেই—

---

[৬৯] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/১২৪

[৭০] আল-আদাবুস সগীর ওয়াল আদাবুল কাবির : ২০, আব্দুল্লাহ ইবনু মুকাফফা, দারু সাদের, বৈরুত
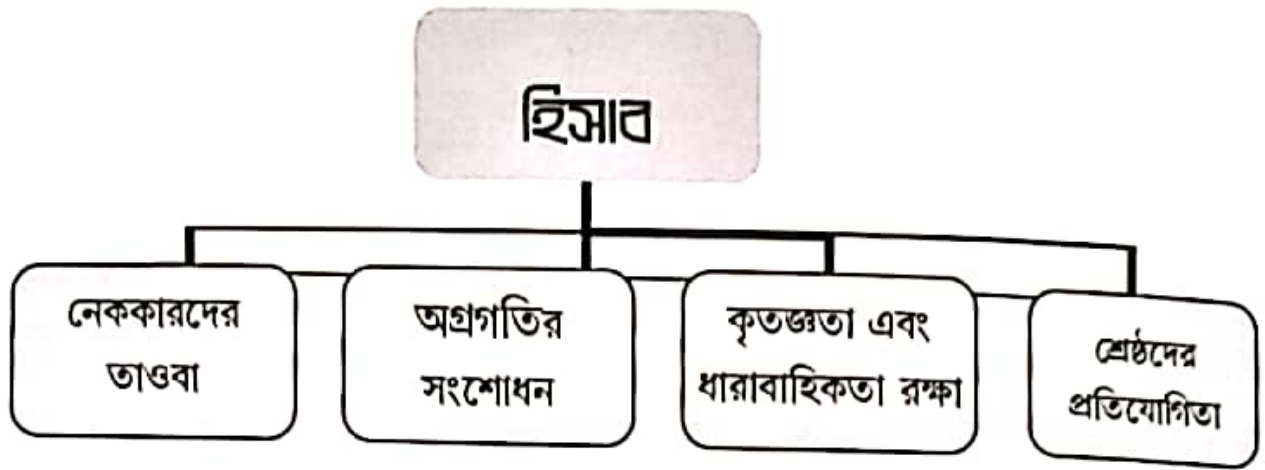
◆এক. নেককারদের তাওবা

সংশোধনী-ব্যবস্থার এই উদ্যোগের মাধ্যমে বান্দা তার ভুল সংশোধন করতে পারবে এবং অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তর করতে পারবে। মুহাম্মাদ জামালুদ্দিন আল-কাসেমি ইবাদাতের হিসাব গ্রহণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াশাবিহীন একটি পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

> হিসাবের অর্থ হলো, মূল পুঁজির দিকে তাকানো, সাথে লাভ-লোকসানের দিকেও। যেন কম বেশি যা হলো সব স্পষ্ট হয়। অনুরূপ দ্বীনের ক্ষেত্রে বান্দার মূল পুঁজি হলো ফরজ বিধানসমূহ। লাভ হলো নফল ও ফাজায়েল। লোকসান হলো পাপকাজ। এই ব্যবসার মৌসুম হলো পুরো দিনের বেলা জুড়ে। প্রথমে ফরজ নিয়ে হিসাব করতে হবে। যথাযথভাবে তা আদায় করতে পারলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। তা একেবারেই ছুটে গেলে কাজা করার মাধ্যমে মালিকের দরবারে তা পূরণের আবেদন জানাতে হবে। ফরজ আদায়ে ত্রুটি হয়ে থাকলে নফলের মাধ্যমে ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করতে হবে। যদি কোনো পাপ হয়ে যায় তাহলে মনকে শাস্তি ও নিন্দা করায় মনোযোগী হতে হবে।

যেন লোকসান হয়ে যাওয়া অংশটুকু পূরণ করা যায়। যেমনটি একজন ব্যবসায়ী অংশিদারের সাথে করে থাকে।[৭১]

পাপ বান্দার মনোবলে গিয়ে আঘাত হানে এবং সংকল্পকে বশে নিয়ে নেয়। আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا.

দুদল মুখোমুখি হওয়ার দিনে তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে শয়তানই তাদেরকে হোঁচট খাইয়েছে।[৭২]

এজন্য হিসাবগ্রহণকারী প্রতি রাতে নিজেকে প্রশ্ন করবে—

- আমি কি আজ চোখের পর্দা খুলে দিয়েছি?
- কোনো ফরজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি?
- মিথ্যা বলেছি?
- কোনো মুসলমানকে লাঞ্ছিত করেছি?
- আমি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মাঝে তাঁর মর্যাদা সংরক্ষণ করতে পেরেছি, কোনো মুসলমানের ওপর কথায় অথবা কাজের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন না করে।
- অসৎ কাজ দেখে চুপ থেকেছি?

---

[৭১] মাওয়িজাতুল মুমিনীন মিন ইহইয়ায়ি উলূমিদ দীন : ১/৩০৮, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ.

[৭২] সূরা আলে ইমরান : ১৫৫

☞ ভালোকাজে অবহেলা করেছি?

যদি কোনো একটিতেও ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তাৎক্ষণিক তাওবা করে ফেলতে হবে। ত্রুটি না পেলে আনুগত্যের তাওফিক পাওয়ায় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে।

তাওবা হিসাব-নিকাশের ফলাফলের বাইরের নয়। সুতরাং, পাপকাজ হলো ক্ষতিকর এবং ঈমানের ভান্ডারের বাইরের বিষয়। আর তাওবা হলো এই ক্ষতির বিনিময় এবং ক্ষতিকে নির্ভেজাল স্বচ্ছ লাভে পরিণত করার মাধ্যম। তবে হিসাব গ্রহণের বৈঠকে বসা ছাড়া এই লাভ লোকসান প্রকাশ পাবে না।

হে উদাসীন

যারা মনের তত্ত্বাবধান করে না এবং হিসাবনিকাশ নেয় না, তাদের কাছে জমা হয়ে যাবে পাপের পাহাড়, যা মৃত্যুক্ষণ আসার আগেই তাদের অন্তরকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলবে। আর এভাবেই তাদের মৃত্যু হবে।

পাপ হলো অন্তরের বেড়ি, যা অন্তরকে কল্যাণের কাজে ধাবিত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে পাপকাজ অলসতার বিশাল বাহিনীর এক শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ সৈনিকে পরিণত হয়। এজন্যই মনোবলকে চাঙ্গা করার জন্য তাওবা হচ্ছে একটি মোক্ষম ঔষধ। দুর্বলতা ও হীনবলতার বন্দিত্ব থেকে বের হয়ে আসার সহজতম উপায়।

অলসতায় নিমজ্জিত প্রিয় ভাই, দৃঢ় সংকল্পকে সঙ্গে করে ময়দানে নেমে আসেন। ঈমানের শত্রুরা আপনার হৃদয়রাজ্যে যুদ্ধের ঢংকা বাজিয়ে ফেলেছে।

পরাজিত মানসের হিসাব

সায়িদ ইবনু মানসুর রাহিমাহুল্লাহ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন—

> একরাতে আবু উবাইদা মসজিদে থুথু ফেলেন; কিন্তু ভুলক্রমে তা মাটিতে মিশিয়ে না দিয়েই বাড়ি চলে আসেন। রাতে তার অস্বস্তি হতে থাকে। অবশেষে আগুনের মশাল নিয়ে মসজিদে যান এবং তা খুঁজে বের করে ধুলোয় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। এরপর বলেন—সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমার জন্য রাতের ভুল লেখেন নি।[৭৩]

তার এ কথা বলার কারণ হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> মসজিদে থুথু ফেলা পাপ। আর এর প্রায়শ্চিত্ত হলো তা ঢেকে দেওয়া।[৭৪]

এ ছিল আবু উবাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিশ্বাস এবং নিজের পরকালীন হিসাবের প্রস্তুতি। লক্ষ্য করেন, ঘুমানোর আগেই কতটা শক্তভাবে নিজের হিসাব করেছেন তিনি। সামান্য থুথু ফেলাকেও তুচ্ছ করে দেখেন নি। নিজের আমলনামা থেকে তা মুছে ফেলার পরেই বিশ্রাম করেছেন। এরপর প্রশংসার মাধ্যমে এর কৃতিত্ব নিজের সাথে না মিলিয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

আল্লাহর কসম! এমনই ছিল আমাদের বড়দের হিম্মত। বড়ো মনের অধিকারীদের আলামত। তারা কোনো পাপকেই ছোট করে দেখতেন না। কোনো ভালো কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। শয়তানের জন্য প্ররোচনার কোনো সুযোগই তারা রাখতেন না; বরং তাৎক্ষণিক তাওবা ও পাপমোচনের মাধ্যমে ইবলিসের আনন্দ ধুলিস্যাৎ করে দিতেন।

কবি কতইনা চমৎকার করে বলেছেন—

---

[৭৩] ফাতহুল বারী : ১/৫১২, ইবনু হাজর আসকালানী, দারুল মারিফা।
[৭৪] হাদিসের মান : সহিহ, আনাস রা. এর সূত্রে আবু দাউদ; সহিহুল জামে : ৩০১৬

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো অণু পরিমাণ ভুলকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে না
যদিও সে ভুলে থাকে অপারগতা প্রকাশের সুযোগ,
ছোটদের বড়ো গুনাহও হয়ে থাকে ছোট
আর বড়দের ছোট গুনাহও হয়ে যায় বড়ো।

কাগজের কালো অংশগুলো

নেককাজের আলো দিয়ে মুছে দেন।

কালোর গল্প

বান্দা পাপ করলে অন্তরে কালো এক দাগ পড়ে। তাওবা ও ইস্তিগফার করে নিলে ভালো। নয়তো পাপগুলো স্তূপীকৃত হয় এবং দোষত্রুটিগুলো জমে যায়। ফলে অন্তর একটি কালো ও বিদঘুটে অন্ধকার ঘরে পরিণত হয়; যাতে কল্যাণের ছিটেফোঁটাও থাকে না।

অন্তর থেকে সেই কালো রঙ চেহারায় চলে আসে। ফলে চেহারার নুর চলে যায় এবং উজ্জ্বলতা দূরীভূত হয়ে যায়; যা ঈমানি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কারও কাছেই গোপন থাকে না। আর কালো হৃদয় ও কালো চেহারার অধিকারী তারাই, যারা কিয়ামতের মাঠে কালো পৃষ্ঠার খোলা আমলনামার মাধ্যমে চিহ্নিত হবে। তার নেককাজ আছে ঠিকই, তবে সেগুলোকে তার পাপদরিয়ায় ডুবিয়ে দিয়েছে এবং উদাসীনতার ধারাবাহিকতার ভারে তা মুছে ফেলেছে। ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে—দুনিয়ায় তার চলার পথ আঁধারে ছেয়ে গেছে। তাই সে জান্নাতের পথ ছেড়ে জাহান্নামের পথে চলা শুরু করেছে। কুরআনে কারিমের বর্ণনা—

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

> আল্লাহ যার জন্য নূর নির্ধারণ করেননি তার কোনো নূর নেই।[৭৫]

অন্ধকার যখন তার গোটা দুনিয়াকেই ঢেকে নিয়েছে তখন পরকালে তার কাছে আলো আসবে কোত্থেকে? আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, পরকালে তার কী হাল হবে!

সে কিয়ামতের দিন কুচকুচে কালো চেহারা নিয়ে হাজির হবে। ভয়ে আচ্ছাদিত কালো রঙ তার চেহারাকে লেপটে রাখবে। অন্ধকার তাকে করে রাখবে

---

[75] সূরা নূর : ৪০
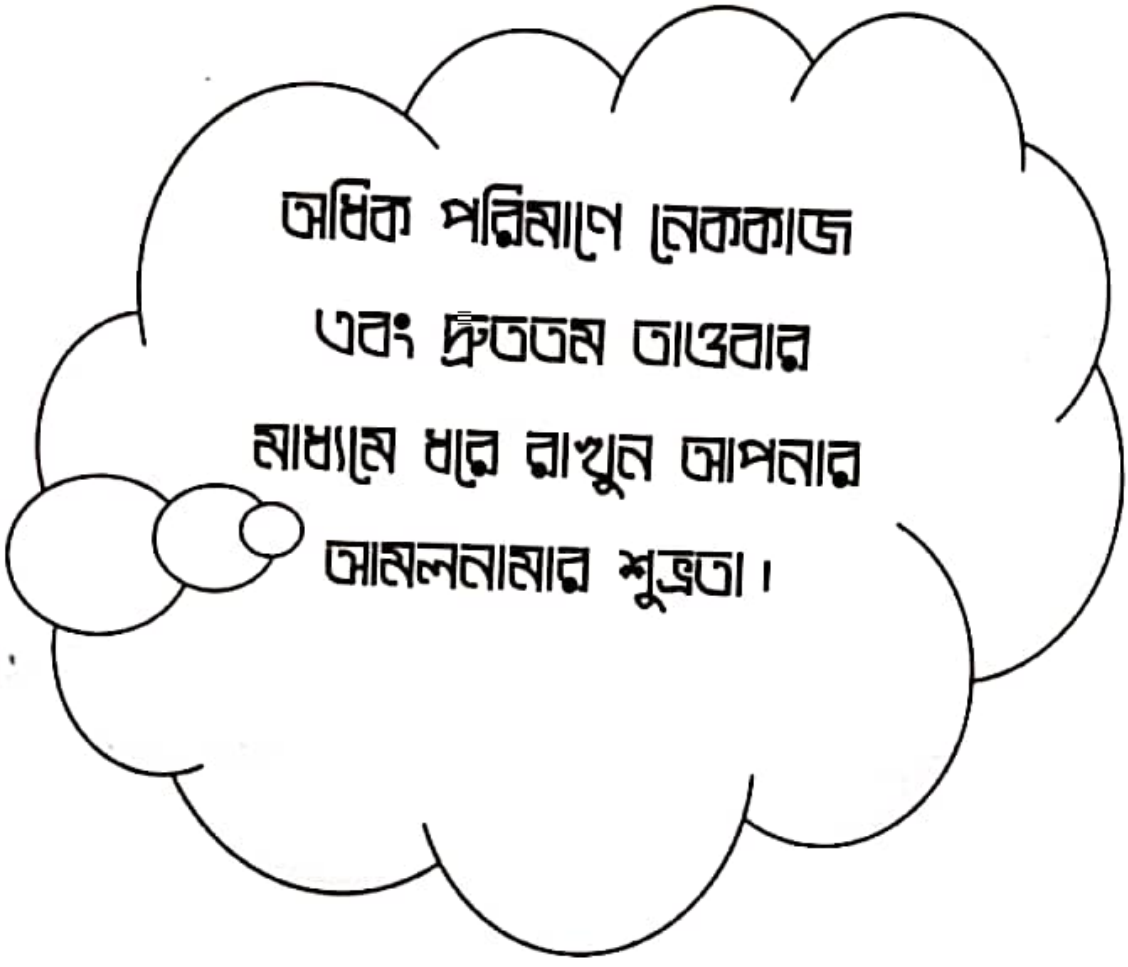
আতঙ্কিত। আল্লাহ যতক্ষণ চান, ততক্ষণ সে এভাবেই থাকবে। অতঃপর তার মতো অন্যান্য পাপাচারীদের সাথে শিকলে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেও কঠোরতর শাস্তির সাথে ঘোর অন্ধকার তাকে ঘিরে রাখবে।

আপনার প্রতি প্রত্যাশা

আপনি আপনার কালো অধ্যায়ে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। একেবারে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি। হতে পারে এর মাধ্যমেই আপনি কালোকে পুরোপুরি অপছন্দ করতে শুরু করবেন। ফলে এ থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে বেড়াবেন এবং এর নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এই দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ নেককাজের আলোয় আলোকিত হতে এবং ইস্তিগফার করে পাপগুলো মুছে নিতে আপনাকে প্রবল আগ্রহী করে তুলবে। ফলশ্রুতিতে আপনার আমলনামা হয়ে যাবে শুভ্র এবং আপনার মর্যাদা উঁচু হবে। কিয়ামতের দিন সেই কালো রঙের কোনো চিহ্ন আপনি খুঁজে পাবেন না এবং এর জন্য আপনাকে কখনো অপমানিতও হতে হবে না।

হ্যাঁ, আজ আপনার কাছে আছে অবারিত সুযোগ। যেন আপনি আপনার আমলনামাকে আগত পৃষ্ঠার মতো ধবধবে সাদা করে তুলতে পারেন।

অধিক পরিমাণে নেককাজ
এবং দ্রুততম তাওবার
মাধ্যমে ধরে রাখুন আপনার
আমলনামার শুভ্রতা।

সাদার গল্প

আপনার আমলনামার শুভ্রতা আপনার জন্য সুখকর হোক!

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আপনার দিন শুরু হয়েছে ফজর সালাতের আলো দিয়ে। সমাপ্তি ঘটেছে আপনার জিকরের আলোতে। আপনি এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত হন নি, এই সূচনা এবং সমাপ্তির মধ্যবর্তী সময়ে সারা দিনে নেককারদের সান্নিধ্যগ্রহণ এবং শেষরাতের ইস্তিগফারে অনর্গল ঝরে পড়া অশ্রুবিন্দুর মাধ্যমে আপনি জ্বালিয়েছেন অনেক আলোক মশাল।

আপনার আমলনামা শুভ্র হয়েছে। এর উজ্জলতা প্রতিফলিত হয়েছে আপনার চেহারায়। ফলে আপনার চেহারা জ্যোতি, সৌন্দর্য ও উজ্জলতায় পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করে উঠেছে। আপনার এই রহস্য প্রকাশিত হয়েছে এই কথার মাধ্যমে—

> তারা দয়াময়ের সাথে রাতের বেলায় নির্জনে বসে। তিনি তাদেরকে পরিয়ে দেন নুরের পোশাক।

আপনার আমলনামা শুভ্র হয়েছে। এখন আপনি যে পথেই যাবেন, যে ঘরেই প্রবেশ করবেন; উজ্জলতা আপনাকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। জান্নাত পর্যন্ত আপনার পথ আলোকিত করে দেবে। আপনার প্রভু আপনাকে দান করবেন সরল-সঠিক পথের দিশা।

আপনার আমলনামা শুভ্র হয়েছে। ফলে তা এমন এক নুরের শক্তিতে পরিণত হয়েছে—যা মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াবে। তারা এর কল্যাণে সুপথ খুঁজে পাবে এবং এর অনুসরণ করবে। এই নুরই তাদেরকে জান্নাতের পথে আসতে আগ্রহী করে তুলবে। এটাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুআর অর্থ।

আমার জন্য একটি নুর তৈরি করে দেন। আমাকেই নুর বানিয়ে দেন।

আপনার আমলনামা শুভ্র হয়েছে। এর আলো এতই বিস্তৃত যে, তা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। কিয়ামতের দিনেও আপনি এই ছায়া দেখতে পাবেন। তখন আপনি এই আলোকে পর্বতসদৃশ অথবা আপনার ডানপাশে খেজুরগাছ হিসেবে আবিষ্কার করবেন। এই আলো আপনার আগে আগে চলবে। আপনার চারপাশের রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে নেবে। এ যে গর্বের ওপরে গর্ব। এমন এক মর্যাদা, অন্য কোনো মর্যাদা যার আশেপাশেও ঘেঁষতে পারে না।

আনুগত্যের আলো এবং আমলের জ্যোতিতে আপনার কালো রঙ দূরীভূত হওয়া এবং পাপসমূহ মুছে যাওয়া সুখকর হোক!

নেককাজ কতই না মধুর! যার ধারাবাহিকতা চলমান থাকে এবং আলো অবশিষ্ট রয়েই যায়।

বান্দা তা খরচ করে এরপর এর কথা প্রায় ভুলেই যায়। যেন তা তার জন্য পুঁজি হয়ে থাকে। যা কবর থেকে বালাখানায় রওয়ানা হওয়ার দিনে তার আলো হবে।

এ-তো কেবল আপনার সজাগদৃষ্টি এবং নিজের হিসাব নেওয়ারই ফল।

হিসাব-নিকাশের ফল-১

অগ্রগতির সংশোধন

হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে অতীতকে আমরা ভবিষ্যতের কাছে পরাভূত করব। আমাদের জমে থাকা অভিজ্ঞতাগুলো রাখব দাড়িপাল্লায়, যাতে লাভের পাল্লা হয় ভারী এবং ক্ষতির পাল্লা হয় হালকা। গন্তব্যে পৌঁছার এই প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; যা ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। একই

ফাঁদে দুবার পা দেওয়া তৃতীয়বারে কঠিন সতর্কতা ও অপরিহার্য সচেতনতার সৃষ্টি করে। এর ধরন নিম্নরূপ—

➢ আপনার ঈমানি লক্ষ্য

আপনার অতীতের খুঁটিনাটি নিয়ে তালাশ করেন। লক্ষ্য করেন, কোন দরজা দিয়ে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটে? কীসের মাধ্যমে সে আপনাকে প্রবঞ্চিত করে? কীভাবে মিশে যায় আপনার সাথে? যাতে করে একই পথে আপনাকে দ্বিতীয়বার যেতে না হয়। নিশ্চয়ই এই উত্তম ভূমিকা আপনাকে উত্তম ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে। আর বের হবার পথের পরিবর্তনই প্রবেশপথ পরিবর্তনকে আবশ্যক করে। নয়তো পাপের দরুন আপনার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মতো, যাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার দ্বীন পালনের কী অবস্থা? জবাবে সে ঠাট্টা করে বলে, আমি তাকে পাপের মাধ্যমে ছিড়ে ফেলেছি এবং ইস্তিগফারের মাধ্যমে জোড়া লাগিয়েছি।

➢ আপনার জীবন লক্ষ্য

লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ কখনো কখনো ঠিক হয় না। বয়ে আনে না কাঙ্খিত ফলাফল। তাই আপনার গৃহীত পদক্ষেপের দিকে পুনরায় দৃষ্টি ফেরান। লক্ষ্যপানে পৌঁছে দেওয়ার পদক্ষেপগুলো স্থির করেন।

হিসাব-নিকাশের ফল-২

অলসতার উৎস

ভবিষ্যত অগ্রযাত্রাকে বিশুদ্ধ করতে অলসতার উৎস ও কারণ সম্পর্কে জানা থাকা আবশ্যক। যথা—

• অপচয়

অলসতার একটি উৎস হলো মুবাহ[৭৬] কাজে ডুবে থাকা। তৃপ্তিদায়ক খাবার মাত্রাতিরিক্ত আহার করা মুবাহর অন্তর্ভুক্ত। আর এই মাত্রাতিরিক্ত আহার ঘুমের বার্তাবাহক এবং অলসতার মিত্র। আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামি বলেন—

> অলসতা হচ্ছে তৃপ্তি ভরে আহারের উত্তরাধীকারী।[৭৭]

অলসতার কাদামাটি গায়ে মেখে কীভাবে ইলমের সম্মান লাভ করা যায়! এজন্যই সিহনুন বলেছেন—

> যে পেটপুরে আহার করে সে কখনো ইলম অর্জন করতে পারে না।[৭৮]

• ক্লান্তি

ক্লান্তি অলসতার সর্বপ্রথম রাস্তা। আনুগত্যের কাজ করে গেলে বিভিন্নভাবে আপনার ক্লান্তি দূর হবে। যখনই আপনার আনুগত্যের মাত্রা বেড়ে যাবে তখনই ক্লান্তি দৌড়ে পালাবে এবং অলসতা দূরে সরে যাবে। একই ইবাদতে একঘেয়েমি মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ক্লান্তি যদি আপনাকে ঘায়েল করতে চায় তবে অন্য ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ইবাদতে সর্বদা লেগে থাকেন। নৈকট্য ও নেককাজের রঙেরই জীবন কাটিয়ে দেন।

বান্দার উচিত অলসতা আগমনের গন্ধ পেলেই তার সবচে প্রিয় আমলের শরণাপন্ন হয়ে যায়। যে ইবাদত সে বেশি বেশি করে এবং যাতে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আসে। যেন এর মাধ্যমে দুর্বলতার হামলাকে প্রতিহত করা যায়।

---

[৭৬] মুবাহ : যা হারাম নয়, তবে করাও কোনো সওয়াবের কাজ না চাইলে করার অনুমতি আছে তবে তা তাকওয়া পরিপন্থী

[৭৭] উয়ুবুন নাফস : ১৪, আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, মাকতাবাতুস সাহাবা।

[৭৮] কিমাতুজ জমানি ইনদাল উলামা : ১১০

ক্লান্তিকে জেঁকে বসার সুযোগ করে দেওয়া যাবে না এবং শয়তানকে আশকারা দেওয়া চলবে না।

● বাড়াবাড়ি

যে বেশি কঠোরতা করে, তার ওপর কঠোরতা চাপিয়ে দেওয়া হয়। যে নিজের ওপর অসাধ্য বোঝা চাপিয়ে নেয় সে ভেঙে পড়ে এবং মাঝপথেই আটকে যাওয়াকে আবশ্যক করে নেয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—

- আব্দুল্লাহ, আমি খবর পেলাম, তুমি দিনে রোজা রাখো আর রাতে সালাতেই দাঁড়িয়ে থাকো?
- ইয়া রাসুলাল্লাহ, ঠিকই শুনেছেন।
- এমন করো না। রোজা রেখো, আবার ভেঙেও ফেলো। সালাত আদায় করো, তবে কিছু সময় ঘুমিয়েও নিয়ো। কেননা, তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে। তোমার দুই চোখের হক আছে। তোমার স্ত্রীর হক আছে। তোমার শক্তিরও তোমার ওপরে হক আছে। প্রতি মাসে তিনটি রোজাই তোমার জন্য যথেষ্ঠ। কেননা, তুমি প্রত্যেক রোজায় দশগুণ পাবে। এতে করে সারা বছর রোজা রাখার সওয়াবই পেয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু নিজ থেকে বলেন—

- আমি আরও চাপাচাপি করলাম। ফলে আমার উপরেও চাপিয়ে দেওয়া হলো। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আরও রোজা রাখতে সক্ষম।

তিনি বললেন—

- তাহলে দাউদ আলাইহিস সালামের মতো রোজা রাখো। এরচেয়ে বেশি করতে যেয়ো না।[৭৯]

আমি জিজ্ঞেস করলাম—

- দাউদ আলাইহিস সালাম এর রোজা কেমন?

- বছরের অর্ধেক।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বৃদ্ধ হওয়ার পর আফসোস করে বলতেন—হায়! আমি যদি নবীজির দেওয়া ছাড় গ্রহণ করে নিতাম!

এ ছিল রোজার ক্ষেত্রে নিজের ওপর বাড়াবাড়ি করার অবস্থা। আর রাতের সালাতের ক্ষেত্রেও 'বাড়াবাড়ি' করা ছাড়াছাড়িতে বাধ্য করে। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন—

> আব্দুল্লাহ, সেই ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে একসময় রাতে খুব সালাত আদায় করত, এরপর তাকে সেই সালাত পুরোপুরি ছাড়তে হয়েছে।[৮০]

হিসাব-নিকাশের ফল-৩

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা

• কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ধারাবাহিকতা রক্ষা

হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে মানুষ আপন সক্ষমতার মূল রহস্য জানতে পারে। ফলে দ্বিতীয়বার নিজের সফল অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কাজকে আরও

---

[৭৯] হাদিসের মান : সহিহ; ইবনু আমর রা. থেকে বুখারি, মুসলিম, নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে; সহিহুল জামে : ৭৯৪২

[৮০] হাদিসের মান : সহিহ, ইবনু আমর রা. থেকে বুখারি, মুসলিম, আহমদ, নাসায়িতে বর্ণিত; সহিহুল জামে : ৭৯৪৫।

সামনে এগিয়ে নিতে পারে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং সঠিক পদক্ষেপের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। আর এর আগে-পরে পুরোটা সময়ই থাকে আল্লাহর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি সুধারণা। এতে সে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে এবং বিস্ময়কর প্রাণশক্তি অনুভব করে। যা আরও অধিকতর উদ্যমতায় রূপ নিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পূর্ববর্তী সকল সাফল্যের রেকর্ড ভেঙে নতুন কিছু হবে; তবে এবার তা হবে আরও প্রতিক্রিয়াশীল, আরও অধিক সংখ্যায়।

এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশগ্রহণ

অনেকেই শরীরের চামড়া রিপ্লেস ও সুন্দর করে; নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার সকল মাধ্যম অবলম্বন করে। তবে খুব কমসংখ্যক লোকই নিজের সাফল্য আলোকিত করতে পারে। অতঃপর নিজের এই শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে নিজেকেই পুরস্কৃত করে; এতে করে তার উদ্দীপনা আরও গতিশীল হয় এবং মনোবল বহুগুণে বেড়ে যায়।

সফল অভিজ্ঞতার কিছু দৃষ্টান্ত

♣ আপনার কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, আপনার উৎসাহ তীব্র থেকে তীব্রতর হবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সান্নিধ্য গ্রহণের মাধ্যমে। যখন আপনি এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন তখন ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। তাদের হাওদার পেছনে আপনার আসনটিও বেঁধে নেন। তারা আপনাকে তাড়িয়ে দিলেও চলে যাবেন না। তারা আপনাকে গুরুত্ব না দিলেও আপনি তাদের গুরুত্ব দেন।

♣ কখনো কখনো মানুষ নিজের হিসাব সেরে এই ফলাফল নিয়ে ফিরে যে, সে ফজরের সালাতে যত্নশীল, কিয়ামুল লাইল আদায় করে দীর্ঘ সময় নিয়ে। আরও অন্যান্য ইবাদতের হিসাবও লাভ করে। অধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে খুঁজে পায় যে, প্রতি রাতে নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতে সে খুব যত্নশীল। এমতাবস্থায়

তার করণীয় হলো, এই কাজগুলোতে তাকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে এবং কখনো যেন বিরতি না এসে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

♣ মানুষ মাঝে মাঝে মনে খুব প্রফুল্ল অনুভব করে; কিন্তু এর বাহ্যিক কোনো কারণ বুঝে আসে না। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সে তার আমলের খাতায় অন্যের কষ্ট ও বিপদ দূর করা এবং অন্যের প্রয়োজনপূরণে সহযোগিতা করার আমল খুঁজে পায়। দেখতে পায় যে, তার দয়াময় প্রভুও তার সাথে তেমনই আচরণ করেছেন। তাকে ঠিক তার কাজের মতোই পুরস্কার দিয়েছেন। অতএব, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে সৎকর্মশীলদের কর্মপদ্ধতি।

হিসাব-নিকাশের ফল-৪

শ্রেষ্ঠদের প্রতিযোগিতা

• শ্রেষ্ঠদের প্রতিযোগিতা

কখনো কখনো মানুষ তার ইবাদতে ত্রুটির অভিযোগ আনে না। আমলের সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না। অথচ সে উচ্চাকাঙ্খী। সন্ধান করে পূর্ণতার এবং আরোহণ করতে চায় পর্বতসম উচ্চতায়। উদাহরণস্বরূপ—

♣আপনার জীবনের লক্ষ্য♣

প্রতিটি কাজেই যদি আপনি নিজ সাধ্যের পুরোটা দিয়ে পরিপূর্ণ এবং উন্নত করার চেষ্টা করেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পূর্ণতা আসবেই। ধারাবাহিক এই উন্নতি মহা সফল লোকদের বৈশিষ্ট্য। আর যে ব্যক্তি অর্জিত সাফল্য নিয়েই তুষ্ট থাকে, অন্যজন তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। তাকে ফেলে যায় অনুতাপের অতল গহীনে একা রেখে।

♣আপনার ঈমানি লক্ষ্য♣

আপনার মন তিরস্কারকারী। তাই শুধু পাপ থেকে বেঁচে থাকার ধারাবাহিকতা ঠিক রেখেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে আপনার মন আপনাকে তিরস্কার করবে; বরং এর চেয়েও আশঙ্কার কথা হচ্ছে, এমনটি করার মাধ্যমে আপনার আমলের প্রতিদান হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং সওয়াবের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই নিজেকে তিরস্কার করেন। কারণ, অন্যজন আপনাকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে এবং জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা, বিশাল রাজত্ব ও মহাসন্তুষ্টি অর্জন করে নিচ্ছে। পরকাল নিয়ে ঈর্ষা করা নিন্দনীয় কিছু নয়। পরকালের দৌড়ে কেউ আপনাকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে, এতে কি আপনার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে না? আপনার এই ঈর্ষা পরকালের দৌড়প্রতিযোগিতায় প্রশংসিত; তবে অন্য ক্ষেত্রে নয়।

একজন মুমিন তার নিজের মন্দ স্বভাবগুলোর হিসাবনিকাশ চুকানোর পর অন্যের মাঝে ভালো স্বভাব-গুণাবলি প্রত্যক্ষ করে নিজের আত্মমর্যাদাবোধ অনুভব করা প্রসঙ্গে ইবনুল মুকাফফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> বুদ্ধিমানের জন্য উচিত অন্যের ভালো গুণগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা। নিজের ভেতরে সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটানো। এগুলোর মাধ্যমে খারাপ দিকগুলোর সংশোধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।[৮১]

এমন এক অন্তর অর্জন করতে পেরেছিলেন ইউনুস ইবনু উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি কী বলেছেন তা মনযোগ দিয়ে শোনা যাক—

> আমি এমন একশ ভালো গুণ খুঁজে পেয়েছি, যার একটাও আমার ভেতরে আছে বলে আমার জানা ছিল না।[৮২]

---

[৮১] আল-আদাবুস সগীর ওয়াল আদাবুল কাবির : ২০, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা, দারু সাদির, বৈরুত।

ইউনুস রাহিমাহুল্লাহর মতো করে আপনিও যেদিন শূন্যতা অনুভব করতে পারবেন, হাতছাড়া হয়ে যাওয়া নেককাজগুলোর জন্য অনুতপ্ত হবেন, সেদিনই অনুশোচনার শক্তিকে কাজের সক্ষমতায় পরিণত করেন। অতঃপর আপনাকে পেছনে ফেলে যাওয়া ব্যক্তির নাগাল পেতে প্রাণপণ এগিয়ে চলেন। পুরোদমে চেষ্টা চালিয়ে যান। যেন জান্নাতের দরজায় দাঁড় করানো একশত বিশটি সারির প্রথম সারিতেই আপনার আসন হয়।[83]

প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরেই জ্ঞানী আছে

ফুযাইল ইবনু ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ এর জ্ঞানের গভীরতা এবং দুনিয়াবিমুখতার প্রতি লক্ষ্য করেন। কীভাবে তিনি একজন অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত লোক থেকে দুনিয়াবিমুখতা শিখেছিলেন! ঘটনাটি তার মুখেই জানি—

> আমি খোরাসানের জনৈক ব্যক্তির চেয়ে অধিক দুনিয়াবিমুখ আর কাউকে দেখি নি। তিনি একবার মসজিদে হারামে আমার পাশেই বসে ছিলেন। পরে তাওয়াফ করার জন্য চলে যান। এই ফাঁকে তার টাকা-পয়সা সব চুরি হয়ে যায়। তিনি কাঁদতে শুরু করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, টাকার জন্য কাঁদছেন? তিনি বললেন, না। তবে এই সম্পদের কারণে আমাকে ও তাকে (চোরকে) আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড় করানো হবে। আমার বিবেক-বুদ্ধি তার প্রমাণ খণ্ডনে মনোযোগী হবে। তখন আমার এই কান্না তার জন্য রহমত হবে।[৮৪]

---

৮২ সফওয়াতুস সফওয়া : ২/১৮২

৮৩ বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, 'জান্নাতীরা. একশত বিশ কাতারে থাকবে আশি কাতার হবে এই উম্মতের বাকী চল্লিশ কাতার পূর্ববর্তী সকল উম্মতের সমন্বয়ে হাদিসটি বুরাইদা রা. এর সূত্রে তিরমিজি, আহমদ, ইবনু মাজাহ এবং হাকিম রহ. বর্ণনা করেছেনড়সহিহুল জামে : ২৫২৬ ।

84 ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন : ৩/১৮৪

ষষ্ঠ পদক্ষেপ

পরিশ্রমীদের জীবনচরিত পাঠ

অগ্রগামীদের জীবনপাঠ আমাদের পথচলার জন্য খুবই উপকারী পাথেয়। এটি হচ্ছে কুরআনি শিক্ষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অবিশ্বাসী এবং পাপিষ্ঠদের দিবা-রাত্রির চক্রান্তের মোকাবেলায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর দৃঢ় রাখার জন্য এটিই ছিল পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত পন্থা। কুরআনে কারিমের বর্ণনা—

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.

> রাসুলগণের যেসব ঘটনা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করলাম, এদ্বারা আমি আপনার হৃদয়কে মজবুত করছি।[৮৫]

নবীজির শিক্ষা

সাহাবায়ে কেরাম যখন প্রচন্ড কষ্টের কথা জানাতেন এবং দুর্বলতা তাদের অন্তর কাবু করে ফেলার উপক্রম হতো তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, পূর্ববর্তী সৎ লোকদের জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়ে তাদের অন্তর মজবুত করা। তিনি তাদের বলতেন—

---

[৮৫] সূরা হুদ, আয়াত : ১২০

> তোমাদের পূর্ববর্তী এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে জমিনে গর্ত খনন করা হতো। অতঃপর তাকে সেখানে রেখে করাত এনে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হত। তবুও তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হতো না। লোহার চিরুনি দিয়ে হাড্ডি থেকে গোশত আলাদা করে ফেলা হতো। তবুও তারা দ্বীন থেকে ফিরে যেত না।[৮৬]

হুনাইনের যুদ্ধে গণিমত বণ্টনের সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সকল নবীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যাদের পরীক্ষা ছিল অত্যধিক কঠিন এবং পোহাতে হয়েছিল অনেক বেশি কষ্ট। গণিমত বণ্টনের সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল—

> এসবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন নি।

তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার রঙ পালটে যায়। তিনি বলেন—

> আল্লাহ তাআলা মুসা আ এর ওপর রহম করেন; তিনি এর চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট পেয়েও ধৈর্য ধরেছেন।[৮৭]

আপনার চেয়ে যারা উত্তম, তাদের জীবনীপাঠ আপনার মনের অক্ষমতা ও ধোঁকা দূরীকরণে অনেক বেশি কার্যকরী। এই অক্ষমতা আর অন্তরের ধোঁকাই মানুষকে অলসতা ও কাজে অবহেলায় অভ্যস্ত করে তোলে। সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহ হয়তো এই কথা স্বীকার করতে গিয়েই বলেছেন—

> সৎলোকদের আলোচনা হলে রহমত বর্ষিত হয়।[৮৮]

---

[৮৬] হাদিসের মান : সহিহ, খাব্বাব রা. এর সুত্রে সহিহ বুখারি ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত; সহিহুল জামে : ৪৪৫

[৮৭] হাদিসের মান : সহিহ, ইবনু মাসউদ রা. থেকে বুখারি, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত; সহিহুল জামে : ৩৫০০

এর কারণ হচ্ছে—আপনার কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সালাফগণ হলেন কার্যকরী অনুশীলন-মাধ্যম। আপনি যদি তাদের কাতারে নাম লেখাতে চান তবে তাদের জীবনবৃত্তান্ত আপনার সামনে উপস্থাপিত এক কার্যকরী নকশা।

"

একজন কর্মঠ লোক যখন অলসদের সাথে মিশতে থাকে, তখন সেও ধীরে ধীরে অলসে পরিণত হয়। তবে সালাফের জীবনী যদি তার চারপাশকে ঘিরে রাখে তখন তার সংকল্পে সৃষ্টি হয় উদ্দীপনা এবং সে হয়ে উঠে উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। খোদাভীরু ও সুফীসাধকগণের নমুনাপাঠে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা প্রাণশক্তি বৃদ্ধি ও পরিশুদ্ধকরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। অন্তরে কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয় এবং অলসতার বীজগুলো উপড়ে ফেলে দেয়।

"

সবচে বড়ো মাপকাঠি

যে মাপকাঠি আপনার কাছে উত্থাপন করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—

- আজ আপনি নিজেকে কাদের সাথে মিলিত করবেন, জীবিতদের সাথে নাকি মৃতদের সাথে?
- যে আপনার চেয়ে নিম্নস্তরের তার সাথে, নাকি যে আপনার চেয়ে মর্যাদাবান তার সাথে?
- আপনার সমপর্যায়ের কারও সাথে, নাকি আপনার চেয়ে নিম্নমানের কারও সাথে?

---

[৮৮] জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ইবনু আব্দুল বার :২/১১১৩, দারু ইবনিল জাওজি।

আল্লাহ তাআলা বিষয়টি মীমাংসা করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার কষ্ট ও বাছাই করার পেরেশানি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

> নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৮৯]

অনুসরণ করার জন্য আল্লাহর রাসুলের চেয়ে উত্তম জীবনী আর কার হতে পারে! সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সবচে বড়ো মাপকাঠি। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত তার নিজস্ব কাজগুলো নবীজির চরিত্র, আচরণ এবং তাঁর নির্দেশনার মাপকাঠিতে যাচাই করা। তাঁর সাথে যা মিলে যাবে তা হক। আর যা মিলবে না তা বাতিল।[৯০]

নবীজির অলসতা ছিল

♣ তিনি জীবনে কখনো হাই তোলেন নি।

♣ তাঁর অন্তর এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমন্ত থাকত না। তার দু চোখ ঘুমালেও অন্তর জেগে থাকত।

♣ তিনি যে-কোনো কাজ সুদৃঢ়ভাবে করতেন।

♣ কখনো কিয়ামুল-লাইল ছাড়তেন না। অসুস্থ হলে বা দুর্বল হলেও বসে বসে পড়ে নিতেন।

---

[৮৯] সূরা আহযাব : ২১।

[৯০] আল-জামে লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি : ১/৭৯, আল-খতীব আল-বাগদাদী, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।

♣ হাঁটার ধরনেই বোঝা যেত—তিনি দুর্বল কিংবা অলস নন।

♣ এমনভাবে পা উঠিয়ে উঠিয়ে হাঁটতেন, যেন কোনো উঁচু জায়গা থেকে নামছেন।

♣ দিবসকালে লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব থেকে অবসর হয়ে রাত্রিকালে মহান প্রভুর সম্মুখে পা দুটি দাঁড় করিয়ে ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন।

এসবই আপনাকে মানুষ নির্বাচন এবং বাছাইয়ে নির্দেশনা দিচ্ছে। মুহাদ্দিসগণ যেমন বলেন—অধিক মাধ্যমের ব্যবহার বর্ণনাকে দুর্বল করে দেয়। কেননা, রাবি (বর্ণনাকারী) এবং মারওয়ি আনহু (মূল প্রবক্তা) এর মধ্যে মাধ্যম যত কম হবে, বর্ণনায় ভুল ও মিথ্যার অবকাশ তত কম হবে এবং তা শুদ্ধতার তত কাছাকাছি হবে। আমাদের আমল যত বেশি রাসূলের সাথে মিলবে, আমরা শুদ্ধতা ও হিদায়াতের তত বেশি কাছে চলে যাব। তাই আপনি যদি অনুসরণ করতে চান, তাহলে মূলেরই অনুসরণ করেন। কেননা, মূলের অনুসরণে লিখিত কপিগুলোতে মাঝে মাঝে বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটে।

বইকে সঙ্গী করি

যে ব্যক্তি সৎ সঙ্গ হতে বঞ্চিত হয় কিংবা উচ্চ মনোবলসম্পন্ন কারও সাহচর্য লাভ করতে পারে না, অথবা নিজেকে ব্যর্থদের মাঝে আবিষ্কার করে; তবে নিঃসন্দেহে সে এমন এক মহাবিপদের সম্মুখীন, যা অলসতাকে তার অন্তরে টেনে এনে বসিয়ে দেবে। এই আপদ থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই তাকে পরিশ্রমীদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গবেষণা করতে হবে। যেমনটি করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহু। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আপনি খোরাসানে কাদের সাথে উঠা-বসা করেছেন?

তিনি বললেন—শুবা এবং সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহর সাথে।

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

এই কথার দ্বারা (তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে) আমি তাদের গ্রন্থাবলিতে নজর বুলিয়েছি।[৯১]

তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হলো—

আপনি তো আমাদের সাথে সালাত আদায় করেন। তাহলে আমাদের সঙ্গে বসেন না কেন?

তিনি বললেন—

আমি সাহাবা ও তাবেয়িগণের সাথে চলে যাই।

প্রশ্ন করা হলো—

সাহাবা এবং তাবেয়িগণ এলেন কোত্থেকে?

তিনি বললেন—

আমি নিজের জ্ঞানের জগতে মনোনিবেশ করি। সেখানে দেখতে পাই তাদের চিহ্ন এবং আমলের অস্তিত্ব।

আব্দুল্লাহ ইবনু হাসান আল-উলওয়ি বই পড়ার নাম দিয়েছেন 'মৃতের সাথে কথোপকথন।' যখন খলিফা মামুন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আবু আলি, জীবনে তোমার কী শখ বাকি থেকে গেছে? তিনি বললেন—

আমার ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে খেলা এবং মৃতদের সাথে কথোপকথন করা।[৯২]

---

[৯১] হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড : ৮, আয়াত : ১৬৪

[৯২] তাকয়িদুল ইলম, খতিব বাগদাদি, দারু ইহইয়ায়ি সুন্নাতিন নববিয়্যাহ, বৈরুত

আলস্য বিতাড়নকারী কিছু জীবনীপাঠ

♣ ইমাম জুওয়াইনি রাহিমাহুল্লাহর জীবনীপাঠে আপনি জানতে পারবেন, ইমাম জুওয়াইনি রাহিমাহুল্লাহ বলতেন—

> আপন অভ্যাসের দাস হয়ে আমি ঘুমাই না, পানাহারও করি না। রাত অথবা দিনে, ঘুম যখন আমায় কাবু করে ফেলে তখনই আমি ঘুমাতে যাই।[৯৩]

তবুও কি আপনার সিংহভাগ সময় ঘুমেই কাটিয়ে দেবেন?

কথাটি পুনরায় লক্ষ্য করেন, তিনি বলেন—

> আপন অভ্যাসের দাস হয়ে আমি ঘুমাই না, পানাহারও করি না। রাতে অথবা দিনে, ঘুম যখন আমায় কাবু করে ফেলে, তখনই আমি ঘুমুতে যাই। যখন আহারের প্রয়োজন হয়, তখনই আহার সেরে নিই।

তার শখ, মনোকামনা ও আনন্দ ছিল শুধু বই পাঠে এবং যে-কোনো ধরনের উপকার সন্ধানে।

♣ আপনি উবাইদ ইবনু ইয়ায়িশ রাহিমাহুল্লাহর জীবনীতে জানতে পারবেন, তিনি বলেছেন—

> আমি লাগাতার ত্রিশ বছর নিজ হাতে রাতের খাবার খাই নি। আমার বোন আমাকে খাইয়ে দিত আর আমি শুধু লিখতাম।[৯৪]

---

[৯৩] কিমাতুজ জামানি ইনদাল উলামা : ৫২, আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মাকতাবাতুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়া, আলেপ্পো

[৯৪] আল-জামে লি আখলাকির রাওয়ী : ২/১৭৮, খতীব বাগদাদী, দারুল মাআরিফ

তবুও কি আপনি অনর্থক সময় অপচয় করে যাবেন? বৃথা কাজে সময় নষ্ট করবেন?

♣ সালাফদের জীবনীপাঠে আপনি জানতে পারবেন, মুহাম্মাদ ইবনু আলি আস-সুলামি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

> আমি ইবনুল আখরাম রাহিমাহুল্লাহর কাছে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানোর জন্য সুবহে সাদিকের সময় উঠে চলে যাই। গিয়ে দেখি, আমার আগেই আরও ত্রিশজন কারী চলে এসেছেন। আসর পর্যন্ত আমার পড়ে শোনানোর সুযোগ হয় নি।[৯৫]

এরপরও কি আপনার অন্তরে অলসতা বা বিরক্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে? বিস্ময় জাগানিয়া এই তিনটি ঘটনা পড়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার পর এবং ইলম অন্বেষী এ সকল মনীষীদের উচ্চ মনোবলের ব্যাপারে জানার পরও কি আপনি অলসতায় মত্ত হয়ে থাকবেন?

♣ পূর্ববর্তী সাধকদের জীবনীপাঠে আপনি জানতে পারবেন, নাহু (আরবি ব্যাকরণ)-শাস্ত্রের অমর নক্ষত্র আহমদ ইবনু ইয়াহইয়া আল-বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহর ইন্তেকালের কারণ কী ছিল? ঘটনাটি এমন—

> জুমআর দিন আসরের সালাতের পর তিনি মসজিদ থেকে বের হন। তার কানে কিছুটা সমস্যা ছিল। অনেক ডাকাডাকির পর শুনতে পারতেন। তার হাতে ছিল একটি বই। রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন আর বইটি পড়ছিলেন। হঠাৎ এক ঘোড়া এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে বাড়িতে আনা হয়। মাথার যন্ত্রণায় তিনি বারবার আর্তনাদ করছিলেন।

---

[৯৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫/৫৬৫, শামসুদ্দীন আজ-জাহাবি, মুওয়াসসাসাতুর রিসালা

> এ আঘাতের ফলেই রবিবার দিন তার ইন্তেকাল হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন![96]

তবুও কীভাবে আপনার লক্ষ্যগুলোর সম্মিলন হয় না? তবুও কেন আপনি এক কাজের সাথে আরেকটি সমর্থক কাজের সমন্বয় ঘটাতে পারেন না?

♣ তাদের জীবনীপাঠে আপনি জানতে পারবেন শায়খ কিনানির সেই অমূল্য নসিহত। যে নসিহত তিনি শুনেছিলেন তার পিতার কাছ থেকে। আমাদের কাছে সেই নসিহত বর্ণনা করেছেন ইমাম সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহু। তিনি বলেন, আমাদের শায়খ কিনানি তার বক্তা পিতা থেকে বর্ণনা করেন—

> ইলমের দুই বন্ধু দ্রুত তিনে পরিণত হয়—খাওয়া, হাঁটা এবং লেখা।[৯৭]

তবুও পানাহার কীভাবে আপনাকে মত্ত করে রাখে? কীভাবে পারেন আপনার সময় অনর্থক কাজে নষ্ট করে দিতে?

♣ তাদের জীবনীপাঠে আপনি জানতে পারবেন, আবুল কাসিম আত-তবারানি রাহিমাহুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিক হাদিস বর্ণনার রহস্য। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

> আমি লাগাতার ত্রিশ বছর শক্ত চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়েছি।[98]

তবে কি কষ্ট আপনাকে দমিয়ে দিতে পারে? কাঠিন্য কি পারে আপনার মনোবলে ফাটল ধরিয়ে দিতে? আপনি কি হতে পারেন অলসতার কাছে আত্মসমর্পণ এবং বিশ্রাম ও নিদ্রাযাপনে আগ্রহী।

---

[৯৬] আল-মুশাওয়িক ইলাল কিরাআতি ওয়া তলাবিল ইলম : ৬১, আলি ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন আল-ইমরান, দারু আলামিল ফাওয়াইদ লিননাশরি ওয়াত তাওজি

[৯৭] কিমাতুজ জামানি ইনদাল উলামা :১১০।

[৯৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা :১৬/১২২, তাজকিরাতুল হুফফাজ : ৩/৯১৫।

শেষ কথা

ঠিকভাবে অনুসরণ করে অন্ধ অনুসরণের গোঁড়ামিপনা থেকে সচেতন হন। সতর্ক হন সেই আত্মতৃপ্তি থেকে, যার পর কোনো পরিকল্পনা অথবা অন্য কোনো প্রতিযোগিতার সংকল্প থাকে না।

আব্দুল কাদের জিলানি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> হে বৎস, তুমি সৎলোকদের জীবনচরিত আলোচনা করে এবং তাদের মতো হওয়ার আশা করেই আত্মতৃপ্তিতে ভুগছ? তুমি তবে এমন ব্যক্তি, যে তার দুই হাত খোলা রেখে পানি তুলে আনে। ফলে সে কোনো পানিই খুঁজে পায় না। শ্রমবহীন আকাঙ্খা নির্বুদ্ধিতার ঘাঁটি।'

সপ্তম পদক্ষেপ

মৃত্যুর স্মরণ এবং কল্পনা

সামান্য পরিমাণ মৃত্যুর স্মরণ যদি তোমার অন্তর ছুঁয়ে যায়; তবে তোমার অন্তরে সাধিত হবে আমূল পরিবর্তন। ঠিক রাত-দিনের পরিবর্তনের মতো। সুতরাং, মৃত্যুর স্মরণের সম্মুখে কোনো ধরনের অলসতারই টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। মৃত্যুর নাম শুনেই সকল উদাসীনতা দৌড়ে পালাবে। তার স্থান দখল করে নেবে সংকল্প, উদ্যমতা, শক্তি ও দৃঢ়তা। তাই মৃত্যুর ওয়ারিস ওহে! সকল উপভোগ বিনাশী মৃত্যুর স্মরণ কেন করছেন না?

আজ আপনাকে চারটি উপকরণ নির্ধারণ করে দেব, যেগুলো পাঠ করলে আপনি সজীব-সতেজ হবেন এবং আপনার মনোবল বৃদ্ধি পাবে।

এক. বিচ্ছেদ

মুয়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাজিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—

কেউ ফসল লাগালে তা কাটতে হবেই।[৯৯]

---

[৯৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১৯৫।

তাঁর দুই বন্ধু আব্দুল্লাহ ইবনু আমের এবং ওয়ালিদ ইবনু উকবাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর (একজন তার বড়ো ছিল, আরেকজন ছোট) ইন্তেকালের সংবাদ তাঁকে দেওয়া হলে তিনি এই কবিতা আবৃতি করেন,

> 'কারও আগে পরের সবাই যদি পাড়ি জমায় পরপারে
> যে একা রয়ে যায় সে-ও তো একই পথের যাত্রী।'[১০০]

এরপর মুয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কথা মতোই চলে যান। ৬০ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আমাশ রাহিমাহুল্লাহকে যখন বলা হলো, নাহুবিদ মুসলিম মারা গেছেন। তখন তিনিও মুয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরসূরি হয়ে বললেন—

> কারও সাথী সঙ্গীরা মরে গেলে সেও তো মারাই যাবে।[১০১]

অতঃপর আমাশ রাহিমাহুল্লাহও ইন্তেকাল করেন। ১৪৮ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহ ১৬২ হিজরীতে ইন্তেকালের আগে এই দুজন থেকে এই আলোকরেখা কুড়িয়ে নেন। অলসতার শক্তিকে বিনাশ করার কাজে অনুপ্রাণিত করতে গিয়ে তিনি বলেন—

> দ্রুত চলুন এবং অগ্রগামী হোন। কেননা, একটি জুতো যদি তার সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলে, তবে সেটিও অতিশীঘ্রই হারানো জুতোটির সাথে যোগ দেয়।[১০২]

প্রিয় ভাই, কী হলো আপনার? আমি দেখছি আপনি খুব একগুঁয়ে এবং জেদি প্রকৃতির। ভাবখানা এমন, যেন মৃত্যুর ফেরেশতা আপনার কাছে আসতে পারবে না। চুলের শুভ্রতা যেন আপনার মাথা নীচু করতে পারবে না।

---

[১০০] কিতাবুজ জুহদিল কাবির : ১/২৪৯, আবু বকর আল-বাইহাকি

[১০১] কিতাবুজ জুহদিল কাবির : ১/২৫০

[১০২] সফওয়াতুস সফওয়া : ২/৩৩৫

আল্লাহ তাআলা প্রতিনিয়তই অন্যদের পতনের মধ্য দিয়ে আপনার পতনকেও সামনে এনে দেখাচ্ছেন। আপনার নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দাফনের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন আপনার শয়নস্থল।

মৃত্যু যে কত নিকটে! তা যদি আপনি জানতেন, তবে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে আপনাকে পরিশ্রমের চেহারাকে ধুয়ে নিতেন তাকে ঢেকে রাখা অলসতার ধুলো থেকে। মনোযোগী হতেন প্রভুর সাহায্যলাভের প্রতি, যিনি সকল প্রার্থীকেই অকাতরে সাহায্য করেন।

কিন্তু ভেবে দেখেন, আপনার অন্তর কি আরোগ্যের পথ হারিয়ে ফেলেছে? মুছে গেছে কি আপনার অভিধান থেকে ভয় এবং আশা নামক শব্দ দুটি? আল্লাহ! এমনটি যেন কখনো না হয়।

আমি তো মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে

উদাসীনদের অন্তরে প্রেরণার সঞ্চার করতে এবং অলসদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলে মৃত্যুর স্মরণ হচ্ছে অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ। যেমনটি হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ তার নিজ চোখে দেখা এক ঘটনা থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

> এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর কোনো এক ভাই (অসুস্থতা)আক্রান্ত করল। এমনকি লোকটি বলেছিল, আল্লাহর কসম, মনে হলো ভীষণ কালো কোনো কিছু আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার চেষ্টা ও শ্রমের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিলেন। এরপর হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ এই কথাটি কয়েকবার বললেন, 'এভাবেই লোকটি একদিন সম্মানজনক মৃত্যুবরণ করেন।'[১০৩]

---

[১০৩] আজ-জুহদ, ইমাম আহমদ : ২১৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

পৃথিবীর যত সম্পর্ক আছে সব ক্ষণস্থায়ী। যতবার অন্তরে মৃত্যুর স্মরণ জাগ্রত হবে, তখনই চেষ্টা ও পরিশ্রম বেড়ে যাবে। আর যখন মৃত্যুর স্মরণ আড়াল হয়ে যাবে, তখনই মানুষ অলস হয়ে যাবে এবং ঝিমিয়ে পড়বে। আপনি যখন ইবাদতে অলসতার প্রভাব প্রবল মনে করবেন এবং ফরজ-ওয়াজিবে অবহেলা বিরাজমান দেখতে পাবেন, তখন বুঝে নেবেন যে, দীর্ঘ আশা আপনার অন্তরে বাসা বেঁধেছে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। এজন্যই হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ একটি মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন, যার ব্যতিক্রম ঘটে না। তিনি এমন একটি কথা বলেছেন, যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দরজায় কড়া নেড়ে তালা ভেঙে সরাসরি অন্তরে প্রবেশ করে। তিনি বলেন—

> বান্দা যখন মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে, তখন এর প্রতিক্রিয়া তার আমলে দেখা যায়। আরবান্দার আশা দীর্ঘায়িত হলে তার আমলকে নষ্ট না করে ছাড়ে না।[১০৪]

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার আলোকে শাইখ সাদুদ্দিন মালাবারি রাহিমাহুল্লাহর কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছিল। হাজারো অবস্থা পাঠের ফলাফল প্রত্যক্ষ করে তিনি বলেন—

> আমার কাছে পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সকালেই সন্ধ্যা দেখার আশা করে বসে অথবা সন্ধ্যায় পরের দিনের সূর্য দেখার আশায় বুক বাঁধে, সে কখনো দুর্বলতা ও কালক্ষেপণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাকে আজীবন মন্থরগতিতেই হেঁটে যেতে হবে।[১০৫]

---

[১০৪] আজ-জুহদ, ইমাম আহমাদ : ২১৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

[১০৫] আল ইস্তিদাদ লিল মাওতি ওয়া সুওয়ালিল কবর : ১৩, জাইনুদ্দীন আল-মিলিবারি আল-হিন্দী, দারু ইবনি খালদুন, আলেকজান্দ্রিয়া

তবে যারা পরিশ্রমীদের অবস্থা থেকে না হোক, কিন্তু অলসদের মৃত্যুকালীন অনুতাপ থেকে হলেও শিক্ষা নেয়; তাহলে এই শিক্ষাই তাকে বিশ্রামের বিছানা থেকে টেনে তুলে দেবে এবং ঘুম থেকে জেগে উঠতে পীড়া দেবে।

ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—

> মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের চেতনা ফিরে পাওয়া বড়ই চমৎকার! কিন্তু তার তখনকার চেতনা প্রশংসাযোগ্য নয়। সে তখন সীমাহীন অস্থির হয়ে ওঠে। অতীতের জীবন নিয়ে হা-হুতাশ করতে থাকে। কামনা করে, এবারের মতো যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো তবে ছুটে যাওয়া সবকিছু পূরণ করে নিত! তাওবায় ততটাই বিশ্বাসী হয়ে উঠত যতটা সে এখন মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করছে। যেন সে মৃত্যুর আগেই পরিতাপের অনলে পুড়িয়ে নিজেকে মেরে ফেলবে। সেই অবস্থার অণু পরিমাণও যদি সুস্থতার সময় আপনার অনুভূত হয়, তাহলে তাকওয়ার সকল উদ্দেশ্যই অর্জিত হবে। সুতরাং, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে এই অবস্থা থেকে শিক্ষা নেয় এবং তদানুযায়ী আমল করে। যদি কেউ এমনটি কল্পনা করে নিজের বাস্তব জীবনকে সজ্জিত না করে, তবে সে স্বাভাবিক অবস্থার মতোই দম্ভ করে যাবে। নিশ্চয়ই এমনটি কল্পনা করার মাধ্যমে প্রবৃত্তি দমন হয় এবং চেষ্টা ও পরিশ্রমে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

মৃত্যুর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা

সাথী-সঙ্গীদের মৃত্যুর একটি বিস্ময়কর ঘটনা হলো, শায়খ ইমাম মুহাম্মদ আবদুহ যখন মারা যান তখন নিম্নোক্ত ছয়জন কবি ধারাবাহিকভাবে তাঁর কবরে এসে শোকগাঁথা আবৃত্তি করেন—

১। শায়খ হাসান আবু খাতওয়াহ

২। হাসান পাশা আসেম

৩। হাসান পাশা আব্দুর রাজ্জাক

৪। কাসিম বেক আমীন

৫। হাফানি বেক নাসিফ

৬। হাফিজ বেক ইবরাহিম

ঘটনাক্রমে এই ধারাবাহিকতা অনুসারেই এই ছয়জন কবির মৃত্যু হয়।

সর্বশেষে থাকা হাফিজ ইবরাহিম অসুস্থ হন এবং মৃত্যুর আশংকা করেন, তখন শুধু হাফিজ হাফানিই জীবিত ছিলেন। হাফানি তখন ইবরাহিমের কাছে বার্তা পাঠান যে, পরবর্তী পালা হাফানির নিজের। হাফিজ ইবরাহিমের নয়। তিনি নিজের ভাষায় বলেন—

আমরা যে কবরের পাশে ছয়জন ছিলাম, সেই কথা কি তোমার মনে পড়ে?
আমরা ইমামের স্মৃতিচারণ করছিলাম এবং শোকগাঁথা বর্ণনা করছিলাম
আমরা একজন একজন করে কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম
আর মৃত্যুও আমাদের কাছে এসেছে শোকগাঁথা বর্ণনার সেই ধারাবাহিকতায়
আবু খাতওয়া গত হয়েছেন, তাঁর অনুগামী হয়েছেন আসেম
আব্দুর রাজ্জাকের খোঁজেও এসেছে মৃত্যু
সে হয়েছে তার সঙ্গী, এরপর কাসিমের সূর্যও হয়েছে অস্তমিত
আর খুব শীঘ্রই আমার জীবনতারাও ডুবে যাবে
তুমি ট্রেনের নীচে গিয়ে নির্ভয়ে শুয়ে পড়ো
বিরান ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রায় দাও ডুব
তীব্র যুদ্ধে জড়িয়েও নিরাপদে দিন কাটাতে পারবে তুমি
কারণ, মৃত্যু আপাতত তোমার কাছ থেকে পালিয়েই বেড়াচ্ছে।

হাফিজ ইবরাহিম জবাবে বলেন :

আমি তোমার ব্যাপারে মৃত্যুর আশংকা করি
যেন তুমি আমার মতোই থেকে যাও
যখন আমি মাথাব্যাথায় আক্রান্ত হই
তখনই হাফানির বিনিদ্রা নিকটবর্তী হতে থাকে
তোমাকে যখন দুর্বলতা চেপে ধরে
তখন আমি আমার শয়নকক্ষ প্রস্তুত করি,
আমার প্রাণ তোমার প্রাণের সাথে জড়ানো
তুমি বেঁচে থাকো তবে আমিও বেঁচে থাকব হাজার বছর।

হাফানির এই কথাই সত্যি হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। তখন হাফিজ ইবরাহিম এই কবিতা আবৃত্তি করেন—

আমার জীবনের সূর্য অস্তাচলের কাছাকাছি উপনীত হয়ে গেছে
প্রিয় আত্মা! তোমার যাত্রা শুভ হোক!

অতঃপর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে হাফিজ ইবরাহিমের মৃত্যু হয়।[১০৬]

♣ঘুম

দৈনন্দিন স্মৃতিচারণ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ তার প্রাণ নিয়ে যান।[১০৭]

---

[১০৬] আল-আহরাম পত্রিকা ৪০৬৩৬তম সংখ্যা জিলকদ, ১৪১৮ হিজরি মোতাবেক মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত

এই আয়াতে মৃত্যু মানে ঘুম। তবে আল্লাহ তাআলা ঘুম বুঝাতে মৃত্যু শব্দ এনেছেন যেন আমরা প্রতিবার ঘুমানোর সময়ে মৃত্যুকে মনে করি। প্রতি রাতেই যেন এমন ঘুমের প্রস্তুতি নিই, যা থেকে জেগে ওঠা হবে কেবল হাশরের মাঠে। দৈনিক মৃত্যুকে স্মরণ করার আবশ্যকীয় সর্বনিম্ন সীমা একবার। অন্যথায় হৃদয় নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে বাসা বাঁধবে ক্ষতির ঘুণেপোকা।

সৎকর্মশীলগণ আল্লাহ তাআলার প্রেরিত আহ্বান মেনে নিয়ে, তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করেছেন। চেষ্টা এবং পরিশ্রম করেছেন। দামেস্ক অধিবাসীদের নেতা ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু কাইস গাসসানিকেই দেখেন। তিনি বলেন—

> আমি এমন ঘুম কোনোদিন ঘুমোইনি, যে ঘুমের সময় আমার মন বলেছে যে, আমি জেগে উঠব।[১০৮]

এমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি ঘুমানোর সময় বিছানায় যাওয়ার আগে পরিবারের লোকদের বলতেন—

> আল্লাহ তোমাদের হিফাজত করেন, হতে পারে এটিই আমার সেই ঘুম, যা থেকে আমি আর জেগে উঠব না।[১০৯]

প্রতি রাতেই ঘুমানোর সময় তিনি এই কাজ করতেন।

হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে এমন প্রেরণাদায়ক সচেতনতা এবং এমন চমৎকার চেতনা দান করেন!

---

[১০৭] সূরা যুমার : ৪২

[১০৮] কসরুল আমাল :৪৫, আবু বকর ইবনু আবিদ-দুনিয়া, দারু ইবনিল জাওজি

[১০৯] যাম্মুত তাসওয়ীফ :১৪৭, আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া, দারু ইবনু হাযম

এই পদ্ধতিতে পথ চলতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে আমাদেরকে সাহায্য করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথার বাস্তবায়ন, তিনি বলেন—

> কোনো মুসলিম যখন কোনো বিষয়ে অসিয়ত করতে চায়, তবে সেই অসিয়ত তার কাছে লিখে রাখা ব্যতীত দুই রাত অতিবাহিত করার অধিকারও তার নেই।[১১০]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের প্রত্যেককে অসিয়ত লিখে রাখার আদেশ দিয়েছেন। কেননা, মৃত্যু যেকোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। তাই অসিয়ত লিখে রাখার কাজটা কেবল অসুস্থ এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। হাদিসে দুই রাতের কথা বলা হয়েছে, যাতে করে অতি ব্যস্ততার দরুন না লিখে রাখার বাহানা দেওয়া না যায়। দুই রাত পর্যন্ত সুযোগ রাখা হয়েছে। এজন্য লিখিত অসিয়ত সঙ্গে থাকা ছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুএর একটি রাতও কাটত না। সার্বক্ষণিক মৃত্যুর প্রস্তুতি এবং সবার হক আদায়ের জন্যই তিনি এমনটি করতেন।

প্রস্তুত হন

একদিন আমার বাবা তার এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু সদকার টাকা পেলেন। তখন তিনি একটি সাদা পৃষ্ঠায় 'সদকা' শব্দটি লিখলেন। সংরক্ষিত স্থানে টাকাগুলো রাখার আগে সেই কাগজটি দিয়ে মুড়িয়ে নিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, তোমার নিজস্ব সম্পদ ছাড়া বাকী সব ক্ষেত্রেই এমন করবে। কেননা, তুমি হঠাৎ করেই মারা যেতে পারো। তুমি যদি এই সম্পদগুলোর ব্যাপারে জানিয়ে না যাও, তাহলে তোমার ওয়ারিশরা এগুলোকে তোমার সম্পদ ভেবে

---

[১১০] হাদিসের মান : সহিহ, ইমাম বুখারি, ইমাম মালিক এবং আহমাদ আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন সহিহুল জামে : ৫৬১৪ নং হাদিস

নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেবে। এদিকে অন্যের সম্পদ খাওয়ার কারণে কবরে বসে তোমার কাছে হিসাব চাওয়া হবে।

এই হলো মৃত্যুর অতর্কিত আক্রমণ এবং কবরের সাক্ষাতের জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি এবং সচেতন অপেক্ষা। এজন্যই আমার বাবা সর্বদা এই সাক্ষাত, হিসাব প্রদান এবং চিরস্থায়ী নিবাসের পথে নিশ্চিত যাত্রায় মৃত্যুদূত ফেরেশতার সঙ্গী হওয়ার সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নিয়েই থাকতেন।

আমরা কেন মৃত্যুকে অপছন্দ করি

• অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ.

আল্লাহর কাছে যা আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য কল্যাণকর।[১১১]

আর আল্লাহর তাআলার কাছে যা আছে তা মৃত্যু ছাড়া অর্জন করা যাবে না।

• অন্যথায় আমরা যদি দুনিয়া আবাদ করে আখিরাতকেই ধ্বংস করে ফেলি, তাহলে আমাদের অট্টালিকা থেকে ধ্বংসস্তুপে পতিত হওয়ার ভয় করতেই হবে। নেককার সালামা ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহু খলিফা সুলাইমান ইবনু আব্দুল মালিককে যেমনটি বলেছিলেন।

• অথবা আমাদের মধ্য হতে কেউ যদি ইনসাফের গন্ডি থেকে অপরাধীর মতো পালিয়ে বেড়ায়, তবে তাকে প্রতিমুহূর্তে প্রাণনাশের ভয় পেতে হবেই। এভাবেই বিচারক তাকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে তার অপরাধগুলোতে নজর বুলাবেন।

• অথচ মৃত্যুতে আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ, তাদের সাথে একই বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য, সকাল-সন্ধ্যা তাদের সাথে উঠাবসার সু-ব্যবস্থা।

• তাছাড়া মৃত্যু হলো হুরদের সাথে মিলিত হওয়া এবং সুখ-শান্তিতে পূর্ণ চিরস্থায়ী অট্টালিকায় বসবাসের একমাত্র সেতু। এছাড়াও তা হলো দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর সমাপ্ত হওয়া ক্ষমাশীল স্নেহপরায়ণ প্রভুর পক্ষ থেকে সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুত সময়।

---

[১১১] সূরা আল-ইমরান : ১৯৮

♣ কবর

কবর জিয়ারতের মতো উদ্যমতা সৃষ্টিকারী এবং অলসতাকে পরাভূতকারী অন্য কোনো কাজ নেই। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ছিলেন এর প্রতি আগ্রহী এবং তাঁর উম্মতকেও জানিয়েছেন আহ্বান।

বারা ইবনু আযিব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা রাসূলের সাথে ছিলাম। তিনি একটি দলকে দেখতে পেয়ে বললেন—

> তারা কেন একত্র হয়েছে? বলা হলো, তারা একটি কবর খুড়ছে। বারা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝ দিয়ে দ্রুত হেঁটে কবরের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তিনি কী করেন তা দেখার জন্য আমি সামনে গেলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন। এমনকি তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজে যায়। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'প্রিয় ভাইয়েরা আমার, এই দিনের মতো করে প্রস্তুতি নাও।'[১১২]

এই প্রস্তুতিই মূলত প্রকৃত উদ্যমতা এবং সাহসিকতা। আবু নাসর বিশর ইবনু হারেস এই প্রস্তুতির যথার্থতা বুঝেছেন। তাঁর কাছে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলতেন—

> যে জানে যে, সে অবশ্যই মারা যাবে তাকে সেই ব্যক্তির মতো হওয়া উচিত, যে তার সফরের পাথেয় জমা করে বাহনে

---

[১১২] হাদিসের মান : হাসান ইমাম আহমাদ এবং ইবনু মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আলবানি রহ. হাদিসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ, ১৭৫১ নং হাদিস

> রেখেছে। সফরে যা কিছুর প্রয়োজন হতে পারে কিছুই নিতে বাদ রাখে ।[১১৩]

তারা মৃত্যুর জন্য পাথেয় প্রস্তুত করেছে এবং নিজেরাও প্রস্তুতি নিয়েছে। তাই তারা মৃত্যুকে করেননি ভয় এবং মৃত্যু পরবর্তী হিসাবের জটিলতায় হন নি শংকিত। কাকা ইবনু হাকিতার পাথেয় সংগ্রহ এবং এই সফরের প্রস্তুতির কথা এভাবে ব্যক্ত করেন—

> আমি ত্রিশ বছর ধরে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে আছি। যদি তা আমার কাছে চলে আসে, তাহলে আমি এক মুহূর্তের বিলম্বও পছন্দ করব না।[১১৪]

হ্যাঁ। তারা কবরস্থানের দিকে এমনভাবে তাকাতেন, যেন এর মাধ্যমে সাহসিকতার প্রেরণা এবং সংকল্পের প্রখরতা লাভ হতো। কবরের গর্ভে কতই না বেদনা! কত কবরে জিয়ারত করা হয়, অথচ তার বাসিন্দা জাহান্নামি। ভালো করেই জানে যে, তাদের পরীক্ষাকেন্দ্র এখন চলমান। অল্প কিছুদিনের কষ্ট যদি শত বছরের শান্তি বয়ে আনতে পারে, তবে প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই উচিত সেদিকে দৌড়ে যাওয়া এবং অলসতাকে তিন তালাক দিয়ে হাজার মাইল দূরে সরিয়ে রাখা, যেন তা আর কখনো ফিরে আসতে না পারে। তাই চিন্তা করে দেখেন, চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভ করতে হলে কতটা কষ্ট সাধনার প্রয়োজন?

প্রিয় ভাই, শিঙ্গায় ফুঁৎকারের সময় আসা পর্যন্ত আপনি কবরেই আটকে থাকবেন। এরপর আপনি হয়তো হবেন বাহনের আরোহী কিংবা শিকলবন্দী চালিত, ভারাক্রান্ত কিংবা আনন্দিত। এসবই হবে আপনার উদ্যমতা এবং

---

[১১৩] আত-তাবসিরা, ইবনুল জাওজি : ২২৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১১৪] কসরুল আমাল : ৭০

অলসতা অনুপাতে। সুতরাং, আপনি কী চান, তা নিজেই বেছে নেন, স্থায়ী শান্তি বয়ে আনা কষ্ট নাকি স্থায়ী কষ্ট বয়ে আনা শান্তি?

আপনার চোখে কি আবরণ পড়ে আছে? মোহগ্রস্তরা কি এই বাড়ির শেষপ্রান্ত দেখছে না? তাহলে ভালোদের সাথে যুক্ত হওয়ার সেই চেষ্টা সাধনা কোথায়? নাকি তাদের অবস্থা কবির এই কবিতার মতোই—

মানুষ উদাসীন অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে
তারা মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না,
একসময় জীবন ফুরিয়ে আসবে
তারা নিজেদের সাথীদের জড়ো করার পিছনে ছুটছে
তাদের রেখে আসা কবরের দিকেও তাকাচ্ছে
তবুও তারা উদাসীনতার স্বপ্নেই ফিরে আসে
যেন তারা কিছুই দেখে নি, কিছুই চোখে পড়ে নি।

দুটি বাড়ি-ওপরে ও নীচে

কীভাবে আপনি দুনিয়ার জন্য এতটা আগ্রহী হয়ে আছেন, যে দুনিয়া পরিশেষে একদিন আপনার প্রতি অনাগ্রহ দেখাবে? অথচ আপনার পরকাল হবে চিরস্থায়ী এবং চিরউন্নত।

কীভাবে আপনি উদাসীনতা করছেন এমন এক ব্যাপারে, যাতে চিরস্থায়ী মুক্তি কিংবা ধ্বংস উভয় পথই আছে? অথচ অস্থায়ী বাড়ীর কারুকার্যে আপনাকে অলস হতে দেখা যায় না।

শোনেন তাহলে, আব্দুল্লাহ ইবনু আইজার আপনাকে সতর্ক করে ডাকছেন। তিনি আপনার বর্তমান ও অত্যাসন্ন বাড়ীর মাঝে চমৎকার তুলনা করে বলেন—

> আদম-সন্তানের দুটি বাড়ি। একটি বাড়ি জমিনের উপরে, আরেকটি জমিনের নীচে। সে জমিনের উপরের বাড়ির জন্য কাজ করে যায়।

একে কারুকার্যমণ্ডিত করে। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। এর উত্তর-দক্ষিণে নানা রঙের দরজা বানায়। গ্রীষ্ম ও শীতে যা যা উপকারী সবই করে। এরপর চলে যায় জমিনের নীচে থাকা বাড়িতে; কিন্তু সে তা বরবাদ করে রেখেছে। তখন একজন আগন্তুক এসে তাকে বলে, যে বাড়ি তুমি এতভাবে সাজালে এতে তুমি কতদিন থাকবে?

সে বলে, আমি জানি না।

আগন্তুক বলে, আর যে বাড়ি তুমি বরবাদ করে ফেলেছ সেখানে কতদিন থাকবে?

সে বলে, সেটাই আমার আসল বাড়ি।

আগন্তুক বলে—এ কথা তুমি নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছ! তুমি কী বুদ্ধিমান মানুষ![১১৫]

যদি আপনার জ্ঞানে পূর্ণতা আসে এবং পেয়ে থাকেন সু-পথের দিশা, তবে আপনার সকল দৌড়ঝাপ এবং মূল পরিশ্রম হবে আপনার দ্বিতীয় বাড়ি এবং সর্বশেষ নিবাসের নির্মাণকাজে। ফলে তা হয়ে উঠবে আপনার দুনিয়ায় বানানো সকল প্রাসাদের চেয়ে উঁচু এক মনোরম প্রাসাদ। কেনইবা হবে না? আপনার পরিশ্রমের কল্যাণে জান্নাতের একটি এলাকা এবং এক টুকরো শান্তির নিবাস গড়ে উঠেছে!

পরিশ্রমীদের মতো চেষ্টা করেন। ছুঁড়ে ফেলে দিন ঘৃণ্য অলসতার পোশাক। আসল বাড়িতে যাওয়ার আগেই যথাসম্ভব তা প্রস্তুত করে নেন। যেন সেখানে যাওয়ার পর তা মনোরম অবস্থাতেই দেখতে পান। এমনটি করতে পারলে সুসংবাদ গ্রহণ করেন সেই কল্যাণের, যা আপনার চক্ষু কখনো দেখেনি। যেমন বিশর ইবনু হারেস বলেছেন—

---

[১১৫] আহওয়ালুল কুবুর : ১৫৬, ইবনু রজব হাম্বলি দারুল গদীল-জাদীদ, আল-মানসুরাহ, মিসর

আল্লাহর অনুগত ব্যক্তির জন্য কবরের বাড়ী কতই না উত্তম![১১৬]

প্রিয় ভাই, আপনি যদি কোনোদিন মন দিয়ে কোনো বাণী পাঠ করেন, তবে তা যেন হয় এই বাণীটি—

কবরে বসবাসের আগেই তা আবাদ করেন। কারণ, সেই বাড়িতে আপনার বসবাস কল্পনাতীত দীর্ঘ।

আর যারা অবাধ্য হয়েছে (অবাধ্যের জন্য ধ্বংস অনিবার্য) এবং প্রত্যাবর্তনস্থলের কথা ভুলে গিয়ে পরিশেষে নিজেদের উপহার দিয়েছে লাঞ্চনা। অলসতাই ছিল যাদের জীবনের শুরু এবং শেষ। তাদের মৃত্যু হলে তারা প্রত্যেক মুমিনের সহানুভূতি এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমানের অশ্রু প্রাপ্য হবে।

এমন বুদ্ধিমান মুমিনদের একজন ফজল আর-রুকাশি, তিনি একদিন কবরের দিকে তাকিয়ে বললেন—

হায়! আফসোস তাদের জন্য, যাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে নানা বাহানা ছিল। তারা যদি উত্তম প্রতিদান সম্পর্কে জানার পর আমলের পথ খুঁজে পেত; তবে তারা এই কবরে খুব তাড়াতাড়ি আসতে চাইত!

অতঃপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন—

প্রিয় ভাইয়েরা, আজ তোমাদের কামনা আর তোমাদের মাঝে কেবলই শূন্যতা ছেয়ে আছে। তাই শূন্যতাই তোমাদের সঙ্গী হয়ে আছে। (জীবিতরা) শোনো, মৃত্যু ও তোমাদের আমলের

---

[১১৬] আল-কুবুর : ১৩০, ইবনু আবিদ দুনিয়া, দারু মাকতাবাতিল গুরাবায়িল আসারিয়্যাহ।

> বিচ্ছিন্নতার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নাও। কেননা, তোমরা কেউই জানো না, রাতে বা দিনে কখন তার সাথে দেখা হয়ে যাবে।[১১৭]

প্রিয় ভাই, জানাজার দৃশ্যের মাধ্যমে আপনার চক্ষুকে তৃপ্তি দেন। মৃতের সাথে হেঁটে যান তাঁর কবর পর্যন্ত। এতে করে আপনার অন্তরে উচ্চ মনোবলের বীজ রোপণ করতে পারবেন; যা প্রতি মুহূর্তে আপনার তুচ্ছতার কথা মনে করিয়ে দেবে এবং সময়কে মূল্যায়ন করতে শেখাবে। সুতরাং নেক আমল অগ্রবর্তী করতে থাকেন। এতে আপনার দাড়িপাল্লা ভারী হবে এবং শয়তান অপমাণিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে শিক্ষা নেন। তিনি এক জানাজায় গিয়ে জনৈক গাফেলকে অবিস্মরণীয় এক শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সেই ব্যক্তি জানাজায় তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যুর শোকে যখন চারপাশ ছেয়ে আছে, এমতাবস্থায় লোকটি সে তাঁকে এক গুরুত্বহীন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল। তখন তিনি তাকে বললেন—

> ওহে নির্বোধ, তাসবীহ পড়ো! কেননা, খাটিয়ায় থাকা লোকটি চাইলেও আর তাসবীহ পড়তে পারবে না।[১১৮]

আজকের পর থেকে একটি মুহূর্তকেও ছোট করে দেখবেন না। হতে পারে এই মুহূর্তটিই আপনার নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে। তাই সেই মুহূর্তটি কাজে লাগিয়ে স্থায়ী সফলতা লাভ করেন। ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> আপনার প্রতিটি মুহূর্তই হীরকখণ্ড। এর মাধ্যমে আপনি একক সত্তার পাশে স্থায়ী বাড়ি কিনতে পারবেন।

মৃত্যু-পরবর্তী দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিদের কথা

কোনো এক সালাফ কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন—

---

[১১৭] আহওয়ালুল কুবুর : ৩৮

[১১৮] আহওয়ালুল কুবুর : ৩৮

আমরা যেসবে আগ্রহী, তারা সেসব থেকে উদাসীন হয়ে গেছে।[১১৯]

নশ্বর দুনিয়ার তুচ্ছ খড়কুটো থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে মৃতরা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়; কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর তাদের এই বিলম্বিত দুনিয়াবিমুখতা কি কোনো কাজে আসবে? হায়! আল্লাহর কসম, আপনি যদি নিজ চোখে আপনার মৃত প্রতিবেশীদের পরিণতি দেখতে পেতেন, তাহলে আপনার উদাসীনতার কথা চিন্তা করে নিশ্চিত জ্ঞান হারাতেন।

দরজায় দাঁড়ানো অতিথি

তাছাড়া মৃত্যু আমাদের জুতার ফিতার চেয়েও বেশি কাছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে আমাদের হিসাবকে কাছে এনে দিয়েছেন এবং আমল ও তাঁর মাঝে সংযোগ স্থাপন করে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.

ঈমানদারগণ, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে আগামীকালের জন্য কী পাঠাচ্ছে।[১২০]

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতকে সবসময় কাছেই রাখছেন। এমনকি তা আগামীকালের মতো করে রেখেছেন।[১২১]

যতক্ষণ আপনার ঠিকানা অজানা, ততদিন আপনার শ্রম দিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই এবং দু চোখে ঘুম আসারও কথা নয়। কেউ একজন যথার্থই বলেছেন—

চোখ কীভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমায়

---

[১১৯] আল-কুবূর : ১৪৫

[১২০] হাশর : ১৮

[১২১] জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন : ২২/১৯৯, আবু জা'ফর আত-তবারী

অথচ সে জানে না, দুই বাড়ীর কোনটিতে তার ঠাই হবে!'

♣অসুস্থতা

বান্দার ওপর অসুস্থতা সওয়ার হয়ে তাকে মনে করিয়ে দেয় অত্যাসন্ন সফরের কথা। খুলে দেয় পরকাল নিয়ে ভাবার দরজা। কত স্বাভাবিক অসুস্থতায় মানুষ আক্রান্ত হয়! কত তীব্র অসুস্থতা বান্দাকে কবরে নিয়ে যায়! নিশ্চয়ই অসুস্থতা মৃত্যুর হুশিয়ারি। অসুস্থতা আর মৃত্যুর মাঝে সামান্য এক চুলের তফাৎ। এজন্যই কোনো এক সালাফ বলেছেন—

> কোনো বান্দা দুইবার অসুস্থ হওয়ার পরও যখন তাওবা করে না, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে বলে, ওহে উদাসীন! আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে পর পর দুবার বার্তাবাহক এল। তবুও তুমি তাওবা করলে না![১২২]

কীভাবে

প্রকাশ্যে ও গোপনে আমল না করে থাকেন?

অথচ সবার মতো আপনার বেলাতেও দিন-রাতের কোনো আমলের সময়ই থেমে থাকছে না?

দিনের পর দিন আপনি নিজের কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন,

প্রতিদিনই আপনার এই ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন,

পরকাল যতই আপনাকে কাছে টানছে

কবর তত বেশি নিকটবর্তী হচ্ছে আর আপনার অলসতাও বাড়ছে

---

[১২২] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/২৮৯, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তওসী, দারুল মা'রিফা, বৈরুত

মৃত্যু নিকটবর্তী হচ্ছে আর উদ্যমতা প্রশমিত হচ্ছে

আপনার ব্যস্ততা কেবলই হিসাব আর চেক নিয়ে

আপনার মন এখনো আটকে আছে সেই টাকা আর চেকের মধ্যেই।

মৃত্যুর চতুর্ভুজ

আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

> একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং তার মাঝে একটি রেখা টানলেন, যা চতুর্ভুজ অতিক্রম করে বাহিরে চলে গেছে। অতঃপর মধ্য রেখাটির উভয় পার্শ্বে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা টেনে বললেন, (মনে করো) মধ্য রেখাটি একটি মানুষ। আর এই চতুর্ভুজ তার বয়সের সীমানা; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর ওই রেখার বাহিরের অংশটি তার আকাঙ্ক্ষা। এই ছোট রেখাগুলো তার বিপদাপদ। যদি সে একটি বিপদ থেকে রক্ষা পায় তাহলে পরবর্তী বিপদে আক্রান্ত হয়। যদি সেটা থেকেও রক্ষা পায় তবে এর পরেরটাতে আক্রান্ত হয়।[১২৩]

এই হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ :

- মানুষের আশা সবসময় তার জীবনের চেয়ে দীর্ঘ হয়।
- আমল কখনো দীর্ঘ হয় তবে তা স্বল্পমেয়াদী। কখনো বিস্তৃত হয় কিন্তু তা সীমিত। এমনকি অপরাধীরা কেয়ামতের মাঠে কসম করে বলবে, তারা কেবল সামান্য সময়ই দুনিয়ায় থেকেছে।

---

[১২৩] হাদিসের মান : হাসান, আহমাদ, ইবনু মাজাহড়আসসিলসিলাতুস সহিহাহ : ১৭৫১ নং

- কারণ অনেক তবে মৃত্যু একটিই। সুতরাং, মৃত্যুর ফেরেশতার সাথে আপনার সাক্ষাতের সময় আগে থেকেই নির্ধারিত। তবে মৃত্যুর পদ্ধতিতে ব্যক্তিভেদে ব্যবধান হয়।
- আশা সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রতারক। কেননা, এই আশা নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যাপারে অমনোযোগী করে রাখে।
- মৃত্যুর পাকড়াও অনিবার্য। এ থেকে পালাবার কোনো পথ নেই। সুতরাং, কবরপথে আপনার যাত্রা এক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র।
- প্রায়ই আশাময় আয়েশের মাঝপথে মৃত্যু হানা দেয়। ফলে অধিকাংশ আশা বাস্তবায়িত না হতেই মৃত্যুর ডাক এসে যায়। যেমন কবি বলেছেন :

আমরা সকাল সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াই নিজেদের প্রয়োজন পূরণে
যেন আমরা অফুরন্ত জীবনের উপকরণ খুঁজে বেড়াচ্ছি
তবে মানুষের সাথে সাথে তার সকল প্রয়োজনগুলোরও মরণ হয়
আর ফেলে যাওয়া প্রয়োজনগুলো এভাবেই পড়ে রয়।

অষ্টম পদক্ষেপ

উপদেশ

মাঝে মাঝে মানুষ হীনম্মন্যতার অভিযোগ করে। অতঃপর বন্ধুর কাছ থেকে উত্তম কথার সঙ্গ পেলে তার আশা প্রাণ ফিরে পায়। সংকল্পের বীজ থেকে নতুনভাবে চারা গজায়। এই কাজটা হয় বক্তব্য, দরস কিংবা উপদেশের কল্যাণে। সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে আপনি যদি এধরনের নসিহত তালাশে ব্রতী হোন।

আপনার হীনম্মন্যতা তীব্র হলে অলসতার বাতাস আপনার গায়ে লাগবেই।

তখন আপনি বন্ধুর কাছে যান। তার সাথে পরামর্শ করেন। তার কাছে নসিহতের আবদার করেন।

ব্যাধি নিরাময়কারী কথাগুলোকে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি নেন। যেন আপনার মনের সকল নির্লজ্জ উদাসীনতাকে বিতাড়িত করতে পারেন।

সাহাবীদের পদাংক অনুসরণ করেন। প্রিয় নবীজির অসংখ্য নসিহত থেকে এখানে আপনার জন্য তিনটি নসিহত তুলে ধরছি। সাহাবায়ে কেরাম নবীজির নসিহতের তালাশে কতটা আগ্রহী থাকতেন লক্ষ্য করেন—

- মুয়াজ ইবনু জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে নসিহত করেন!

তিনি বললেন—

- এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছ।
- নিজেকে মৃতদের মাঝে গণনা করতে শুরু করো।
- পাথর কিংবা গাছের আড়ালে-যেখানেই থাকো, আল্লাহকে স্মরণে রেখো।
- তুমি কোনো পাপ করে ফেললে এর পাশাপাশি পুণ্যও করে নিয়ো। গোপন পাপের বিনিময়ে গোপন নেকী, আর প্রকাশ্য নেকীর বিনিময়ে প্রকাশ্য নেকী।[১২৪]

• আবু যর রাজিয়াল্লাহু আনহুবলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে নসিহত করেন, তিনি বললেন—

- কোনো পাপ করে ফেললে এর পাশাপাশি আরেকটি ভালো কাজ করে ফেলো। এতে পূণ্য পাপকে মুছে দেবে।'

আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি পুণ্যের কাজ?

তিনি বললেন—

- এ-তো সবচেয়ে উত্তম পুণ্যের কাজ।[১২৫]

• আসওয়াদ ইবনু আসরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে নসিহত করেন। তিনি বললেন—

- তোমার হাতের অধিকারী হও!

আমি বললাম, আমি নিজের হাতের অধিকারী না হতে পারলে আর কীসের অধিকারী হবো?

- তোমার জবানের মালিক হও।

---

[১২৪] হাদিসের মান : সহিহ, তবরানী, মুজামুল কাবিরড়আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ : ৩/৪৬২

[১২৫] হাদিসের মান : সহিহ, আহমাদড়আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ : ৩/৩৬১

আমি বললাম, আমি আমার জবানের মালিক না হতে পারলে আর কীসের মালিক হবো?

৬. তোমার হাতকে কেবল ভালো কাজের দিকেই সম্প্রসারিত করো। জবান দিয়ে ভালো কথা ছাড়া আর কিছুই বলো না।[১২৬]

উপদেশ নাকি সম্পদ

সৎকর্মশীলগণ উপদেশ-নসীহতের মূল্য ভালো করেই জানেন। কেনই বা জানবেন না! এ-যে অর্থ কড়ির চেয়েও নেহায়েত দামী। উমর ইবনু আব্দুল আজিজ তাঁর কোনো এক শুভাকাঙ্খীর কাছে পাঠানো পত্রে লেখেন—

> আমার কাছে তোমার উপদেশমূলক পত্রটি এসে পৌছেছে। তুমি আমার করণীয় এবং তোমার প্রাপ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। এর মাধ্যমে তুমি বিশাল বড়ো সওয়াবের কাজ করেছ। কেননা, উপদেশ হলো সদকার মতো; বরং এর চেয়েও বেশি সওয়াবের, অধিকতর স্থায়ী, উত্তম ভান্ডার এবং মুমিনের আবশ্যকীয় প্রাপ্য। সঠিক পথ লাভের আশায় করা উপদেশবাণী অতিপ্রয়োজনীয় সদকার চেয়েও উত্তম। তোমার হিদায়াতি নসিহতে তোমার ভাই যা লাভ করবে, তা তোমার সম্পদ সদকা থেকে দুনিয়াবি উপকার লাভের চেয়েও উত্তম। তোমার নসিহতে একজন ধ্বংস থেকে বেঁচে যাওয়া দারিদ্রের কষাঘাত থেকে সদকার মাধ্যমে বাঁচানোর চেয়ে উত্তম।[১২৭]

---

[১২৬] হাদিসের মান : হাসান, ইবনু আবিদ দুনিয়া, ত্ববরানী, বাইহাকিড়সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব : ২৮৬৭

[১২৭] মিফতাহুল আফকার লিত-তাআহহুব লি দারিল করার : ২/১৪৪, আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল মুহসিন সালমান

উপদেশের সীমারেখা

উপদেশ হয়তো আপনাকে খুঁজবে নয়তো আপনি তাকে খুঁজবেন। কখনো আপনি অন্যের কাছে উপদেশ চাইবেন। অন্যজন আবার চাওয়া ছাড়াই আপনাকে নসিহত করে যাবে। তবে ভালো হয়, উপদেশের সীমারেখা এবং একজন হিতাকাঙ্খী কখন তার প্রিয় মানুষকে উপদেশ দেবে তা নির্ধারণ করে নিলে। এ ব্যাপারে ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহর সূক্ষ্ম কথাগুলো শুনে নিই। তিনি বলেন—

> উপদেশের সীমারেখা হলো, উপদেশ গ্রহণকারীর কাছে অন্যের জন্য ক্ষতিকর উপদেশ ভালো না লাগা। সেই ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হোক বা অসন্তুষ্ট। এবং অন্যের উপকারী বিষয় ভালো লাগা। এতে সেই ব্যক্তির ভালো লাগুক বা না লাগুক। নসিহতের ক্ষেত্রে খাঁটি বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার সাথে সাথে এটাও এক শর্ত।[১২৮]

কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে—

> উপদেশ কীভাবে ভালোবাসার নিদর্শন হতে পারে? অথচ উপদেশের মধ্যে অপরের দোষত্রুটিগুলো তুলে ধরা হয়। এতে করে তার মনে কষ্ট আরও বাড়ে?

ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহু এর উত্তরে বলেন—

> মনে কষ্ট লাগে সেই দোষ তুলে ধরলে, যা আপনার ভাই নিজে থেকেই তার দোষ হিসেবে জানে। তবে তার অজানা কোনো দোষ সম্পর্কে তাকে সতর্কীকরণ; মূলত তার প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ

---

[১২৮] আল আখলাক ওয়াস সিয়ার ফি মুদাওয়ামাতিন নুফুস, ৪২, ইবনু হাজম আন্দুলুসি আল-কুরতুবি আয-জাহিরি, দারুল আফাকিল জাদিদাহ, বৈরুত

মাত্র। এতে বরং আরও আন্তরিকতা বাড়ার কথা। মানে বুদ্ধিমানদের অন্তরে। আর নির্বোধদের কথা আর কী বলব! তারা এসব দিকে ফিরেও দেখবে না। কেননা, আপনাকে নিন্দনীয় কোনো কাজের ব্যাপারে সতর্ক করে কিংবা নিন্দাযোগ্য সিফাতের অভ্যাসের কথা জানিয়ে দেয়, উদ্দেশ্য কেবল তোমাকে পরিশুদ্ধ করা; তবে সে তো ঐ ব্যক্তির মতো, যে আপনাকে আস্তিনের নীচে ঢুকে পড়া সাপ বা বিচ্ছুর ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে। যে সাপ বা বিচ্ছু আপনাকে দংশন করতে চেয়েছে। এই কাজটা যদি আপনার কাছে ভালো না লাগে তবে আপনার চেয়ে নির্বোধ আর কেউ নেই।

আর নিন্দনীয় স্বভাবগুলো এই সাপ-বিচ্ছুর মতোই। পরিশেষে যেগুলো আপনাকে ঠেলে দেবে ধ্বংসের দিকে।[১২৯]

উপদেশের উপযুক্ত সময় কখন

♣ দীর্ঘদিনের ঈমানি দুর্বলতা ও হীনন্মন্যতার সময়; যা স্থায়ী রূপ নেওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে। এক ব্যক্তি উম্মে দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন—

> অসুস্থকে দেখতে যাও। জানাজার পেছনে পেছনে চলো। কবরস্থানে বেশি বেশি আসা-যাওয়া করো।[১৩০]

♣ সফরের সময়, সবার অনুপস্থিতিতে, বন্ধুর সান্নিধ্যে, বান্দার ওপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ চলে এলে, অন্তরে অস্থিরতা চলে আসলে। এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় বলতেন—

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ.

---

[১২৯] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/১৮২

[১৩০] তামবিহুল মুগতাররিন : ৪১৬

আল্লাহর কাছে তোমার দ্বীন, আমানত এবং পরিণামের নিরাপত্তার দুআ করি।

♣ গুনাহে ডুবে গেলে। যেমন : এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আমি শহরের উপকণ্ঠের এক নারীর চিকিৎসা করেছি। এতে আমাকে তার গায়ে স্পর্শ করতে হয়েছে। সুতরাং, আমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা আপনি ফায়সালা করেন! নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোনো প্রতিউত্তর দিলেন না। লোকটি চলে যেতে চাইলে তিনি তাকে ডেকে এই আয়াত পড়ে শোনালেন—

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ.

সালাত কায়েম করো দিনের দু-প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই পুণ্য পাপকে মুছে দেয়। এটি উপদেশগ্রহণকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।[১৩১]

উপস্থিত একজন বলল, এটি কি শুধু তার জন্যই নির্দিষ্ট?

তিনি বললেন, না; বরং সকল মানুষের জন্যই।[১৩২]

♣ ফিতনা ফাসাদে নিপতিত হওয়ার আশংকা দেখলে, পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলে, অসৎ সঙ্গো আপনার চারপাশ ভরে গেলে; এতে করে আপনিও তাদের মতো করেই গুণাহে জড়িয়ে পড়বেন।

♣ আপনার দিকে দুনিয়া ধেয়ে আসার মুহূর্তে। কারণ, সম্পদ মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে রাখে। এজন্য খলিফাগণ নিজেদের জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ দিতেন, যারা তদেরকে উপদেশ প্রদান করত এবং বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করত।

---

[১৩১] সূরা হুদ :১১৪

[১৩২] হাদিসের মান : সহিহ, ইবনু মাজাহ, আবু দাউদ—১৩৯৮

কারণ, খলিফা এবং শাসকরা ফিতনার অধিক নিকটবর্তী এবং জুলুমের অতি কাছাকাছি থাকে।

কে হবে আপনার উপদেশদাতা

১. অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি

উপদেশদাতার কথার পুনরাবৃত্তিতে কখনো কখনো এক কথা দশবারও শুনতে হয়। তবে ঈমানি ছোঁয়া শ্রোতাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করে। উপদেশদাতার কথাগুলো অন্তরের গভীর ছুঁয়ে যায়। কারণ, তার কথাগুলো বের হয় সরাসরি অন্তর থেকে। সুতরাং, জাগ্রত অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি আপনাকে অলসতার জটিলতা থেকে মুক্ত করতে পারবে। কেউ যদি দেখে যে, সে তার সাথীকে নসিহত করে যাচ্ছে; কিন্তু তার কথা কোনো প্রভাব ফেলছে না তবে সে বলে দেবে, হয়তো আমার মনে সমস্যা আছে নয়তো তোমার মনে।

হজের মৌসুমে একদিন আমি মসজিদে হারামে সালাত পড়লাম। ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা পড়লেন। তিনি যখন 'আমাদের সরল সঠিক পথের দিশা দেন' এই আয়াতে পৌছলেন, তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। কান্নার আওয়াজে পুরো মসজিদ ভরে উঠল। হৃদয় ও বিবেক ভীত হয়ে উঠল। তাই আমাদের এমন হৃদয়বান প্রয়োজন, যে জবানের আগে অন্তর থেকে নসিহত করবেন। এজন্যই জিলানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তুমি গোপনে ভালো থাকো। তাহলে প্রকাশ্যে বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী হতে পারবে।'

২. ইলম ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি

আপনাকে নসিহত ও পরামর্শ তালাশ করতে হবে সেই ব্যক্তি থেকেই, যার আছে অন্তর সংশোধন, দাওয়াত বাস্তবায়ন, ঈমানি উন্নতি সাধন, কল্যাণমূলক পরিকল্পনা, পেশাগত উন্নতি, শিক্ষাগত অগ্রগতি, চিন্তার নতুনত্ব—এর যেকোনো একটি যোগ্যতা। তারা আপনার উপকারে আসবে। তারা নিজেদের সফল অভিজ্ঞতার সারনির্যাস আপনার সামনে তুলে ধরতে পারবে।

অলসতার পরিধি একদিকের নয়। তাই আপনার নানাবিধ রোগের জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের খোঁজ করেন। সুতরাং আহলে কুরআন হলেই সে অন্তরের রোগ সম্পর্কে জানবে না। সময় নিয়ন্ত্রক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়ে যাবে না। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উদ্যমী হয়ে উঠবে না। প্রত্যেকেরই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। অতএব আপনি নিজের প্রয়োজন অনুপাতে যোগ্য লোক বেছে নেন।

আপনার পরামর্শদাতা যদি বেশি হয় এবং নসিহতকারী পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে তাহলে বুঝে নেবেন, আপনি মূল কেন্দ্রবিন্দুতেই আছেন এবং সঠিক পথেই এগোচ্ছেন। এজন্য উমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—

> একক অভিমত ঘর্ষণকারী একটি সুতোর মতো। দুটি মত দুটি সুতোর মতো। আর তিনটি অভিমত একত্রিত তিনটি সুতোর মতো, যা ছিড়ে যায় না।[১৩৩]

উপদেশের চমৎকার কিছু দৃষ্টান্ত

উপদেশের সঠিক মূল্য বুঝতেন এমন কতক সালাফের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি; যারা অন্যের কাছ থেকে উপদেশ লাভের তরে ছুটে বেড়াতেন—

♣ আবুল আতাহিয়া রাহিমাহুল্লাহ খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে এসে বললেন, আমাকে সংক্ষেপে কিছু কবিতার পংক্তির মাধ্যমে নসিহত করেন! তখন তিনি আবৃত্তি করলেন—

এক পলক কিংবা এক নিঃশ্বাসের ক্ষেত্রেও মৃত্যু থেকে নিশ্চিন্ত হয়ো না
যদিও তুমি থাকো কোনো বেষ্টনী কিংবা প্রহরার প্রতিরোধে,
জেনে রাখো, মৃত্যুর তীর আঘাত হানবেই
প্রত্যেক বর্মপরিহিত ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরে

---

[১৩৩] সিরাজুল মুলক, আবু বকর আত-তরতুশি : ১/৭৮

তুমি মুক্তির পথে না হেঁটেই মুক্তির দেখা পেতে চাও?
জাহাজ তো শুকনোতে চলতে পারে না![১৩৪]

♣ জারির ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু হুসাইনকে বলেন—আমাকে নসিহত করেন! তিনি বললেন—

জারির, দুনিয়াকে এমন সম্পদ বানাও, যা তুমি স্বপ্নে দেখো। এরপর জেগে উঠলে তোমার কাছে কিছুই থাকে না।[১৩৫]

♣ উমর ইবনু আব্দিল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ খালিদ ইবনু সফওয়ান রাহিমাহুল্লাহকে বলেন, 'আমাকে সংক্ষিপ্ত নসিহত করেন!' খালিদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন—

আমিরুল মুমিমিন, আল্লাহ তাআলা দোষ গোপন রাখার ফলে একদল মানুষ প্রবঞ্চনার শিকার হয় এবং প্রশংসা তাদেরকে ফিতনায় ডুবিয়ে রাখে। সুতরাং আপনার সম্পর্কে অন্যদের অজ্ঞতা নিজের ব্যাপারে আপনার জানার ওপর যেন প্রভাব না ফেলে! গোপন বিষয়ে ধোঁকায় পড়া এবং মানুষের প্রশংসায় উৎফুল্ল হওয়া থেকে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদের সবাইকে বাচিয়ে রাখেন![১৩৬]

♣ হুমাইদ আত-তওয়িল রাহিমাহুল্লাহ সুলাইমান ইবনু আলি রাহিমাহুল্লাহকে বলেন, আমাকে নসিহত করেন! তিনি বললেন—

তুমি যদি নির্জনে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে মনে করো আমি এক বিশাল কাজের দুঃসাহস দেখিয়ে ফেলেছি এবং যদি মনে করো

---

[১৩৪] রওজাতুল উকালা ওয়া নুযহাতুল ফুজালা : ২৮৫, আবু হাতিম আদ-দারামি আল-বুসতি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১৩৫] আজ-জুহদুল কাবির : ১৪১, আবু বকর আল-বাইহাকি, মুওয়াসসিসাতুল কুতুবিস সিকাফিয়্যাহ, বৈরুত, সংস্করণ : ৩

[১৩৬] প্রাগুক্ত : ১৮৭

যে, তিনি তোমাকে দেখছেন না তাহলে অবশ্যই তুমি কুফুরী করে বসলে।[১৩৭]

♣ এক ব্যক্তি বাশার ইবনু মানসুর রাহিমাহুল্লাহকে বলল, আমাকে নসিহত করেন! তিনি বললেন—

মৃত্যুর বাহিনী তোমার অপেক্ষায় আছে।[১৩৮]

♣ মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু মুকাতিল রাহিমাহুল্লাহর কাছে এসে বললেন, আমাকে নসিহত করেন! তিনি বললেন—

আমল করে যাও। মরে গেলে তো আর ফিরে আসবে না। যারা চলে গেছে তাদের দিকে তাকাও, তারা কি ফিরে এসেছে?[১৩৯]

হায়! উপদেশমালারা যদি খুঁজে পেত শ্রোতা!
মণি-মুক্তো পেত যদি সংগ্রহকারীর সন্ধান!
মূল্যবান পণ্যের জন্য আপনি কোনো বিক্রেতা ও ক্রেতাই খুঁজে পাবেন না!
এমনকি উপদেশমালার চাবুক যখন উদাসীনদের পিঠে এসে পড়ে তখন
আপনি তাদের কাছ থেকে ওজর পেশকারীর আহাজারী শুনতে পাবেন!

হে উদাসীন

একদল লোক আছে, তারা যখন কোনো উপদেশ-নসিহত শোনে তখন সেই নসিহত তাদের মনের মাঝে সংকল্পের চারাগাছ রোপণ করে দেয়। ফলে তারা অন্য সকল ঘুমন্তদের জাগিয়ে তুলে। বাজপাখি কোনো শিকার দেখতে পেলে শত আরাম আয়েশ ভুলে যায়। তাই নসিহতকারী তার নসিহত মোতাবেক আমল করছে কিনা আপনি সেসব নিয়ে ভাববেন না। কবি বলেন—

---

[১৩৭] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন : ৪/৩৯৮

[১৩৮] সিফাতুস সফওয়া : ২/৮১

[১৩৯] নাজরাতুন নাঈম ফি মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারিম : ২/৩৮৭

উপদেশদাতার উপদেশ লুফে নাও
যদিও সে নিজে হয় ভন্ড
অনেক সময় এমন চিকিৎসকের ঔষধও কাজে আসে
যার নিজেরই ঔষধের অধিক প্রয়োজন।

হে টাকা পয়সার গোলাম, এটিই আপনার মুক্তির সময়! হে লোভ লালসার দাস, এটিই আপনার স্বাধীনতার সুযোগ! প্রত্যেক পণ্যেরই মূল্য আছে। যতক্ষণ না আপনি নিজের সম্পদ ব্যয় করবেন এবং সদকা করবেন, ততক্ষণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি নেই। শয়তানের বন্দিত্ব থেকে ততক্ষণ বেরোতে পারবেন না, যতক্ষণ আপনার নামের সাথে জুড়ে থাকবে খন্ডিত দীনের অধিকারী উপাধি। হে জ্ঞানীর কাপড়ে জড়ানো উদাসীন, আগামীকাল যখন লাঞ্চনায় পড়বেন তখন ঠিকই জানতে পারবেন, যা অগ্রে পাঠিয়েছেন তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই আপনার।

প্রিয় ভাই, পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার সময় জমানো এই পার্থিব ভান্ডার আপনার কোনো কাজেই আসবে না! আপনার সম্পদ আর সন্তান কি মৃত্যুর আক্রমণ থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারবে?

নবম পদক্ষেপ

দুই সঙ্গের মাঝে

প্রত্যেক এমন সঙ্গ, যা সময় সম্পর্কে উদাসীন করে অথবা রসিক বানিয়ে দেয়, যার ফলে মানুষ কী করছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, কোনো পাপকাজেই ক্লান্তিবোধ করে না; এমন সঙ্গ কাজের বরকত ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং অলসতা ও দুর্বলতার বিষক্রিয়া ছড়িয়ে দেয়। তাই এমন সঙ্গ ত্যাগ করা আবশ্যক। তাদের সাথে সময় ব্যয়কে লঘু দৃষ্টিতে দেখা বিপজ্জনক। এ ব্যাপারে ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> সংস্পর্শকে যারা লঘু দৃষ্টিতে দেখে তাদের দেখে অবাক হই। অথচ তারা ভালো করেই জানে, স্বভাব চুরি হয়ে যায়। চলাফেরা হওয়া চাই ইলম ও আমলে উঁচু এবং মহৎ ব্যক্তির সাথে। যেন তাঁর কাছ থেকে উপকার লাভ করা যায়। আর নীচু পর্যায়ের লোকদের সাথে মেলামেশা ক্ষতিই বয়ে আনে। তবে যদি উপদেশ দান এবং শিষ্টাচার শেখানোর জন্য হয় তবে ভিন্ন কথা।[১৪০]

সুতরাং, কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন বা বজায় রাখার মাপকাঠি হলো, সে আপনার মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া কিংবা আপনি তার মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া।

---

[১৪০] সাইদুল খাতির, ইবনুল জাওজি : ৩৪৯

যদি আপনার হাত ওপরে থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে আপনিই হবেন কল্যাণের আহ্বায়ক। যে সত্যপথ থেকে তারা বিচ্যুত, আপনি তাদেরকে সেই পথের দিশা দেখিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং, আপনার এ কাজ এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবিদার।

তবে আপনার হাত যদি থাকে নীচে, এই সঙ্গ যদি আপনাকে দুনিয়ায় আকৃষ্ট করে ফেলে, তাদের অলসতা আপনার চেতনার মশাল নিভিয়ে দেয়, আপনার অন্তরে তাদের আগমনের গতি ঈমানি শক্তিকে পরাভূত করে ফেলে; তবে সাবধান সাবধান! এখনই পৃথক হোন, পৃথক হয়ে যান! এই কথাকেই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু এর ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে—

> মানুষের সাথে মিশো ও পৃথক হও। দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে আপোষ করতে যেয়ো না।[১৪১]

স্মরণ করেন, ফিরাউনের স্ত্রী তার প্রাসাদেই থেকেছে; কিন্তু তার ভ্রান্ত মতবাদে আকৃষ্ট হয় নি; কিন্তু আমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্তদের সাথে মিশেও সাধারণ জীবন অতিবাহিত করে? আর কে সেই নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে?

আপনার মেলামেশার ফলে যদি তারাও আপনাকে বিভ্রান্ত করে ফেলে, সঙ্গ দিলে যদি মহামারি সংক্রমিত হয়, তাহলে দূরেই থাকেন। যারা জাহান্নামেই ভয় পায় না তাদের সঙ্গ নেওয়া লজ্জার। আর তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারা গণিমত ও গর্বের। এজন্য আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংস্পর্শ থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন—

[১৪১] আবু সুলাইমান বলেন : অর্থাৎ শরীর দিয়ে তাদের সাথে মিশো তবে অন্তর থেকে আলাদা থাকো এটা নেফাকী নয়; বরং সৌজন্যতা আল-আযলাহ, খাত্তাবী, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ.

হে আল্লাহ, তোমার কাছে আশ্রয় চাই ক্ষতিকর দিন ও রাত থেকে, ক্ষতিকর সময় থেকে, ক্ষতিকর সঙ্গী থেকে এবং মন্দ প্রতিবেশী থেকে।[১৪২]

সুতরাং, অলসতা হলো সংক্রামক রোগ এবং উদাসীনতা হলো লতানো উদ্ভিদসদৃশ। জিজ্ঞাসা করে দেখেন—

মাদকাসক্তদেরকে এই জীবননাশক পথের সন্ধান কে দিয়েছে?

বখাটেদের পর্যন্ত এই অশ্লীলতা কে টেনে এনেছে?

তরুণ সমাজে চরিত্র বিনাশকারী কিচ্ছা কাহিনী ও উপন্যাস কে ছড়িয়ে দিয়েছে?

কে যুবকদের হাত ধরে মসজিদ থেকে কফিহাউজে নিয়ে যাচ্ছে?

সরল সঠিক স্বভাব থেকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পথে কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে?

এর পিছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে অসৎ সঙ্গ।

এজন্যই বলা হয়েছে—

কোনো অবস্থাতেই অলসের সঙ্গ নিয়ো না
কত ভালো মানুষ অন্যের নষ্টামিতে নষ্ট হয়ে গেছে
নির্বোধের ব্যাধি চতুরদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে
যেভাবে পাথর ছাইয়ে রাখা হলে তা খুব দ্রুতই নিভে যায়।

---

[১৪২] হাদিসের মান : হাসান, উকবা ইবনু আমের রা. এর সূত্রে তবরানীতে বর্ণিত; সহিহুল জামে : ১২৯৯ নং

যারা আশেপাশের মন্দদের হালকা ময়লাও গায়ে মাখেনি এবং বন্ধুদের সামান্য ভ্রষ্টতায়ও প্রভাবিত হয় নি, তাদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম হাসান আল-বান্না। তিনি ভালো কাজের কথা বলে বেড়িয়েছেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে নিম্নোক্ত শিরোনামে যা লিখেছেন তা আমার সাথে সাথে পড়ুন।

বিচারকের দরবারে বাদানুবাদ

ইমাম হাসান আল-বান্না রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> রমজানের কোনো এক রাতে আমি প্রধান বিচারকের দরবারে দেখা করতে গেলাম। তখন সেখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্থানীয় বিচারক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক, শিক্ষা সচিব, ডাক্তার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, আইনজীবী এবং গুপ্তচরদের বিরাট এক দল উপস্থিত ছিলেন। সেটি ছিল নৈশ আলাপচারিতার মজলিস। প্রধান বিচারপতি চা আনতে বললেন। আমাদের সামনে রুপার পাত্রে করে চা দেওয়া হলো। পরিবেশনকারী আসলে আমি তার কাছে কাঁচের গ্লাস চাইলাম। সে প্রধান বিচারকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। তিনি বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম, রুপার গ্লাস হওয়ায় আপনি চা-ই খাবেন না। আমি বললাম, হ্যাঁ, বিশেষত যেহেতু বিচারকের দরবারে আছি। তিনি বললেন, এই মাসয়ালাটা এখনো মতভেদপূর্ণ। এ ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা আছে। আর কোনো বিষয়ে পাকাপোক্ত ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত আমরা সে অনুযায়ী আমল করি না। আমি বললাম, জনাব! এই মাসয়ালায় পানাহারের ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই। এ ব্যাপারে সকলেই একমত এবং হাদিসেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—
>
> তোমরা স্বর্ণ রুপার পাত্রে পানাহার করো না।

আরও বলেন—

যে ব্যক্তি স্বর্ণ রুপার পাত্রে পানাহার করে সে যেন তার পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।

আর স্পষ্ট ভাষ্যের সাথে কোনো যুক্তি চলে না। এ ব্যাপারে আদেশ মান্য করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। কতইনা ভালো হতো, আপনি যদি আমাদের সবাইকে কাঁচের গ্লাসে পান করার আদেশ করতেন! উপস্থিত কেউ কেউ এ ব্যাপারে নাক গলাতে চাইল। তারা বলার চেষ্টা করল, বিষয়টা যতদিন মতভেদপূর্ণ আছে ততদিন এই কাজে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কোনো প্রয়োজন নেই। স্থানীয় বিচারকও নিজের মতামত ব্যক্ত করতে চাইলেন। তাই তিনি প্রধান বিচারককে উদ্দেশ্য করে বললেন, মহামান্য বিচারক! যেহেতু এক্ষেত্রে হারামের স্পষ্ট বক্তব্য আছে আর এর অন্তর্নিহিত হিকমত নিয়ে আমাদের আলোচনার আবশ্যকীয়তা নেই এবং হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আমল করার পথে কোনো বাঁধাও নেই; তাই আমাদের উচিত প্রথমত এই অনুযায়ীই আমল করা। অতঃপর যদি আমরা এর অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে তো ভালোই, অন্যথায় এটি আমাদেরই দুর্বলতা। আর সর্বাবস্থাতেই এই আমল করা আবশ্যক।

আমি এই সুযোগকে কাজে লাগালাম। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার আঙুলের দিকে ইশারা করে বললাম, যতদিন আপনি বিচারের আসনে থাকবেন ততদিন তবে আপনার এই আংটিটা খুলে রাখেন। কারণ, এটি স্বর্ণের। আর হাদিসের ভাষ্যনুযায়ী এটি পরিধান করা হারাম। তিনি মুচকি হেসে বললেন, উস্তাদ! আমি তো ওপর মহলের নিয়ম অনুযায়ীই ফায়সালা করি। আর প্রধান বিচারক তা যাচাই করেন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে। আর আমাদের সবাইকে সেই নিয়ম কানুন মানতে হয়। সুতরাং আপনি আমায় ছেড়ে প্রধান বিচারপতির প্রতি মনোযোগী হোন। আমি বললাম, আদেশ তো প্রতিজন মুসলিমের জন্যই। আপনিও তো মুসলমানদেরই একজন। এই হিসেবে এ আদেশ আপনার উপরেও বর্তাবে। তখন তিনি নিজের আংটিটা খুলে ফেললেন। এমন প্রতিকুল পরিবেশে সৎকাজের

আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং আল্লাহ তাআলার জাতের ব্যাপারে নসিহত করায় সবার মাঝে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সবাই তাকে সাধুবাদ জানান।[১৪৩]

এক সঙ্গা ছেড়ে আরেক সঙ্গো

কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার মানে অসৎসঙ্গা ছেড়ে শূন্য হয়ে বসে থাকা নয়; বরং অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অন্যের সঙ্গা গ্রহণ করা। যে সঙ্গা কল্যাণের কাজে উৎসাহিত করবে এবং জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বাড়াবে। তাই অলসতার বিপরীতে চারটি দায়িত্ব পালন করতে হবে,

১। সংরক্ষণ

শয়তান একজনের সাথে থাকে, দুজন থেকে দূরে থাকে। দুজনের সাথে থাকে, তিনজন থেকে অনেক দূরে থাকে। শয়তানের লক্ষ্যই হলো আপনাকে পাপের ফাঁদে ফেলা। আর পাপ হচ্ছে অলসতার দরজা। সুতরাং, আপনি যদি সৎ লোকদের মজলিসে অধিক সময় ব্যয় করেন, তাহলে শয়তান আআপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে অলসতা ও হীনন্মন্যতার অভিশাপ থেকে বাঁচাবেন।

২। সাহায্য

বিশেষত, হীনন্মন্যতার আক্রমনের সময় সৎসঙ্গা আপনার কাজে আসবে। অনেক অলসতার মহৌষধ আছে এই পদ্ধতিতে যে, বান্দা অন্যের সাথে মিলিয়ে কিছু আমল নির্ধারণ করবে। তাহলে অন্য ভাই সেই কাজে ধারাবাহিক হলে সেও আর অলসতা করে পিছিয়ে থাকতে পারবে না। আমাদের মধ্যে অনেকেই কুরআন হিফজ শুরু করে থেমে যায়। ফজরের সালাতে কিছুদিন ধারাবাহিক থাকে। এরপর দুর্বল হয়ে যায়। যদি সে আল্লাহ তাআলার কাছে

---

[১৪৩] মুজাক্কিরাতুদ দাওয়াহ ওয়াদ দায়িয়াহ : ২০১

এমন এক সঙ্গী জুড়িয়ে দেওয়ার দুআ করে, যে তাকে দীনী কাজে সহযোগিতা করবে, তাহলে সে তার অলসতাকে আটকে দিতে পারবে, মনের সাথে যুদ্ধে তাকেও পাশে পাবে এবং তার লক্ষ্যগুলোও খুব সহজে পূরণ হবে।

৩। ঈর্ষা

ইবাদতের আগ্রহ ও দৃঢ়তা নিয়ে ঈর্ষা করা। এটি কেবল এই সূরতেই হতে পারে যে, আপনি নিজেকে একদল খাঁটি বিশ্বাসীদের কাতারে শামিল করবেন। এতে করে সঠিক পথে আপনার পথচলায় প্রেরণা সৃষ্টি হবে। চলতে চলতে একসময় আপনি পুরো দলের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলতে পারলে অন্যদেরকেও ছাড়িয়েও যাবেন কোনো এক সময়। তখন যারা আপনার সামনে সামনে চলত, তারাই পিছন পিছন হাঁটবে। আপনি হবেন তাদের নেতা। এ পথেই চলেছেন খানসার ভাই সাখর। তিনি আবৃত্তি করেন :

লোকেরা যখন সম্মানের দিকে হাত বাড়িয়েছে
সেও সেদিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে
ফলে সে তাদের সবার হাতের উপরিভাগে থাকা
সম্মান লুফে নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নিয়েছে।

কোনো এক বোন আমার কাছে আমার সম্মানিত পিতার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন আমার পিতা এমন অবস্থায় ছিলেন যে, বার্ধক্য ও তীব্র অসুস্থতায় তাঁকে খুব কষ্ট করে নড়াচড়া করতে হতো। বোনটি বলেন—

> তিনি আমাদেরকে একটি পাঠ পড়াতে যাবেন। তখন আমরা দ্বিতীয় তলায় থাকতাম। তাঁর প্রবল আগ্রহ হলো, তিনি নিজেই আমাদের কাছে যাবেন। তাই তিনি দশ মিনিট সময় ব্যয় করে বিশটি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন!

বৈঠকের সবাই তাঁর এই উচ্চমনোবল এবং আমাদের হীনম্মন্যতার কথা ভেবে কেঁদে উঠে।

৪। উপদেশ

হয়তো আপনার বন্ধু আপনাকে উপদেশ দেবে কিংবা আপনি তার কাছে উপদেশ চাইবেন। সৎলোকদের সংস্পর্শে থাকলে তারা আপনাকে নসিহত করবেন। কারণ, তারা আপনাকে ভালোবাসে। আপনাকে বিশ্বাস করে। তারা আপনাকে নিয়ে এক ধরনের আশংকায় থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, আন্তরিক ভালোবাসা এবং আল্লাহ তাআলার জন্য খাঁটি বন্ধুত্বের নিদর্শন হলো, সঠিক উপদেশ। সেই সান্নিধ্যের চেয়ে মিষ্টি আর কী হতে পারে; যা ব্যক্তিত্বে ত্রুটি সাধনে বাঁধা দেয়, অলসতার অধ্যায়ে সমাপ্তি টেনে দেয়, শয়তানকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং মহান মালিকের নিকটবর্তী করে দেয়!

দশম পদক্ষেপ

জবান ও অন্তরের সুধারণা

মুখের কথায় নিজেকে গড়েন

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> 'কেউ যেন এভাবে না বলে, আমার অন্তর নষ্ট হয়ে গেছে। (আরবি 'خبث' শব্দ উচ্চারণ করে।) বরং যেন বলে, আমার অন্তর মন্দ হয়ে গেছে।[১৪৪] (আরবি 'لقس' শব্দ করে)

'خبث' এবং 'لقس' শব্দ দুটির অর্থ যদিও এক; কিন্তু 'خبث' শব্দটি নোংরা, শ্রুতিকটু ও একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখায় তিনি এই শব্দের ব্যবহার পছন্দ করেননি। আকিদার ক্ষেত্রে এর অর্থ আসে বাতিল। কথার ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় মিথ্যা। কাজের ক্ষেত্রে অর্থ হয় নিকৃষ্টতা। তবে 'لقس' শব্দটি এমন নয়। এর অর্থ আসে অবসাদ, মন্থরতা এবং এর মধ্যে ভদ্রতার আভাস আছে।

---

[১৪৪] হাদিসের মান : সহিহ, সাহল ইবনু হুনাইফ রা. এর সূত্রে বুখারি ও মুসলিমঃসহিহুল জামে : ৭৭৫৯ নং হাদিস

ইবনু হাজর আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিস থেকে অনেকগুলো চমৎকার ফায়েদা বের করেছেন এবং আমাদের জন্য উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই হাদিস থেকে যেসব বিষয়ে শিক্ষা নেওয়া যায়—

- ১। অশ্লীল শব্দ ও নাম উচ্চারণ থেকে বিরত থাকা এবং অশ্লীলতা নেই এমন নাম রাখা ও উচ্চারণে মনোযোগী হওয়া।
- ২। মানুষ ভালোর অন্বেষী। এমনকি শুভ লক্ষণের মাধ্যমেও তা অন্বেষণ করা যায়।
- ৩। যে কোনোভাবেই হোক, মানুষ নিজের দিকে কল্যাণকে সম্পৃক্ত করে।
- ৪। যথাসম্ভব অকল্যাণকে নিজের থেকে দূরে রাখে।
- ৫। নিজের মাঝে এবং পাপীর মাঝে বন্ধন ছিন্ন করে দেয়। এমনকি যৌথ অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রেও।
- ৬। দুর্বলকে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হলে এভাবে বলবে না যে, আমি ভালো নেই; বরং বলবে, আমি দুর্বল।
- ৭। নিজেকে ভালোদের কাতার থেকে বের করে দলে নির্ঘাত মন্দদের সাথে জড়িয়ে পড়তে হবে।[১৪৫]

সুতরাং, আপনার কথাই আপনাকে গড়ে তুলবে। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের নকশা এঁকে দেবে। আপনার উচ্চারিত হয়তো আপনাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবে, নয়তো রাস্তার মধ্যভাগে এনে রাখবে। সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু যা শিখেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের হাত ধরে। ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু 'আমি অলস' বলতে খুবই অপছন্দ করতেন।[১৪৬]

---

[১৪৫] ফাতহুল বারি : ১০/৫৬৪, ইবনু হাজর আসকালানী, দারুল মারেফা

[১৪৬] মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা : ৫/৩২০, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ

এমনকি মুমিন কবিগণ আলোকিত নববীপথে শুভযাত্রা করেছেন। তারা সু-ধারণা পোষণ করার পরামর্শ দিয়ে গেছেন এবং যেকোনো বিষয়ে উজ্জ্বল দিকটি প্রকাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থেকেছেন। তরবারী ও কলমের সৈনিক কবি মাহমুদ সামি আল-বারুরি তার সহচরদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন—

*হে সম্মানিত কবি ভাবনায় ডুব দাও * ভেতর থেকে মধ্যমপন্থী কথা বের করো*

মন্দকে তিরস্কার করতে যেয়ো না; বরং সম্মানিত ব্যক্তির প্রশংসা করে যাও
সম্মানিত ব্যক্তির প্রশংসাই মন্দের নিন্দা।

নীচুমানের কিছু শব্দ

↓ আমি অলস।

↓ আমি পারি না।

↓ অনেকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।

↓ কোনো ফায়দা নেই।

↓ এই কাজ খুব কঠিন ও কষ্টসাধ্য।

↓ অসম্ভব।

↓ আমি শেষ।

এই কথাগুলো আমি নীচের দিকে তিরচিহ্নযুক্ত লাইনে ধারাবাহিক লিখেছি। কারণ, এই কথাগুলো মানুষকে একেবারে তলানিতে নিয়ে নিক্ষেপ করে। ভালো কাজ করতে দেয় না। অলসতা থেকে হতাশা ও ব্যর্থতায় টেনে নেয়। তাই শব্দগুলো নীচের দিকে থাকাই শোভনীয়। সুতরাং আজকের পর থেকে কোনো কথাকেই ছোট করে দেখবেন না। এগুলো কখনো উচ্চারণ করবেন না। দরকারে খুব হিসেব করে এগুলোর প্রয়োগ করবেন।

কিছু উঁচুমানের শব্দ

↑ আমি উদ্যোগী হবো।

↑ আমি বার বার চেষ্টা চালাব। এই পথ ধরেই আমার সফলতা আসবে।

↑ আল্লাহর প্রতি আশাই সবচে বড়ো।

↑ এই কঠিন কাজে আমি আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করি।

↑ সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর।

↑ এ-বিষয়ে আশা রেখেই যাব।

↑ কখনো নিরাশ হবো না।

↑ আল্লাহ আমার সাথে আছেন।

এই লাইনগুলো আপনাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ, এগুলো আপনার মনোবল বৃদ্ধি করে। আপনার তন্দ্রা দূর করে। শয়তানকে ক্রোধান্বিত করে। তার চক্রান্ত ও ফাঁদগুলো ভেস্তে দেয়। সুতরাং, আপনি যদি মন-মগজে এগুলোকে গেঁথে নিতে পারেন, তবে আপনার উন্নতিতে কোনো সংশয় নেই। এই শব্দগুলোই আপনার জন্য সফলতার পথ তৈরি করে দেবে।

ব্যক্তিজীবন তো বটেই, আমাদের সামাজিক-জীবনও স্থবির হয়ে পড়েছে; দিনকে দিন আমাদের দেশের বিশাল সংখ্যক তরুণ বেকার হয়ে পড়ছে; শিক্ষিত বেকার তরুণের সংখ্যা হুহু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেন? একটিই কারণ—অলসতা।

অলসতা আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে; আমাদের ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে; আমাদের সমাজ ধ্বসংস করছে; এমনকি এর কারণে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজের কাছে আমাদের তরুণরা অহহেলার শিকার হয়ে একপর্যায়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে। অথচ একটু নড়চড়, একটু প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি। এই সমাজ, এই রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার কাণ্ডারিদের দেখিয়ে দিতে পারি, আমাদের তারুণ্য কী ধারণ করে, কী করতে পারে; কিন্তু তার আগে আমাদের দূর করতে একটা জিনিস—অলসতা!

কীভাবে দূর করবো অলসতা, কীভাবে এই নীরব ঘাতক থেকে রক্ষা করবো নিজেকে, কীভাবে গড়ে তুলবো একটি সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ কর্মজীবন; একটি বহুল আকাঙ্ক্ষিত কর্মচঞ্চল পৃথিবী—সেই কথা ও পরামর্শগুলাই একজন দরদী দায়ি, একজন অন্তরমুখো মুরুব্বি, একজন মুখলিস অভিভাবকের ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে এই বইয়ে—অলসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-এ।